মিলাদ ও কিয়ামের বিধান

অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল
(এম এম, এম এ, বিসিএস)

মিলাদ ও কিয়ামের বিধান

অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল
(এম এম, এম এ, বিসিএস)

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
❑ মিলাদ ও কিয়ামের ইতিহাস	৩
❑ নবীগণের যুগে মিলাদুন্নবী	৫
❑ অন্যান্য প্রামাণ্য দলীল	১৩
❑ আনুষ্ঠানিক মিলাদুন্নবীর ইতিহাস ঃ ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত	১৬
❑ উম্মত ও উলামাগণের ইজমা	১৭
❑ মিলাদের উপর লিখিত প্রথম স্বতন্ত্র কিতাব	২০
❑ ওহাবীদের অপপ্রচারের স্বরূপ	২৩
❑ মিলাদুন্নবী বৈধতার ফতুয়া	২৩
❑ মিলাদের মধ্যে কিয়াম	৩২
❑ কিয়ামের প্রকার ভেদ	৩৯
❑ পরিশিষ্ট-১ কিয়াম বিরোধীদের অপব্যাখ্যামূলক দলিল খন্ডন	৪৬
❑ সংশয় নিরসন	৫৩
❑ মূল কথা	৫৩
❑ পরিশিষ্ট-২ মিলাদ কিয়াম সম্পর্কে মক্কা-মদিনার ৯০ জন মুফতীর ফতোয়া	৫৫
❑ মিলাদ ও কিয়ামের তারতীব	৬৪
❑ না'তে রাসুল (দঃ) ও হাম্‌দে খোদা	৭৬
❑ সংক্ষিপ্ত সুন্নী আকায়েদ ও আমল	৮০

اَحْكَامُ الْمِيْلَادِ وَالْقِيَامِ

মিলাদ ও কিয়ামের বিধান

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۔ (سُوْرَةُ اَحْزَابْ اٰيَتْ-٥٦

নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ মহান নবীর উপর দরূদ পড়েন। (রহমত নাজিল করেন)। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীজীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং সম্মানের সাথে সালাম জানাও। (সুরা আহযাব-৫৬ আয়াত)

১। উক্ত আয়াতের দুটি অংশ। প্রথম অংশে মহান নবীর উপর আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণের সদা-সর্বদা দরূদ পাঠের সুসংবাদ প্রদান।

২। আয়াতের দ্বিতীয় অংশে মুমিনদের প্রতি দরূদ পাঠ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ।

৩। আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের সর্বদা দরূদের নিশ্চয়তার সুসংবাদ।

৪। আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের দরূদের সময় নির্দ্ধারণ। যখন থেকে তিনি নবী, তখন থেকেই দরূদের শুরু।

৫। যতদিন তিনি নবী খেতাবে ভূষিত থাকবেন, ততদিন উক্ত দরূদ চালু থাকবে।

৬। যখন আল্লাহর নাম নেয়ার মত কোন সৃষ্টি থাকবেনা- সব ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনও নবীজীর দরূদ চালু থাকবে। কেননা, তখন তো আল্লাহ থাকবেন। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর দরূদ পড়ছেন এবং ভবিষ্যতেও পড়তে থাকবেন। আল্লাহর জিকির সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে- যখন সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু নবীজীর দরূদ বন্ধ হবে না।

৭। আল্লাহর দরূদের অর্থ- নবীজীর ওপর খাছ রহমত বর্ষণ ও তাঁর শান বৃদ্ধিকরণ (শেফা শরীফ)। ফেরেশতাগণের দরূদের অর্থ শান বৃদ্ধি করার প্রার্থনা করা এবং মুমিনগণের দরূদের অর্থ নবীজীর জন্য রহমত কামনা করে নিজেদের গুনাহ খন্ডন ও রহমতের মর্তবা অর্জন করা।

৮। দরূদ শরীফ আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের আমল। বান্দার অন্য কোন আমলে আল্লাহ শরীক নন। একমাত্র দরূদের আমলেই শরীক। নবীজীর শান কত মহান।

৯। নামাজের মধ্যে দরূদ ও সালাম নির্ধারিত শব্দ যোগে আদায় করতে হবে। তাশাহ্হুদের মধ্যে সালাম জানাতে হবে "আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলে এবং নামাজের মধ্যে দরূদ পড়তে হবে, 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদীন' বলে। এখানে অন্য কোন দরূদ ও সালাম গ্রহণযোগ্য নয়। বোখারী শরীফ কিতাবুস সালাত অধ্যায় দেখুন। কিন্তু নামাজের বাইরে যে কোন দরূদ শরীফ পাঠ করা যাবে। অবশ্য সালাত এবং সালাম শব্দ দুটি অবশ্যই দরূদে থাকতে হবে। যেমন ঃ আস সালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ ইত্যাদি। দেওবন্দের মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর 'শেহাবে সাকিব' দেখুন।

১০। দরূদে ইবরাহিমী ছাড়া নামাজে অন্য দরূদ হবেনা। কিন্তু মিলাদে, জিকির মাহফিলে, অজিফায়, আমলে, মসজিদে প্রবেশকালে বিভিন্ন রকমের দরূদ শরীফ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। শেফা শরীফে কাজী আয়াজ (রহঃ) প্রায় ত্রিশ ধরনের দরূদ ও সালাম বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত বিবি ফাতেমা, হযরত আলী, হযরত বেলাল, হযরত ইবনে মাসউদ এবং নবীজীর দরূদ শরীফও উল্লেখ করেছেন। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সালাত এবং সালাম পাঠ করার নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বিশেষ ধরনের সালাত ও সালাম নির্ধারিত করে দেননি। সুতরাং সালাত ও সালাম শব্দদ্বয় সম্বলিত আরবী, বাংলা, উর্দ্দু, ফার্সি, ইংরেজী যে কোন ভাষায় দরূদ শরীফ পাঠ করার অনুমতি আছে। হ্যাঁ, আরবী ও হাদিছে বর্ণিত বিভিন্ন দরূদ শরীফের মর্তবা সকলের উর্ধ্বে। সুতরাং বাংলাদেশে পঠিত সব রকমের দরূদ-ই জায়েয।

১১। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহর নির্ধারিত ফেরেশতাগণ আমার উম্মতের ছালাম আমার নিকট পৌছায়- (মিশকাত)। তিনি আরও এরশাদ করেন أَنَا أَسْمَعُ صَلٰوتَكُمْ عَلَيَّ بِلَا وَاسِطَةٍ "আমি ফেরেস্তাগণের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তোমাদের দরূদ শুনতে পাই" (ওহাবী কিতাব জালাউল আফ্হাম ৭২ পৃষ্ঠা - ইবনে কাইয়েম)।

১২। উপরোক্ত ১১ নম্বরে বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো- নবী করিম (দঃ) স্ব-শরীরে জিবীত এবং আমাদের দরূদ ও সালাম দু প্রকারেই শুনতে পান- ফেরেশতাদের মাধ্যমে এবং সরাসরি।

ছালাতুন ইয়া রাছুলাল্লাহ আলাইকুম
ছালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম।

মিলাদ ও কিয়ামের ইতিহাস

সূচনা ঃ প্রথম মিলাদ ও কেয়াম কে করেছিলেন?

পবিত্র মিলাদুন্নবীর ইতিহাস অতি প্রাচীন। মিলাদুন্নবীর সূচনা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। রোজে আজলে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে নিয়ে আল্লাহ এই মিলাদের আয়োজন করেছিলেন। নবীগণের মহাসম্মেলন ডেকে মিলাদুন্নবী মাহফিলের আয়োজক স্বয়ং আল্লাহ। তিনি নিজে ছিলেন মীর মজলিশ ও সভাপতি। সকল নবীগণ ছিলেন শ্রোতা। ঐ মজলিশে একলক্ষ চব্বিশ হাজার বা মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর (আঃ) উপস্থিত ছিলেন। ঐ মজলিশের উদ্দেশ্য ছিল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়া সাল্লামের বেলাদাত, শান ও মান অন্যান্য নবীগণের সামনে তুলে ধরা এবং তাঁদের থেকে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন ও সাহায্য সমর্থনের প্রতিশ্রুতি আদায় করা। কোরআন মজিদের ৩য় পারা সূরা আলে এমরান ৮১-৮২নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ঐ মিলাদুন্নবী মাহফিলের কথা উল্লেখ করেছেন। নবীজীর সম্মানে এটাই ছিল প্রথম মিলাদ মাহফিল এবং মিলাদ মাহফিলের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান হচ্ছে আল্লাহর সুন্নাত বা তরিকা। ঐ মজলিশে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামও উপস্থিত ছিলেন। ঐ মজলিশে স্বয়ং আল্লাহ নবীজীর শুধু আবির্ভাব বা মিলাদের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সীরাতুন্নবীর উপর কোন আলোচনা সেদিন হয়নি। সমস্ত নবীগণ খোদার দরবারে দন্ডায়মান থেকে মিলাদ শুনেছিলেন এবং কিয়াম করেছিলেন। কেননা, খোদার দরবারে বসার কোন অবকাশ নেই। পরিবেশটি ছিল আদবের। মিলাদ পাঠকারী ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ এবং কেয়ামকারীগণ ছিলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম।

এই মিলাদ ও কেয়াম কোরআনের اِقْتِضَاءُ النَّصِّ দ্বারা প্রমানিত হলো ঃ উল্লেখ্য যে, কোরআন মজিদের নস্ (نَصٌّ) চার প্রকার।যথাঃ ইবারত, দালালাত, ইশারা ও ইক্বতিজা। উক্ত চার প্রকার দ্বারাই দলীল সাবেত হয়। (নূরুল আনওয়ার দেখুন) নিম্নে উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে ইবারতের দ্বারা প্রমানিত হয়েছে অঙ্গীকার/দালালাতের দ্বারা নবীগণের মাহফিল, ইশারার দ্বারা মিলাদ বা আবির্ভাব এবং ইক্তিজার দ্বারা কিয়াম প্রমানিত হয়েছে।

সুতরাং মিলাদুন্নবী মাহফিল কেয়ামসহ নবীগণের সম্মিলিত সুন্নাত ও ইজমায়ে আম্বিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কোরআন মজিদের আলে এমরানের আয়াত ৮১-৮২ উল্লেখ করা হলো ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ

جَاءَ كُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ + قَالَ
اَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ + قَالُوْا اَقْرَرْنَا + قَالَ
فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ + فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ +

অর্থাৎ (৮১) "হে প্রিয় রাসুল! আপনি স্মরণ করুন ঐ দিনের কথা, যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এ কথার উপর যে, যখন আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করবো; তারপর তোমাদের কাছে আমার মহান রাসুল যাবেন এবং তোমাদের নবুয়ত ও কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবেন, তখন তোমরা অবশ্য অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে"। আল্লাহ বলেনঃ "তোমরা কি এ সব কথার উপর অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? (তখন) তাঁরা সকলেই সমস্বরে বলেছিলেন,— 'আমরা অঙ্গীকার করছি"। আল্লাহ বল্লেনঃ "তাহলে তোমরা পরস্পর সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে মহাসাক্ষী রইলাম"। (৮২) "অতঃপর যে কোন লোক এই অঙ্গীকার থেকে ফিরে যাবে- সেই হবে নাফরমান" (কাফের)।

উক্ত দুটি আয়াতের মধ্যে নবী করিম (দঃ)-এর ব্যাপারে ১০টি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যথা ঃ

১। এই ঐতিহাসিক মিলাদ সম্মেলনের ঘটনাবলীর প্রতি রাসুলে করিম (দঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ। যেহেতু নবী করিম (দঃ) ঐ সময়ে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

২। আল্লাহ কর্তৃক অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট থেকে নবীজীর শানে অঙ্গীকার আদায়।

৩। নবীগণের রমরমা রাজত্বকালে এই মহান নবীর আগমন হলে তাঁর উপর ঈমান আনতে হবে।

৪। তাঁর আগমন হবে অন্যান্য নবীগণের সত্যতার দলীল স্বরূপ।

৫। ঐ সময় নবীগণের নবুয়ত স্থগিত রেখে নবীজীর উপর ঈমান আনয়ন করতে হবে ও উম্মতের মধ্যে শামিল হতে হবে।

৬। নবীজীকে সর্বাবস্থায় পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকর আদায়। জীবনের বিনিময়ে এই সাহায্য হতে হবে নিঃশর্তভাবে।

৭। নবীগণের স্বীকৃতি প্রদান।

৮। পরস্পর সাক্ষী হওয়া।

৯। সকলের উপরে আল্লাহ মহাসাক্ষী।

১০। ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম— নাফরমান ও কাফের সাব্যস্থ।

১০ নং দফায় নবীগণের উম্মত তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা নবীগণের অস্বীকারের প্রশ্নই উঠেনা। অস্বীকার করেছে ইয়াহুদী ও নাসারাগণ। সুতরাং তারাই কাফের।

তাওহীদ সম্মেলন ও রিসালাত সম্মেলনের গুরুত্ব ঃ (১ঃ১০)

(বিঃ দ্রঃ) বক্ষমান আয়াত দুটিতে রাসুলে পাকের রেসালতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ১০টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন— যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু খোদার তাওহীদের ব্যাপারে মাত্র একবার ওয়াদা নেয়া হয়েছিল রোজে আজলে। সেখানে কোন তাকিদমূলক অঙ্গীকার ছিলনা এবং সাক্ষী সাবুদও রাখা হয়নি। যেমন ঃ আল্লাহ বলেনঃ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের প্রভূ ও স্রষ্টা নই? সমস্ত বনী আদম তখন উত্তরে বলেছিল قَالُوْا بَلٰى অর্থ্যাৎ তারা সবাই বললো- হ্যাঁ!

তাওহীদের ক্ষেত্রে একবার অঙ্গীকার আর সিরালাতের ক্ষেত্রে বার বার অঙ্গীকার একথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, তাওহীদের ক্ষেত্রে তেমন সমস্যার সৃষ্টি হবে না। কিন্তু রিসালাতের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা দেখা দিবে। কেউ মানবে, কেউ মানবেনা। নবী তো মানবীয় সুরতে যাবেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা, উঠা-বসা, জাগতিক লেন-দেন মানুষের মতই হবে। এগুলো দেখে তাঁর নবুয়ত ও রিসালাত এবং তাঁর বিশেষ মর্যাদার কথা মানুষ খুব কমই অনুধাবন করতে পারবে। তাঁর সাথে বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ করবে। এজন্যই নবীজীর নবুয়ত ও রিসালাত সম্পর্কে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও তাঁর সমর্থন উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াবাসীকে নবীজীর শান-মান ও আগমনের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাকিদ করেছেন। মিলাদুন্নবীর মূল আলোচ্য বিষয়ই উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহর রবুবিয়াত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ কোন ফতোয়া দেননি। কিন্তু নবীজীর রিসালাত ও শান-মান অস্বীকারকারীকে কাফের বলেছেন।

নবীগণের যুগে মিলাদুন্নবী

১। আদম (আঃ)-এর যুগে মিলাদ

প্রত্যেক নবী নিজ নিজ যুগে আমাদের প্রিয়নবী ও আল্লাহর প্রিয় হাবীবের আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। হযরত আদম (আঃ) তাঁর প্রিয় পুত্র ও প্রতিনিধি হযরত শীস

(আঃ) কে নূরে মোহাম্মদীর তাজীম করার জন্য নিম্নোক্ত অসিয়ত করে গেছেনঃ

اَقْبَلَ اٰدَمُ عَلٰى اِبْنِهٖ شِيْثَ فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ اَنْتَ خَلِيْفَتِىْ مِنْ بَعْدِىْ فَخُذْهَا بِعِمَارَةِ التَّقْوٰى وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللّٰهَ فَاذْكُرْ اِلٰى جَنْبِهٖ اِسْمَ مُحَمَّدٍ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ اِسْمَهٗ مَكْتُوْبًا عَلٰى سَاقِ الْعَرْشِ وَاَنَابَيْنَ الرُّوْحِ وَالطِّيْنِ ثُمَّ اِنِّىْ طُفْتُ السَّمٰوٰتِ فَلَمْ اَرٰى فِى السَّمٰوٰتِ مَوْضِعًا اِلَّا رَاَيْتُ اِسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوْبًا عَلَيْهِ وَاِنَّ رَبِّىْ اَسْكَنَنِىَ الْجَنَّةَ فَلَمْ اَرٰى فِى الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَاغُرْفَةً اِلَّاوَجَدْتُ اِسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوْبًا عَلَيْهِ وَلَقَدْ رَاَيْتُ اِسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوْبًا عَلٰى نُحُوْرِ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَعَلٰى وَرَقِ قَصَبِ لِجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلٰى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوْبٰى وَعَلٰى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَعَلٰى اَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ اَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ فَاَكْثِرْ ذِكْرَهٗ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ قَبْلُ تَذْكُرُهٗ فِىْ كُلِّ سَاعَاتِهَا (زُرْقَانِىْ عَلَى الْمَوَاهِبِ)

অর্থ ঃ "আদম (আঃ) আপন পুত্র হযরত শীস (আঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে প্রিয় বৎস! আমার পরে তুমি আমার খলিফা। সুতরাং এই খেলাফতকে তাকওয়ার তাজ ও দৃঢ় একিনের দ্বারা মজবুত করে ধরে রেখো। আর যখনই আল্লাহর নাম জিকির (উল্লেখ) করবে, তাঁর সাথেই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামও উল্লেখ করবে। তাঁর কারণ এইঃ আমি রূহ ও মাটির মধ্যবর্তী থাকা অবস্থায়ই তাঁর পবিত্র নাম আরশের পায়ায় (আল্লাহর নামের সাথে) লিখিত দেখেছি। এরপর আমি সমস্ত আকাশ

ভ্রমণ করেছি। আকাশের এমন কোন স্থান ছিলনা যেখানে মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম অঙ্কিত পাইনি। আমার রব আমাকে বেহেস্তে বসবাস করতে দিলেন। বেহেস্তের এমন কোন প্রাসাদ ও কামরা পাইনি যেখানে মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম লেখা ছিলনা। আমি মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম আরও লিখিত দেখেছি সমস্ত হুরদের স্কন্ধ দেশে, বেহেস্তের সমস্ত বৃক্ষের পাতায়, বিশেষ করে তুবা বৃক্ষের পাতায় পাতায় ও ছিদরাতুল মোন্তাহা বৃক্ষের পাতায় পাতায়, পর্দার কিনারায় এবং ফেরেস্তাগণের চোখের মনিতে ঐ নাম অঙ্কিত দেখেছি। সুতরাং হে শীস! তুমি এই নাম বেশী বেশী করে জপতে থাক। কেননা, ফেরেস্তাগণ পূর্ব হতেই এই নাম জপনে মশগুল রয়েছেন"। (জুরকানী শরীফ)। উল্লেখ্য যে, সর্বপ্রথম দুনিয়াতে ইহাই ছিল জিকরে মিলাদুন্নবী (দঃ)।

২। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মিলাদ পাঠ ও কেয়াম

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাইল (আঃ) যখন আল্লাহর ঘর তৈরী করছিলেন, তখন ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত ঘরের নির্মাণ কাজ কবুল করার জন্য এবং নিজের ভবিষ্যৎ সন্তানাদিদের মুসলিম হয়ে থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা কেয়াম করে নবী করিম (দঃ)-এর আর্বিভাব আরবে ও হযরত ইসমাইলের বংশে হওয়ার জন্য এভাবে দোয়া করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۔

অর্থাৎ "হে আমাদের রব! তুমি এই আরব ভূমিতে আমার ইসমাইলের বংশের মধ্যে তাদের মধ্য হতেই সেই মহান রাসুলকে প্রেরণ করো - যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কোরআন সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদেরকে পবিত্র করবেন"। সুরা বাকারা ১২৯ আয়াত।

এখানেও দেখা যায়- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাসুলুল্লাহর আবির্ভাবের চার হাজার বৎসর পূর্বেই মুনাজাত আকারে তাঁর আবির্ভাব, তাঁর সারা জিন্দেগীর কর্ম চাঞ্চল্য ও মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির ক্ষমতা বর্ণনা করে হুজুর (দঃ)-এর মিলাদের সারাংশ পাঠ করেছেন এবং এই মুনাজাত বা মিলাদ দন্ডায়মান অবস্থায়ই করেছেন— যা পূর্বের দুটি আয়াতের মর্মে বুঝা যায়। ইবনে কাছির তাঁর বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন دَعَا اِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ قَائِمٌ অর্থাৎ উক্ত দোয়া করার সময় ইব্রাহীম (আঃ) দন্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন।

নবী করিম (দঃ) বলেন ঃ اَنَا دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ "আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফসল"। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নিকট থেকে চেয়ে আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) কে আরবে ইসমাইল (আঃ)-এর বংশে নিয়ে এসেছেন। এটা উপলব্ধির বিষয়। আশেক ছাড়া এ মর্ম অন্য কেউ বুঝবেনা। বর্তমানে মিলাদ শরীফে রাসুলে পাকের আবির্ভাবের যে বর্ণনা দেয়া হয়- তা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার তুলনায় সামান্যতম অংশ মাত্র। সুতরাং আমাদের মিলাদ শরীফ পাঠ ও কেয়াম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামেরই সুন্নাত। (দেখুন বেদায়া ও নেহায়া ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠা)

৩। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মিলাদ পাঠ ও কেয়াম

নবী করিম (দঃ)-এর ৫৭০ বৎসর পূর্বে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব। তিনি তাঁর উম্মত-হাওয়ারী (বনী ইসরাইল) কে নিয়ে নবী করিম (দঃ)-এর মিলাদ শরীফ পাঠ করেছেন। উম্মতের কাছে তিনি আখেরী জামানার পয়গম্বর (দঃ) এর নাম ও সানা সিফাত এবং তাঁর আগমন বার্তা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ۔

অর্থাৎঃ "হে আমার প্রিয় রাসুল! আপনি স্মরণ করে দেখুন ঐ সময়ের কথা- যখন মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ হে বনী ইসরাইলঃ আমি তোমাদের কাছে নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং এমন এক মহান রাসুলের সুসংবাদ দিচ্ছি— যিনি আমার পরেই আগমন করবেন এবং তাঁর নাম হবে আহমদ (দঃ)" সুরা আছ ছফ -৬ আয়াত।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভাষণ সাধারণতঃ দন্ডায়মান অবস্থায় হতো। আর এটাই ভাষণের সাধারণ রীতিও বটে। ইবনে কাছির বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

وَخَاطَبَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اُمَّتَهُ الْحَوَارِيِّيْنَ قَائِمًا ۔

অর্থাৎঃ "ঈসা (আঃ) দন্ডায়মান (কেয়াম) অবস্থায় তাঁর উম্মৎ হাওয়ারীদেরকে নবীজীর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন"। সুতরাং মিলাদ ও কিয়াম হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুন্নাত এবং তা নবীযুগের ৫৭০ বৎসর পূর্ব হতেই। (বেদায়া ও নেহায়া)

৪। নবী করিম (দঃ) নিজের মিলাদ নিজেই পাঠ করেছেন

একদিন নবী করিম (দঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

مَنْ اَنَا قَالُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ .

অর্থাৎ ঃ "তোমরা বল- আমি কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আপনি আল্লাহর রাসুল। হুজুর (দঃ) বললেনঃ আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, আব্দুল মোত্তালিবের নাতী, হাশেমের প্রপৌত্র এবং আবদ মনাফের পুত্রের প্রপৌত্র"। এই হাদীসের গুরুত্ব মতেই ইমামগণ চার কুরছিকে ফরজ বলেছেন।

হুজুর আকরাম (দঃ) আরও এরশাদ করেন ঃ

وَمِنْ كَرَامَتِىْ عَلٰى رَبِّىْ اَنِّىْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرٰى اَحَدٌ سَوْأَتِىْ (طَبْرَانِىْ-زُرْقَانِىْ)

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আমার একটি বিশেষ মর্যাদা এই যে, আমি খতনা অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছি এবং আমার লজ্জাস্থান কেউই দেখেনি"। (তাবরানী, জুরকানী) অন্যান্য রেওয়ায়াতে পাক পবিত্র, নাভি কর্তনকৃত, সুরমা পরিহিত, বেহেস্তি লেবাস পরিহিত অবস্থায় ভূমিষ্ট হওয়ার বর্ণনা এসেছে। (মাদারেজুন্নবুয়ত)।

এছাড়াও জঙ্গে হোনায়নের যুদ্ধে যখন হাওয়াজিনের তীর নিক্ষেপে মুসলিম সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ পয়ে পড়েছিলেন, তখনও নবী করিম (দঃ) একা যুদ্ধ ময়দানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ঃ

اَنَا النَّبِىُّ لَا كَاذِبْ + اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ .

অর্থাৎ "আমি আল্লাহর নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আব্দুল মোত্তালিবের বংশধর"।

উপরোক্ত প্রথম ঘটনাটি দাঁড়িয়ে বলা এবং বর্ণনা করার নামই মিলাদ ও কেয়াম। সুতরাং মিলাদুন্নবী ও কেয়াম স্বয়ং রাসুলে পাকেরই সুন্নাত। দ্বিতীয় বর্ণনায় ولدت শব্দটি এসেছে। এর অর্থ হলো আমি জন্মগ্রহণ করেছি— ভূমিষ্ট হয়েছি— আবির্ভুত হয়েছি। সব বর্ণনায়ই নবী করিম (দঃ) কেয়াম অবস্থায় ছিলেন। তিনি নিজেই কেয়াম করেছেন। সুতরাং বেলাদতের বর্ণনাকালে কেয়াম করা নবীজীরই সুন্নাত।

৫। সাহাবা যুগে মিলাদুন্নবী মাহফিলের প্রমাণ

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরাম মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ ঃ

১। হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস ঃ

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِىْ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ لِاَبْنَاءِهٖ وَعَشِيْرَتِهٖ وَيَقُوْلُ هٰذَا الْيَوْمُ . فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ عَلَيْكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَتُهٗ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ (اَلدُّرُّ الْمُنَظَّمُ)

অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন ঃ আমি নবী করিম (দঃ)-এর সাথে মদিনার আবু আমের আনসারীর গৃহে গমন করে দেখি- তিনি তাঁর সন্তানাদি এবং আত্মীয়-স্বজনকে নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বলছেন- আজই সেই দিন। এতদ্দর্শনে নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করলেনঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং আল্লাহর ফেরেস্তাগণও তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন (দোররে মুনাজ্জাম- আব্দুল হক এলাহাবাদী)

২। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا-كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ بَيْتِهٖ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ بِقَوْمٍ-فَيَبْشُرُوْنَ وَيَحْمَدُوْنَ اِذْجَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِىْ (اَلتَّنْوِيْرُ فِىْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ-لِابْنِ دَحْيَةَ)

অর্থাৎ "একদিন তিনি (ইবনে আব্বাস) কিছু লোক নিয়ে নিজগৃহে রাসুল করিম (দঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করে·আনন্দ উৎসব করছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাবলী

আলোচনাসহ দুরূদ ও সালাম পেশ করছিলেন। এমন সময় নবী করিম (দঃ) তথায় উপস্থিত হয়ে এ অবস্থা দেখে বললেনঃ তোমাদের সকলের জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে গেল" (ইবনে দাহইয়ার আত-তানভীর ৬০৪ হিজরী)। সুতরা প্রমাণিত হলো যে, নবী পাকের মিলাদ শরীফ পাঠে রাসুলে পাকের শাফায়াত নসীব হবে।

৩। হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে কবিতার মাধ্যমে মিলাদুন্নবী (দঃ) পাঠ করেছেন। দীর্ঘ কবিতার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

اِنَّكَ وُلِدْتَ مُبَرَّاً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ . كَاَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

وَضَمَّ الْاِلٰهُ اِسْمَ النَّبِىِّ بِاِسْمِهٖ . اِذَا قَالَ فِى الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدُ

وَشَقَّ لَهٗ مِنْ اِسْمِهٖ لِيُجِلَّهٗ . فَذُوالْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَّهٰذَا مُحَمَّدٌ

অর্থাৎ "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি সর্ব দোষত্রুটি হতে মুক্ত হয়েই জন্ম গ্রহণ করেছেন। আপনার এই বর্তমান সুরত মনে হয় আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর নাম আযানে নিজের নামের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এর প্রমাণ ঃ যখন মুয়াজ্জিন পাঞ্জেগানা নামাজের জন্য "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ" বলে আজান দেয়। আল্লাহ তায়ালা আপন নামের অংশ দিয়ে নবীজীর নাম রেখেছেন- তাঁকে অধিক মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে। এর প্রমাণ হচ্ছে- আরশের অধিপতির নাম হলো "মাহমুদ" এবং ইনির নাম হলো "মুহাম্মদ"। (দিওয়ানে হাসসান)।

(বিঃ দ্রঃ) আরবীতে মাহমুদ লিখতে পাঁচ হরফ, যথা ঃ ا-و-م-ح-م এবং মুহাম্মদ লিখতে চার হরফ, যথা ঃ ا-م-ح-م ব্যবহৃত হয়। ব্যবধান মাত্র এক হরফের। বিষয়টি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। মাত্র 'ওয়াও' হরফের ব্যবধান।

উক্ত মিলাদী কসিদায় হযরত হাসসানের কয়েকটি আকিদা প্রমাণিত হয়েছে। যথাঃ

১। নবী করিম (দঃ)-এর উপস্থিতিতে এই প্রশংসাসূচক কসিদা পাঠ।

২। মিম্বারে দাঁড়ানো (কিয়াম) অবস্থায় হুজুরের জন্ম বৃত্তান্ত ও গুণাবলী বর্ণনা করা।

৩। নবী করিম (দঃ) সর্বত্রুটি হতে মুক্ত।

৪। হুজুর (দঃ)-এর বর্তমান সুরত নবীজীর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি।

৫। আজানের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে আল্লাহর নামের পাশে নবীজীর নাম আল্লাহ কর্তৃক সংযোজন।

৬। নবীজীর মুহাম্মাদ নামের উৎস হচ্ছে আল্লাহর সিফাতী নাম- মাহমুদ।

হযরত হাসসান (রাঃ)-এর এই মিলাদ পাঠ শুনে নবী করিম (দঃ) বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে জিবরাইল মারফত সাহায্য করো"। তাফসীরে খাজাইনুল ইরফানে উল্লেখ আছেঃ যারা নবী করিম (দঃ)-এর প্রশংসাগীতি করে, তাদের পিছনে জিবরাইল (আঃ)-এর গায়েবী মদদ থাকে (সুরা মুজাদালাহ)। মিলাদ ও কিয়ামের জন্য এটি একটি শক্ত ও উৎকৃষ্ট দলীল।

৬। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মিলাদুন্নবী (দঃ)

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রহঃ) নিজ সনদে খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক মিলাদ পাঠের ও অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরোপের কথা নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেনঃ

قَالَ اَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِىْ فِى الْجَنَّةِ . وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَى الْاِسْلَامَ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ وَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِّقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ لَايَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا بِالْاِيْمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ . (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى عَلَى الْعَالَمِ صفحة ٧-٨)

অর্থাৎ -হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মিলাদ শরীফ পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমাণ খরচ করবে, সে আমার বেহেস্তের সাথী হবে"। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো, সে দ্বীন ইসলামকেই জীবিত করলো"। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি

মিলাদুন্নবী পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে, সে যেন বদর ও হোনায়েনের মত কঠিন জেহাদে শরীক হলো"। হযরত আলী (রাঃ ও কঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (দঃ) কে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে- সে দুনিয়া থেকে ঈমানের সাথে বিদায় হবে এবং বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবে"। (আন নে'মাতুল কোবরা পৃষ্ঠা ৭-৮)।

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ)-এর নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। তাঁর উক্ত কিতাবের উপর বহু শরাহ লেখা হয়েছে। তন্মধ্যে আল্লামা দাউদী ও আল্লামা সাইয়েদ আহমদ আবেদীন দামেস্কী অন্যতম। তাঁর রেওয়ায়াতকৃত উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মিলাদুন্নবী চালু ছিল এবং তারাও এর জন্য অন্যকে তাকিদ করেছেন।

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী উক্ত গ্রন্থে মিলাদুন্নবী পালনের ফজিলত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রহঃ), হযরত মারুফ কারাখী (রহঃ), হযরত ছিররি ছাকাতী (রহঃ), হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহঃ) এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) প্রমুখ ইমাম ও সলফে সালেহীনের রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ উক্ত কিতাব ৭-১১ পৃষ্ঠা দেখে নিতে পারেন।

অন্যান্য প্রামাণ্য দলীল

প্যালেস্টাইনের আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রহঃ)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ জাওয়াহিরুল বিহার ৩য় খন্ড হতে মিলাদুন্নবী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে মূল আরবী এবারত ও অর্থসহ বিজ্ঞ পাঠকবর্গের খেমতে পেশ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আমাদের বাংলা ও ভারতে কিছু পথভ্রষ্ট লোক মিলাদুন্নবী বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে লেখা পড়া না করেই মিলাদ ও কেয়াম সম্পর্কে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। পূর্ববর্তীগণের কিতাব না দেখেই তাঁরা এ পথ অবলম্বন করছেন বলে মনে হয়। বিজ্ঞ পাঠকগণ নিরপেক্ষ মন নিয়ে সামনের দলীলসমূহ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই আশা করি দ্বিধা দূর হয়ে যাবে। আর যারা বিরোধিতার খাতিরেই বিরোধিতা করছেন- তাদের হেদায়াতের ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া হলো। সত্য পথ অনুসন্ধান করাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত— লেখক।

মিলাদ ও কিয়াম ফেরেস্তাগণের সুন্নাত ঃ (গুরুত্বপূর্ণ দলীল)

আমরা নবীজীর উম্মত। তাঁকে সম্মান করা ওয়াজিব। তিনি হায়াতুন্নবী। রওযা মোবারকে অক্ষত দেহ মোবারক নিয়েই তিনি শায়িত। হযরত আবু দারদা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ (طَبْرَانِىْ)

অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ মোবারককে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন"। অর্থাৎ মাটি তাঁদের দেহ মোবারক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনষ্ট করতে পারবে না। সুতরাং রওযা মোবারকে আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) দুনিয়ার দেহ মোবারক নিয়েই অক্ষত অবস্থায় জীবিত আছেন। বোখারী শরীফের শরাহ ফয়জুল বারীতে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلٰى حَيَاةِ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ "সমস্ত উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম নিজ নিজ রওযা মোবারকে স্বশরীরে জীবিত আছেন"। তাই নবীগণের হায়াত মউতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং সর্বদা তাঁদের তাজীম করা ওয়াজিব।

ফেরেস্তাগণের কিয়াম ঃ দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা

আল্লাহর ৭০ হাজার ফেরেস্তা সর্বদা হুজুরের রওযা মোবারকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নূরের পাখা রওযা মোবারকে সামিয়ানার মত বিস্তার করে দুরূদ ও সালাম পেশ করে থাকেন। অথচ আমরা ফেরেস্তাদের অনুকরণে ৫/১০ মিনিট দাঁড়িয়ে দুরূদ ও সালাম পেশ করলে বেদআত হয়ে যায়- বলে এক শ্রেণীর আলেম নামধারীরা ফতোয়া দিয়ে বসে। ফেরেস্তারাও কি তাহলে বেদআতে লিপ্ত? হাদীস খানা নিম্নরূপ ঃ

عَنْ نُبَيْهَةَ بْنِ وَهْبٍ اَنَّ كَعْبًا دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَعْبٌ مَا مِنْ يَّوْمٍ يَّطْلُعُ اِلَّا نَزَلَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ حَتّٰى يَحُفُّوْا بِقَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُوْنَ بِاَجْنِحَتِهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا اَمْسَوْا عَرَجُوْا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ فَصَنَعُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْاَرْضُ خَرَجَ فِىْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَزُفُّوْنَهٗ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ وَمِشْكٰوةُ بَابُ الْكَرَامَاتِ.)

অর্থাৎ "হযরত নোবাইহাতা ইবনে ওহাব (রহঃ) তাবেয়ী হতে বর্ণিত ঃ একদিন হযরত কা'ব আহবার (তাবেয়ী) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন।

অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম তথায় নবী করিম (দঃ)-এর শান-মানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। হযরত কা'ব বললেন ঃ "এমন কোন দিন উদয় হয়না- যে দিন ৭০ হাজার ফেরেস্তা নাজিল হয়ে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর রওযা মোবারক বেষ্টন করে তাঁদের নূরের পাখা বিস্তার করে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নবী করিম (দঃ)-এর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ না করেন। অতঃপর যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে, তখন তাঁরা আকাশে আরোহণ করেন এবং তাঁদের অনুরূপ সংখ্যার (৭০ হাজার) ফেরেস্তা অবতরণ করে তাঁদের মতই দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকেন। আবার কেয়ামতের দিন যখন জমিন (রওযা মোবারক) বিদীর্ণ হয়ে যাবে, তখন তিনি ৭০ হাজার ফেরেস্তা দ্বারা বেষ্টিত হয়ে প্রেমাস্পদের রূপ ধারন করে আসল প্রেমিকের সাথে শীঘ্র মিলিত হবেন"— (দারমী ও মিশকাত- বাবুল কারামত হাশিয়াসহ)।

উল্লেখিত হাদীসে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য ঃ

১। কা'ব আহবার (রহঃ) নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকে ৭০ হাজার ফেরেস্তা নাজিল হতে নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। এটি তাঁর কারামতের প্রমাণ (লোমআত)।

২। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) উপস্থিতিতে কা'ব এ সাক্ষ্য দিয়েছেন।

৩। রওযা মোবারকে দিনে ৭০ হাজার এবং রাত্রে ৭০ হাজার ফেরেস্তা নাজিল হয় এবং তাদের ডিউটি হলো ঃ রওযা মোবারক বেষ্টন করে নূরের পাখা রওযা মোবারকে সামিয়ানা স্বরূপ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করা। ইহাই মিলাদ ও কিয়ামের সারাংশ। মুসলমানগণ ফেরেস্তাদেরই অনুকরণে কেয়াম সহকারে দরূদ ও সালাম পড়ে থাকেন। (আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত)

৪। হাদীসে উল্লেখিত مِثْلُهُمْ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সবসময় নিত্য নতুন অন্য একদল ফেরেস্তা আসেন। জীবনে একবারই তাঁরা এ সুযোগ পেয়ে থাকেন।

৫। উক্ত ফেরেস্তারা অন্য কোন আমল না করে কেয়াম অবস্থায় শুধু দরূদ পড়েন।

৬। রওযা মোবারকে পালাক্রমে দিন-রাত ২৪ ঘন্টা মিলাদ ও কেয়াম হয়।

৭। মিলাদ মাহফিল উত্তমভাবে আলোক সজ্জিত করা ও সামিয়ানা টাঙ্গানো বৈধ।

৮। নবী করিম (দঃ) কে সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানোর জন্যে চোখের সামনে উপস্থিত থাকা শর্ত নহে। কেননা, ফেরেস্তাদের চোখের সামনে শুধু রওযা মোবারক পরিদৃষ্ট ছিল।

৯। কেয়ামত দিবস পর্যন্ত কেয়াম সহ দরূদ ও সালামের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। দুশমনেরা তা বন্ধ করতে পারবেনা। ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান (রহঃ) লিখেছেন ঃ

ذِكْرِ مِيْلَادُ النَّبِى كَرْتَا رَهُوْنْكَا عُمْرِبَهْرْ · جَلْتِے رَهُوْ نَجْدِيُوْ جَلْنَا تُمْهَارَا كَامْ هَے

অর্থ ঃ "আমরা মিলাদুন্নবীর মাহফিল জীবন ভর করে যাবো। হে নজদীগণ! তোমরা জ্বলতে থাক। জ্বলে মরাই তোমাদের কাজ"। (আ'লা হযরত)

১০। কেয়ামত দিবসে রওযা মোবারক অক্ষত থাকবে- ধ্বংস হবে না।

১১। রোজ হাশরে ৭০ হাজার ফেরেস্তা হুজুর (দঃ) কে পরিবেষ্টন করে ও জুলুছ করে খোদার দরবারে নিয়ে যাবে। নবীজীর জুলুছ করা ফেরেস্তাগণেরই সুন্নাত।

১২। সেদিন খোদা হবেন হাবীব এবং নবী করিম (দঃ) হবেন মাহবুব। হাদীসে উল্লেখিত يَزِفُوْنَ শব্দটি বাবে নাছারা হতে উৎপন্ন ক্রিয়া পদ। মূল ধাতু زَفٌّ অর্থ মিলন। খোদার সাথে সেদিন প্রিয় মাহবুবের মিলন হবে— লোমআত।

আনুষ্ঠানিক মিলদুন্নবীর ইতিহাস ঃ ইজমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ আছে ঃ

"পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবীর (দঃ) অনুষ্ঠান বর্তমানে প্রচলিত নিয়মে আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয় ৬০৪ হিজরীতে। তৎকালীন ইমাম ও মোজতাহিদ তকিউদ্দীন সুবকী মিশরী (রহঃ) ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ও ইমাম। একদিন তাঁর দরবারে সে যুগের বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামের সমাবেশ ঘটেছিল। ইমাম তকিউদ্দীন (রহঃ) তাঁদের উপস্থিতিতে নবী করিম (দঃ)-এর প্রশংসামূলক ইমাম ছরছরি (রহঃ) রচিত দুলাইন কবিতা পাঠ করেন। পংতি দুটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

قَلِيْلٌ لِمَدْحِ الْمُصْطَفٰے الْخَطُّ بِالذَّهَبِ · عَلٰى وَرَقٍ مِّنْ خَطِّ اَحْسَنَ مِنْ كُتُبِ-

وَاَنْ تَنْهَضَ الْاَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِهٖ · قِيَامًا صُفُوْفًا اَوْجُثِيًّا عَلَى الرُّكَبِ-

অর্থাৎ "সুন্দরতম কিতাবের পাতায় স্বর্ণাক্ষরেও যদি নবী মোস্তফার নাম অঙ্কন করা হয়, তবুও তাঁর বিশাল মর্যাদার তুলনায় তা অতি তুচ্ছ। অনুরূপভাবে শুধু তাঁর নাম শুনেও যদি উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা সারিবদ্ধভাবে কিয়ামসহ দাঁড়িয়ে যায়, অথবা আরোহী অবস্থায় নতজানু হয়ে যায়, তবুও তাঁর মহান মর্যাদার তুলনায় তা অতি সামান্যই হবে"। —ছরছরি।

ছরছরির কবিতার উক্ত পংতি দুটো পাঠ করার সময়ে ইমাম তকিউদ্দীন সুবকী ও উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম নবীজীর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। মজলিশে নবী প্রেমের ঢেউ

খেলে গেলো। সকলেই ভাবের আবেগে আপ্লুত হলেন। মিলাদ শরীফে কেয়ামের বৈধতার ক্ষেত্রে ইমাম তকিউদ্দীন সুবকি ও উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের উক্ত কেয়ামের অনুসরণ করাই যথেষ্ট। কেননা, এই কেয়াম হলো শুভ সংবাদ উপলক্ষে তাজীমী কেয়াম। নবীজীর উপস্থিতি এখানে শর্ত নয়— যদিও তিনি উপস্থিত হতেও পারেন"। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড-৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন!)

উম্মত ও উলামাগণের ইজমা ঃ

প্রথা ও অনুষ্ঠান হিসাবে নূতন হলেও মিলাদ ও কিয়ামের মূল ভিত্তি হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ! কেননা রোজে আজলে আল্লাহ তায়ালা মিলাদ বর্ণনাকালে আম্বিয়ায়ে কেরামের মাহফিলের ইনতেজাম করেছিলেন এবং নিজে ছিলেন সভাপতি। অনুরূপভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম আপন আপন উম্মতের মাহফিলে মিলাদুন্নবীর আলোচনা করেছেন বলে কোরআনেই সুরায়ে সাফ ২৮ পারায় উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে (৬০৪ হিজরী) শুধু আনুষ্ঠানিকতার বিষয়টি নূতন হওয়ার কারণে বিদআতে হাসানা ও মোস্তাহাব-এর পর্যায়ভুক্ত হয়েছে বলে সকল উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ কারণে মিলাদ ও কিয়াম সকল উলামায়ে কেরামের ইজমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সর্বত্র অনুসৃত। মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর উলামাদের ইজমার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কোরআন মজিদে-এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۔ سُوْرَةُ نِسَاءَ اٰيت-١١٥

অর্থাৎ "রাসুলের কাছে হেদায়াত প্রকাশিত হওয়ার পরে যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করে— এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে যে কেউ বলে, আমি তাকে ঐ পথেই চালাবো- যে পথ সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম স্থান"। সুরা নিসা আয়াত ১১৫।

উক্ত আয়াতে রাসুলের বিরোধিতা এবং মুসলমানদের অনুসৃত ঐক্যমতের বিরোধিতা- উভয়টির পরিণামই জাহান্নাম। মিলাদ ও কিয়াম সকল মুসলমানের অনুসৃত পথ। সুতরাং-এর বিরোধিতার পরিণামও ভয়াবহ। সকলের অনুসৃত পথকে ইজমায়ে উম্মত বলা হয়। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ

অর্থাৎ "আমার সকল উম্মত একটি গোমরাহীর কাজে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না"। সুতরাং মিলাদ ও কিয়াম যে গোমরাহী নয়- সকল উম্মতের দ্বারা তা অনুসৃত ও গৃহীত হওয়াই-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নূরুল আনওয়ার গ্রন্থে ইজমা অধ্যায়ে উপরের আয়াতকে ইজমায়ে উম্মতের একটি অকাট্য দলীল হিসাবে পেশ করা হয়েছে। একবার কোন বিষয়ে ইজমা হয়ে গেলে পরবর্তী যুগে কেউ-এর বিরোধিতা করলে বা ইখতিলাফ করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবেনা- বলে উক্ত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে- যদিও বিরোধিদলের সংখ্যা পরবর্তীকালে বেশীই হোক না কেন। পরবর্তী কালে মিলাদ ও কেয়ামের বিরুদ্ধে মালেকী মাযহাবের শেষ যুগের একজন আলেম আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী মালেকী মিলাদ ও কিয়ামকে বিভিন্ন কারণে নিকৃষ্টতম বেদআত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন- গান-বাজনার সংযোজন, মেয়েলোকদের বেপর্দায় উপস্থিতি, উচ্চস্বরে তাদের না'ত পাঠ করা ও কসিদা পাঠ করা— ইত্যাদি। এগুলো তার যুগে মিলাদ ও কেয়ামের মধ্যে অনুপ্রবেশের কারণেই তিনি সে যুগের প্রচলিত মিলাদ কেয়ামকে নাজায়েয বলেছেন। মালেকী মাজহাবের অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম সহ চার মাজহাবের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম তাজুদ্দীন ফাকেহানীর উক্ত ফতোয়া খন্ডন করে মিলাদ-কেয়ামের পক্ষে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনে হাজর আসকালানী ও জালালুদ্দীন সুয়ুতি তাদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং কিছু কারণে তাজুদ্দীন ফাকেহানীর বিরোধিতা ইজমার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে না।

মিলাদ ও কিয়ামের মূল ভিত্তি (এক নজরে)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের মূল ভিত্তি হচ্ছে কোরআন ও হাদীস। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা রোজে আজলে আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্মেলন ডেকে নবী করিম (দঃ)-এর শান-মান, তাঁর উপর ঈমান আনয়নের প্রয়োজনীয়তা, দুনিয়াতে তাঁর আগমনী বার্তা প্রচার করা— ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঐ মাহফিল পরিচালনা করেছিলেন। সুরা আলে-ইমরানের ৮১-৮২ নং দীর্ঘ দুটি আয়াতে আল্লাহ পাক এ মিলাদ অনুষ্ঠান করার ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান স্বয়ং আল্লাহর সুন্নাত বা তরিক্বা। মাহফিলটি ছিল নবীগণের। যা-তা মাহফিল নয়। সুতরাং কেয়ামসহ মিলাদ মাহফিল করা নবীগণেরও সুন্নাত বা তরিক্বা। এই মাহফিল ছিল হুজুর আকরাম (দঃ)-এর আবির্ভাবের কোটি কোটি বছর পূর্বেকার। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম দুনিয়াতে এসে তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রধান দায়িত্ব হিসাবে হুজুর (দঃ)-এর সানা সিফাত কেয়াম অবস্থায় বর্ণনা করেছেন এবং শেষ যুগে তাঁর আবির্ভাবের (মিলাদের) আগাম শুভ সংবাদ ঘোষণা করেছেন। হযরত আদম (আঃ) নিজ পুত্র শীস পয়গাম্বরকে নসিহত ও অসিয়তের মাধ্যমে নবীজীর নূরের তাজীম করতে বলে গেছেন। তখন ঐ নূরে মোহাম্মদী (দঃ) ছিল হযরত শীসের ললাটে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে নিয়ে খানায়ে কাবার কাজ শেষ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নবী করিম (দঃ)-এর মিলাদ বা আবির্ভাবের জন্যে খোদার কাছে মুনাজাত করেছিলেন। রাসুলে পাকের শান,

মান ও বিভিন্ন পদমর্যাদার উল্লেখ করে তিনি আরবদেশে হযরত ইসমাইলের (আঃ) বংশে নবীজীকে প্রেরণের জন্য খোদার কাছে আরজি পেশ করেছিলেন। এটা হয়েছিল কেয়াম অবস্থায় (সূত্র ইবনে কাছির বেদায়া ও নেহায়া, ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠা)। সুতরাং মিলাদ ও কিয়ামের মূল প্রমাণ ও ভিত্তি পাওয়া যায় কোরআন মজিদের সুরা বাক্বারার ১২৯ নম্বর আয়াতে। আর এই মিলাদ ও কিয়ামের বয়স হলো নবীজীর জন্মেরও চার হাজার বছর পূর্বে। সুতরাং মিলাদ ও কিয়ামের প্রচলন নবীজীর পরে নয় বরং জন্মের বহু পূর্ব হতে। মিলাদ ও কিয়ামের জন্য নবীজীর উপস্থিতি কোন শর্ত নয়। মিলাদ ও কিয়াম হচ্ছে আগমনী শুভ সংবাদে নবীজীর প্রতি তাজীম প্রদর্শন করা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পর হযরত ইছা (আঃ) নবী করিম (দঃ)-এর মিলাদ পাঠ করেছেন বনী ইস্রাইলকে নিয়ে। তাদের মাহফিলে ভাষণরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন- "আমি এমন এক মহান রসুলের আবির্ভাবের শুভ সংবাদ তোমাদেরকে দিচ্ছি- যিনি আমার পরেই আগমন করবেন এবং তাঁর পবিত্র নাম হবে আহমদ (দঃ)"। সুরা আস-সাফ ৬ নম্বর আয়াতে এই মিলাদ মাহফিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল জেরুযালেমে এবং নবীজীর জন্মের ৫৭০ বৎসর পূর্বে। সুতরাং আমরা গভীর পর্য্যালোচনায় দেখতে পেলাম- মিলাদ ও কিয়াম যে কোন আকৃতি ও প্রকৃতিতেই হোকনা কেন- তা হচ্ছে নবীগণের সুন্নাত। আকৃতি ও প্রকৃতি যুগে যুগে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হতে পারে- কিন্তু মূলনীতির কোন পরিবর্তন হতে পারেনা। যেমন- জেহাদ ও রণকৌশল পরিবর্তন হতে পারে এবং তার উপাদানও পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু মূল জেহাদ ও যুদ্ধের নীতিমালার কোন পরিবর্তন হতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) নিজেই নিজের মিলাদ পাঠ করেছেন সাহাবীদের নিয়ে। সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে মিম্বারে দাঁড়িয়ে, এমন কি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তিনি দন্ডায়মান অবস্থায় তাঁর পবিত্র বেলাদতের দিন তারিখ ও বংশ মর্য্যাদা বয়ান করেছেন এবং নিজের উপর নিজে দরূদ ও সালাম পাঠ করেছেন। যেমন আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, শিফা শরীফ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে— "হুজুর (দঃ) ভাষণ দানরত অবস্থায় তাঁর নূরের সৃষ্টি, দুনিয়াতে নবীগণের মাধ্যমে তাঁর আগমন, তাঁর বংশ মর্য্যাদা এবং বংশ তালিকা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মসজিদে প্রবেশ কালে প্রথমে নিজের উপর দরূদ শরীফ ও তার পর মসজিদে প্রবেশের দোয়া পাঠ করেছেন। (কিতাবুশ শিফা দরূদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মসজিদে প্রবেশ কালে তিনি বলতেনঃ "সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ— আল্লাহুম্মাফতাহলী-আবওয়াবা রাহমাতিকা"। অনুরূপভাবে মসজিদ থেকে বের হতে পাঠ করতেনঃ "সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ- আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা মিন ফাদ্‌লিকা"। (শিফা শরীফ)। উল্লেখ্য যে, তিনি কেয়াম বা দন্ডায়মান অবস্থায়ই এই দরূদ ও দোয়া পাঠ করতেন। মুসলমানগণও তাঁর পবিত্র আগমনী বর্ণনা আদ্যোপান্ত পাঠ করে শুভ সংবাদের শুকরিয়া স্বরূপ তাজীমের সাথে কেয়াম করে এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করে থাকেন। ইহাই প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম। সুতরাং যারা মিলাদ ও কিয়ামকে খারাপ বলে মনে করে, তারা প্রকারান্তরে খোদা,-নবী ও রাসুলগণকেই খারাপ বলে ও সমালোচনা করে। সাহাবায়ে কেরামগণের মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের ধরন ও

নিয়ম সম্পর্কে আমার পুস্তক "ঈদে মিলাদুন্নবী"তে বিস্তারিত দলীলসহ আলোচনা করেছি। ইতিপূর্বেও অত্র পুস্তকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। কোরআন ও হাদীসে মিলাদ এবং কিয়ামের মূল সূত্র বর্ণিত হয়েছে মাত্র। পরবর্তীকালে যুগের চাহিদা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে মিলাদ ও কিয়ামের পৃথক মাহফিলের প্রচলন শুরু হয়েছে। যেমন প্রচলন হয়েছে জামাতের সাথে বিশ রাকআত তারাবিহ, কোরআন একত্রিকরণ, কোরআন সংকলন, জুমুয়ার প্রথম আজান, আরবী ব্যাকরণ, কোরআনের নোকতা ও হরকত সংযোজন, রুকু, পারা মনজিল ইত্যাদি- যা নবীযুগে ছিলনা। নবী যুগের পরে সংযোজিত হওয়ার কারণে এগুলো বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত, কোনটি মোস্তাহাব হয়েছে। তারাবিহ জামায়াতের সাথে প্রচলন করেছেন হযরত ওমর (রাঃ) এবং এটি সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। জুমার প্রথম আজান প্রচলন করেছেন হযরত ওসমান (রাঃ) এবং এটি সুন্নাত। আরবী ব্যাকরণ প্রচলন করেছেন হযরত আলী (রাঃ) এবং এটি শিক্ষা করা ওয়াজিব। কোরআনের নোকতা, হরকত সংযোজন করেছে হাজজাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া শাসক ৮৬ হিজরীতে এবং এটা মোস্তাহাব। সব মিলিয়ে এগুলোকে বিদআতে হাসানা বলা হয়। তাই বলে কি এগুলো পরিত্যাজ্য? কখনও নয়। মিলাদ এবং কিয়ামের প্রচলনও অনুরূপভাবে মোস্তাহাব পর্য্যায়ের বিদআত- যদিও তা ৬০৪ হিজরীতে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ) বলেন ঃ

اِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ مُتَّفَقٌ عَلٰى نَدْبِهَا وَعَمَلُ الْمَوْلِدِ وَاجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهُ كَذَالِكَ اَىْ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ (تَفْسِيْرِ رُوْحُ الْبَيَانِ صفحة ٥٦ جلد-٩

অর্থ ঃ বিদআতে হাসানার কাজ মোস্তাহাব হওয়ার উপর সকল ওলামার ঐক্যমত হয়েছে এবং মিলাদ শরীফের আমল এবং উহার উদ্দেশ্যে লোকদের মাহফিল করাও অনুরূপ মোস্তাহাব। তাফসীর রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৬।

মিলাদের উপর লিখিত প্রথম স্বতন্ত্র কিতাব

কোরআন ও হাদীসের আলোকে সহি রেওয়ায়াতের মাধ্যমে মিলাদ ও কেয়ামের উপর প্রথম স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন আল্লামা আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে দিহ্ইয়া (রহঃ)। ইনি মরক্কোর অধিবাসী এবং পর্যটক। তাঁর লিখিত কিতাবের নাম "আত-তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরীন নাজির" সংক্ষেপে "আত-তানভীর"। রচনাকাল ৬০৪ হিজরী।

ইবনে দিহ্ইয়া সম্পর্কে ইবনে খাল্লেকান লিখেন ঃ

اِبْنُ دَحْيَةَ كَانَ مِنْ اَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَمَشَاهِيْرِ الْفُضَلَاءِ قَدِمَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَدَخَلَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَاجْتَازَ بِاَرْبِلَ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَّسِتِّمِائَةٍ فَوَجَدَ مَلِكَهَا الْمُعَظَّمَ مُظَفَّرُ الدِّيْنِ بْنَ زَيْنِ الدِّيْنِ يَعْتَنِىْ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِىِّ فَعَمِلَ لَهُ كِتَابَ التَّنْوِيْرِ فِىْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ وَقَرَاَهُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَاَجَازَهُ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ قَالَ وَقَدْ سَمِعْنَاهُ عَلَى السُّلْطَانِ فِىْ سِتَّةِ مَجَالِسَ فِىْ سَنَةِ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ وَسِتِّمِأَةٍ (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى عَلَى الْعَالَمِ صَفْحَةْ ٧٦ فَتَاوٰى عَلَّامَةُ جَلَالُ الدِّيْنِ السُّيُوْطِى)

অর্থ ঃ "ইবনে খাল্লেকান বলেন- ইবনে দিহ্ইয়া ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত ওলামা ও প্রসিদ্ধ ফোজালাগণের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি মরক্কো হতে আগমন করে পর্যটনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইরাকে প্রবেশ করেন এবং ৬০৪ হিজরী সালে (কুর্দিস্তানের) আরবিল শহরে আগমন করেন। তিনি তথাকার সম্মানিত শাসক ও বাদশাহ মোজাফফর উদ্দীন ইবনে জয়নুদ্দীনকে মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠান পালন করতে দেখতে পান। তিনি বাদশাহকে উপহার দেয়ার উদ্দেশ্যে "আত-তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাজীর" নামক একখানা গ্রন্থ মিলাদ শরীফের উপর রচনা করে উপহার প্রদান করেন। তিনি নিজে গ্রন্থখানা পাঠ করে বাদশাহকে শুনান। বাদশাহ প্রীত হয়ে তাঁকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন। ইবনে খাল্লেকান বলেন ঃ "আমি ৬২৫ হিজরীতে উক্ত গ্রন্থখানা ছয়টি মিলাদ মাহফিলে বাদশাহর উপস্থিতিতে পাঠ করতে নিজে শুনেছি"। (আন-নেমাতুল কোবরা আলাল আলম পৃষ্ঠা ৭৬ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতির ফতোয়ার সূত্রে বর্ণিত)

ইবনে কাছির আল্লমা ইবনে দিহইয়ার হাদীস, ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যের জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন তঁর বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে।

তাফসীরে রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

وَاَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَهُ مِنَ الْمُلُوْكِ صَاحِبُ اَرْبِلَ وَصَنَّفَ لَهُ ابْنُ دَحْيَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ كِتَابًا فِى الْمَوْلِدِ سَمَّاهُ التَّنْوِيْرُ فِىْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ

النَّذِيْرِ- فَاَجَازَهٗ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ وَقَدْ اِسْتَخْرَجَ لَهُ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ اَصْلاً مِّنَ السُّنَّةِ وَكَذَا الْحَافِظُ السُّيُوْطِيُّ- وَرَدًّا عَلَى الْفَاكِهَانِيْ اَلْمَالِكِيِّ فِيْ قَوْلِهٖ اِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ مَّذْمُوْمَةٌ كَمَا فِيْ اِنْسَانُ الْعُيُوْنِ ·

অর্থ ঃ আল্লামা ইসমাইল হাককী তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলেন- বাদশাহগণের মধ্যে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে মিলাদুন্নবী পালন করেন আরবিলের বাদশাহ (মুজাফফর উদ্দীন)। তাঁর উদ্দেশ্যে মিলাদুন্নবীর কিতাব রচনা করেন ইবনে দিহইয়া রহমতুল্লাহ আলাইহে। তিনি কিতাব খানার নামকরণ করেন আত-তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাজীর। বাদশাহ তাঁকে এর বিনিময়ে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কৃত করেন। ইমাম হাফেজুল হাদীস ইবনে হাজর আসকালানী (রাঃ) মিলাদুন্নবীর ভিত্তি সুন্নাহ হতে প্রমাণ করেছেন এবং অনুরূপ প্রমাণ পেশ করেছেন হাফেজুল হাদীস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ)। তাঁরা উভয়েই তাজুদ্দীন ফাকেহানী মালেকীর মতবাদ খন্ডন করেছেন। ফাকেহানীর মতবাদ হলো- মিলাদুন্নবীর আমলটি নিকৃষ্ট বিদআত। আল্লামা নূরুদ্দীন আলী হলবী তাঁর ইনছানুল উয়ুন ফি সীরাতিল আমিনিল মামুন"- গ্রন্থে এরূপই লিখেছেন। (রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড ৫৭ পৃঃ)

বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীন কেমন লোক ছিলেন?

আরবিলের (ইরাক) বাদশাহ- যিনি সর্ব প্রথম রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় মিলাদুন্নবী উদযাপন করেছেন- তিনি কেমন লোক ছিলেন? সাধারণ বাদশাহগণের ন্যায় ভোগ বিলাসী- না কি দীনদার? এ সম্পর্কে আল্লামা সাইয়েদ আহমদ আবেদীন দামেস্কী- (মৃত্যু ১৩২০ হিজরী বলেন ঃ

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِيْ تَارِيْخِهٖ كَانَ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيْفَ فِيْ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ فِيْهِ اِحْتِفَالاً هَائِلاً وَكَانَ شَهْمًا شُجَاعًا بَطَلاً عَاقِلاً وَطَالَتْ مُدَّتُهٗ فِي الْمُلْكِ اِلٰى اَنْ مَاتَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الْفِرِنْجِ بِمَدِيْنَةِ عَكَّةَ ثَلاَثِيْنَ وَسِتُّمِأَةٍ مَحْمُوْدُ السِّيْرَةِ وَالسَّرِيْرَةِ (نَثْرُ الدُّرَرْ عَلٰى مَوْلِدِ ابْنِ حَجَرْ صَفْحَةْ ٣٣٨)

অর্থ ঃ "ইবনে কাছির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া) উল্লেখ করেছেন- বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীন প্রতি রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদুন্নবী পালন করতেন এবং এ মাসে তিনি বর্ণাঢ্য মাহফিলের আয়োজন করতেন। তিনি ছিলেন সুগঠিত দেহী, বীরপুরুষ, অতি বুদ্ধিমান এবং ন্যায়পরায়ন। তাঁর রাজত্ব কাল ছিল দীর্ঘ দিন- ৬৩০ হিজরী পর্য্যন্ত। যখন তিনি আককা নামক শহরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দূর্গ অবরোধ করে রেখে ছিলেন, তখন তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় চরিত্র ও গুণের অধিকারী"। -নাছরুদ দুরার।

ওহাবীদের অপপ্রচারের স্বরূপ

বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীন ও ইবনে দিহইয়া- এ দুজনের পরিচয় নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করার প্রয়োজন হয়েছে এ জন্যে যে, মিলাদ কেয়াম বিরোধীরা বাদশাহকে বলেছেন দুনিয়াদার ও ভোগ বিলাসী এবং ইবনে দিহইয়া কে বলেছেন দরবারী ফরমায়েশী আমলা। তাদের এই অপপ্রচারে বিশ্বাস করে সরলপ্রাণ মুসলমানগণ প্রতারিত হচ্ছে এবং মিলাদের উৎস মূলে ঘৃণার উদ্রেক করছে। ওহাবীদের মিথ্যা চক্রান্ত থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন!

মিলাদুন্নবীর বৈধতার ফতোয়া

ইবনে দিহইয়ার পরে মিলাদুন্নবীর উপর অজস্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে আমরা নীচে কয়েক খানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বক্তব্যের সারাংশ সহ পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপন করবো। তাতেই প্রমাণিত হয়ে যাবে মিলাদুন্নবী মাহফিলের বৈধতা এবং খুলে যাবে বিরোধীদের মুখোশ।

১। অতি প্রাচীন কিতাব মিরআতুজ জমান- গ্রন্থকার ছিবতু ইবনুল জাওজী-এর মন্তব্যঃ

وَقَالَ سِبْطُ ابْنِ الْجَوْزِىْ فِى مِرْأَةِ الزَّمَانِ حَكٰى لِىْ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ سِمَاطَ الْمُظَفَّرِ فِىْ بَعْضِ الْمَوَالِيْدِ اَنَّهٗ عَدَّ فِيْهِ خَمْسَةَ اٰلَافِ رَأْسِ غَنَمٍ شَوِيٍّ وَعَشَرَةَ اٰلَافِ دَجَاجَةٍ وَمِأَةَ زَبَدِيَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ اَلْفَ صُحْنِ حَلَوِيٍّ وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهٗ فِى الْمَوْلِدِ اَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوْفِيَةِ فَيَخْلَعُ عَلَيْهِمْ وَيُطْلِقُ لَهُمْ ۔ (مِرْأَةُ الزَّمَانِ لِابْنِ الْجَوْزِىْ)

অর্থ ঃ ছিবতু ইবনুল জাওজী মিরআতুজ জামান গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন যে, "বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীন কর্তৃক আয়োজিত কোন এক মিলাদ মাহফিলে যোগদানকারী জনৈক ব্যক্তি আমি ইবনুল জাওজীর কাছে এই বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি উক্ত মাহফিলে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত কৃত পাঁচ হাজার ভূনা ছাগল, দশ হাজার মুরগী, এক লক্ষ পনির, ত্রিশহাজার হালুয়ার প্লেট গননা করেছেন। ঐ মাহফিলে গণ্যমান্য ওলামা ও সুফীগণ শরীক হতেন। বাদশাহ ঐ সব ওলামা ও সুফীগণের সাথে সৌজন্য মূলক আচরণ করতেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন উপঢৌকন উপহার দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন। (মিরআতুজ্জামান- ছিবতু ইবনুল জাওজী)।

২। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতির সুযোগ্য শাগরিদ আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ শামী (রঃ) ও আল্লামা আব্দুল বাকী (রাঃ) কর্তৃক শরহে মাওয়াহিবের মন্তব্য ঃ

وَكَانَ يَصْرِفُ عَلَى الْمَوْلِدِ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَمِائَةِ اَلْفِ دِيْنَارٍ ·

অর্থ ঃ "বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীন প্রতি বৎসর মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ত্রিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করতেন।"

৩। আল্লামা শামছ ইবনে জাজরী (রহঃ)-এর মন্তব্য ঃ

وَاَكْثَرُ النَّاسِ عِنَايَةً بِذٰلِكَ اَهْلُ مِصْرَ وَالشَّامِ وَاَنَّهُ شَاهَدَ الظَّاهِرَ بَرْقُوْقَ سُلْطَانَ مِصْرَ سَنَةَ ٧٨٥ وَاُمَرَاءَهُ بِقَلْعَةِ مِصْرَ فِىْ لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ الْمَذْكُوْرَةِ مِنْ كَثْرَةِ الطَّعَامِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَالْاِحْسَانِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَالْمَدَّاحِ مَا بَهَرَهُ وَاَنَّهُ صَرَفَ عَلٰى ذٰلِكَ نَحْوَ عَشَرَةِ اٰلَافِ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ · قَالَ غَيْرُهُ (شَمْسٌ) وَزَادَ ذٰلِكَ فِىْ زَمَنِ السُّلْطَانِ الظَّاهِرِ اَبِىْ سَعِيْدٍ جَقْمَقْ عَلٰى مَا ذُكِرَ بِكَثِيْرٍ · وَكَانَ لِمُلُوْكِ الْاَنْدُلُسِ وَالْهِنْدِ مَا يُقَارِبُ ذٰلِكَ اَوْيَزِيْدُ عَلَيْهِ · (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى)

অর্থ ঃ আল্লামা শামছ ইবনে জাজরী বলেন ঃ "মিলাদুন্নবী মাহফিলে মিশর এবং সিরিয়া বাসীগণ অন্যান্য লোকদের তুলনায় অধিক দান খয়রাত করে থাকেন। তিনি

(শামছ) মিশরের সুলতান জাহের বারকুক এবং তাঁর আমির উমারাগণকে মিশরের দূর্গে মিলাদুন্নবীর রাতে প্রচুর খাদ্য বিতরণ, তিলাওয়াতে কোরআন, ফকির মিসকীন, ক্বারী ও, নাত পরিবেশনকারী গণের প্রতি প্রচুর দান-খয়রাত করতে প্রত্যক্ষ করেছেন। এক্ষেত্রে বাদশাহ দশ হাজার মিছকাল স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করতেন। অন্যান্য ওলামাগণ বলেছেনঃ সুলতান জাহের আবু সাঈদ জকমক মিলাদুন্নবীতে উপরোক্ত বাদশাহর চেয়েও বেশী খরচ করতেন। স্পেন ও হিন্দুস্তানের বাদশাহগণও-এর কাছাকাছি বা-এর চেয়েও বেশী খরচ করতেন"- (সূত্র আন নে'মাতুলকোবরা)।

৪। ইমাম আবু শামা কর্তৃক বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীনের মিলাদুন্নবী আয়োজনের প্রশংসা ঃ

وَقَدْ اَكْثَرَ الْاِمَامُ اَبُوْشَامَةَ شَيْخُ الْاِمَامِ النَّوَوِىِّ الثَّنَاءَ عَلَى الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ بِمَا كَانَ يَفْعَلُهُ مِنَ الْخَيْرَاتِ لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ . وَثَنَاءُ هٰذَا الْاِمَامِ الْجَلِيْلِ عَلٰى هٰذَا الْفِعْلِ الْجَمِيْلِ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اَدَلُّ دَلِيْلٍ عَلٰى اَنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ . (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى)

অর্থঃ আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী তাঁর আন-নে'মাতুল কোব্‌রা গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইমাম আবু শামা- ওস্তাদ ইমাম নাওয়াভী (রহঃ) মিলাদুন্নবীর রাতে বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীন কর্তৃক বিভিন্ন উত্তম কার্য্যাবলী সম্পাদনের জন্য তাকে প্রচুর প্রশংসা করেছেন। (তাঁর গ্রন্থের নাম "আল বাওয়ায়েছ আলা ইনকারিল বিদ্‌য়ে ওয়াল হাওয়াদিস")। আর এই ইমামের মত লোকের প্রশংসাই সবচেয়ে বড় দলীল যে, মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান উত্তম বিদয়াত পর্য্যায়ভুক্ত- যা মোস্তাহাব। (আন নে'মাতুল কুবরা)।

৫। তাফসীরে রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠার ফতোয়াঃ

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِىِّ مِنْ خَوَاصِّهِ اَنَّهُ اَمَانٌ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامْ .

অর্থঃ ইবনে জাওজী বলেছেন ঃ মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐ বৎসরের জন্য অনুষ্ঠান স্থলটি বিপদ আপদ থেকে নিরাপদে থাকবে এবং অনুষ্ঠান কারীর মকসুদ শীঘ্র পূরন হওয়ার ব্যাপারে শুভ সংবাদ বহন করে আন্‌বে"।

৬। ইমাম নুরুদ্দীন হলবী ও ইমাম বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম হলবী হানাফীর ফতোয়াঃ

قَالَ عُمْدَةُ الْمُحَقِّقِيْنَ نُوْرُالدِّيْنِ عَلِىْ اَلْحَلَبِىُّ فِىْ كِتَابِهٖ اِنْسَانِ الْعُيُوْنِ فِىْ سِيْرَةِ الْاَمِيْنِ الْمَامُوْنِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْهَانُ اِبْرَاهِيْمُ اَلْحَلَبِىُّ فِىْ رُوْحِ السِّيَرِ بَعْدَ ذِكْرِ حَاصِلِ اَكْثَرَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَاسْتِحْسَانِ الْقِيَامِ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِ وَضْعِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَصُّهٗ . (جَوَاهِرُ الْبِحَارِ ثَالِثْ لِيُوْسُفَ النَّبْهَانِىْ)

অর্থঃ মোহাক্কিক ওলামা গণের শিরোমনি নূরুদ্দীন আলী হলবী তাঁর গ্রন্থ 'ইনসানুল উয়ুন ফি সীরাতিল আমিনিল মামুন' (দঃ)- এর মধ্যে এবং ইমাম বুরহান উদ্দীন ইবরাহীম হলবী 'রুহুস সিয়ার' গ্রন্থে উপরে বর্নিত মিলাদুন্নবীর ফজিলত অধিকাংশ বর্ণনা করার পর আরও অতিরিক্ত লিখেছেন যে, নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র বেলাদত (ভুমিষ্ট) বর্ণনা শ্রবন করে দাঁড়িয়ে কেয়াম করা মোস্তাহস্‌ান বা উত্তম। তাঁরা -এর সপক্ষে দলীলও পেশ করেছেন। (সূত্র ঃ জওয়াহিরুল বিহার ৩য় খন্ড ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

৭। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) -এর ফতোয়াঃ

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرْ فِىْ جَوَابِ سُؤَالٍ وَ ظَهَرَ لِىْ تَخْرِيْجُهٗ عَلٰى اَصْلٍ ثَابِتٍ وَهُوَ مَافِى الصَّحِيْحَيْنِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا هُوَ يَوْمٌ اَغْرَقَ اللّٰهُ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَنَجّٰى مُوْسٰى وَنَحْنُ نَصُوْمُهٗ شُكْرًا . قَالَ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ عَلٰى مَا مَنَّ بِهٖ تَعَالٰى فِىْ يَوْمٍ مُّعَيَّنٍ . وَاَىُّ نِعْمَةٍ اَعْظَمُ مِنْ بُرُوْزِ نَبِىٍّ

الرَّحْمَةِ - وَالشُّكْرُ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ كَالسُّجُوْدِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتِّلَاوَةِ . (جَوَاهِرُ الْبِحَارِ صَفْحَ ٣٣٩-٣٤٠)

অর্থঃ হাফেজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজর আস্‌কালানী (রহঃ) জনৈক প্রশ্নকারীর জবাবে বলেনঃ 'আমার মতে মিলাদন্নবী পালনের প্রথা সুন্নাতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা হলো আশুরার রোজা। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করিম (দঃ) হিজরত করে মদিনায় এসে দেখতে পেলেন - ইয়াহুদীরা আশুরার দিনে রোজা পালন করছে। তিনি এর কারণ তাদের নিকট জানতে চাইলেন। তারা উত্তরে বললোঃ এই দিনেই আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছেন এবং মুসা আলাইহিস সালামকে মুক্তি দিয়েছেন। আমরা (ইয়াহুদীরা) উক্ত নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ এই দিনে রোজা পালন করে থাকি। আল্লামা ইবনে হাজর এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ -এর দ্বারাই প্রমাণিত হলো যে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কোন নেয়ামত প্রদানের বিনিময়ে ঐ নির্ধারিত দিবসে শুকরিয়া আদায় করা উত্তম। নবী করিম (দঃ) -এর আবির্ভাবের চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে? এই নেয়ামত প্রাপ্তির শুকরিয়া আদায় হতে পারে বিভিন্ন এবাদতের মাধ্যমে- যথাঃ নফল নামাজ, নফল রোজা, দান-খয়রাত, তিলাওয়াত ইত্যাদি।" জাওয়াহিরুল বিহার ৩৪০ পৃঃ।

৮। আল্লামা ইবরাহীম হলবী কর্তৃক ইমাম ইবনে হাজর (রাঃ) -এর ফতোয়ার উদ্ধৃতিঃ

وَنَقَلَ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ فِيْ رُوْحِ السِّيَرِ عَنِ الْحَافِظِ الْاِمَامِ ابْنِ حَجَرٍ قَوْلَهُ اِنَّ قَاصِدِى الْخَيْرِ وَاِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالسُّرُوْرِ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ يَكْفِيْهِمْ اَنْ يَّجْمَعُوْا اَهْلَ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ فَيُطْعِمُوْهُمْ وَ يَتَصَدَّقُوْا عَلَيْهِمْ مُحَبَّةً لَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنْ اَرَادُوْا فَوْقَ ذٰلِكَ اَمَرُوْا مَنْ يُّنْشِدُ مِنَ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ وَالْاَشْعَارِ

الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَثِّ عَلَى الْاَخْلَاقِ الْكَرِيْمَةِ مِمَّا يُحَرِّكُ الْقُلُوْبَ اِلٰى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَالْكَفِّ عَنِ الْبِدْعِ وَالسَّيِّئَاتِ ·

অর্থঃ "আল্লামা বুরহান উদ্দীন হলবী তার রূহুস সিয়ার গ্রন্থে হাফেজ ইমাম ইবনে হাজর আসাকালানীর মন্তব্য এভাবে উদ্ধৃত করেছেনঃ- "নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম উপলক্ষে উত্তম কাজ, আনন্দ প্রকাশ ও তাঁর প্রতি মহব্বৎ প্রদর্শনের ইচ্ছা পোষণকারী ব্যক্তিদের পক্ষে একাজ করাই যথেষ্ট যে, নেককার বুজুর্গ ব্যক্তি এবং ফকির মিসকিনকে একত্রিত করে নবীজীর মহব্বতে তাঁদেরকে খানা খাওয়াবে এবং হাদিয়া দেবে। আরো অধিক কিছু করতে চাইলে নবী প্রশংসাকারী গায়ক ও শায়ের ডেকে এনে এমন সব নাত ও কবিতা পরিবেশন করাবে, যা মানুষকে উত্তম চরিত্রের দিকে উদ্বুদ্ধ করে, মনকে ভাল কাজের দিকে আকর্ষন করে এবং বিদ্‌আত ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে"। - (জাওয়াহিরুল বিহার পৃষ্ঠা ৩৪০)। মিলাদ মাহফিলে ওয়াজ ও নাত পেশ করা উত্তম।

৯। ইমামও মোজতাহিদ আল্লামা বারজিঞ্জির ফতোয়াঃ

وَاسْتَحْسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ اَئِمَّةٌ ذَوُ رِوَايَةٍ وَّرَوِيَّةٍ · فَطُوْبٰى لِمَنْ كَانَ تَعْظِيْمُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَايَةَ مَرَامِهِ وَمَرْمَاهُ · (مَوْلُوْدِ بَرْزَنْجِىْ)

অর্থঃ "হাদীস ও ফেকাহ বিশারদ ইমামগণ নবী করিম (দঃ)-এর বেলাদত শরীফ (আবির্ভাব) বর্ণনাকালে পাঠক ও শ্রোতা সকলের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া বা কেয়াম করাকে মোস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন। সুতরাং যাদের মকসুদ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নবীজীর তাজিম প্রর্দশন, তাদের জন্য এই কেয়াম হচ্ছে শুভ সংবাদ বহন কারী"। (–মৌলুদে বরজিঞ্জি)। আল্লামা বরজিঞ্জি আল্লামা ইবনে কাছিরেরও পূর্বের মোজতাহিদ ও ইমাম ছিলেন)। (বেদায়া ও নেহায়া দ্রষ্টব্য)

১০। ইমাম নভবীর ওস্তাদ ইমাম আবু শামা (রহঃ) -এর ফতোয়াঃ

ইমাম আবু শামা اَلْبَوَاعِثُ عَلٰى اِنْكَارِ الْبِدَعِ وَالْحَوَادِثِ গ্রন্থে লিখেছেনঃ

وَمِنْ اَحْسَنَ مَا ابْتُدِعَ فِىْ زَمَانِنَا مَا يُفْعَلُ كُلَّ عَامٍ فِى الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَرَحِ

وَالصَّدَقَاتِ وَفِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَاظْهَارِ الْفَرَحِ وَالسُّرُوْرِ فَاِنَّ ذٰلِكَ مَعَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاِحْسَانِ اِلَى الْفُقَرَاءِ مُشْعِرٌ لِمَحَبَّتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيْمِهِ فِىْ قَلْبِ فَاعِلِ ذٰلِكَ وَشُكْرِاللّٰهِ عَلٰى مَا مَنَّ بِهِ مِنْ اِيْجَادِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِيْهِ اِغَاظَةٌ لِلْكَفَرَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ . (جَوَاهِرُ الْبِحَارِ صَفْحَةْ - ٣٣٨)

অর্থঃ "আল্লামা আবু শামা (রহঃ) বলেনঃ আমাদের যুগে নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম দিবস উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে দান সদকা, বিভিন্ন নেকীর কাজ ও আনন্দ-উল্লাসের (জুলুছ ও মাহফিলের মাধ্যমে) অনুষ্ঠানাদি করার যে সুন্দর ও উত্তম রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছে, এগুলো উক্ত অনুষ্ঠানকারীর অন্তরে নবী করিম (দঃ)-এর প্রতি মহব্বৎ ও তাজীমেরই প্রমাণবহ এবং নবী করিম (দঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে আল্লাহর অশেষ এহসানের প্রতি শোকর আদায়েরই ইঙ্গিত বাহী কাজ। তদুপরি, এই মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান কাফের ও মোনাফিকদের প্রতি মোমেনদের মনের ঘৃণা প্রকাশও বটে- যা ঈমানেরই অঙ্গ"। (আল বাওয়ায়েছ আলা ইনকারিল বিদয়ী ওয়াল হাওয়াদিছ- আল্লামা আবু শামা)।

১১। সামছুদ্দীন ইবনে জাজরীর দ্বিতীয় ফতোয়া ঃ

فَاِذَا كَانَ اَبُوْلَهَبٍ اَلَّذِىْ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ بِذَمِّهِ جُوْزِىَ فِى النَّارِ اَىْ بِشَرْبَةِ مَاءٍ بِرَأْسِ اِصْبَعِهِ وَبِتَخْفِيْفِ الْعَذَابِ عَنْهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةِ اِثْنَيْنِ لِاِعْتَاقِهِ ثُوَيْبَةَ فَرَحًا لَمَّا بَشَّرَتْهُ بِوِلَادَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ اُمَّتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّذِىْ يَسُرُّ بِمَوْلِدِهِ وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ اِلَيْهِ قُوَّتُهُ-لَعُمْرِىْ اِنَّمَا يَكُوْنُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ اَنْ يُّدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيْمِ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ . (جَوَاهِرُ الْبِحَارِ صَفْحَةْ - ٣٣٨

অর্থ ঃ হাফেজ আবুল খায়ের সামছুদ্দীন ইবনে জাজরী বলেন ঃ "যে আবু লাহাবের বিরুদ্ধে কোরআন মজিদ নাজিল হয়েছে, এমন ব্যক্তিকেও জাহান্নামে (কবরে) থাকা অবস্থায় কিছু পুরস্কৃত করা হচ্ছে। অর্থাৎ তার আঙ্গুলের মাথা হতে পানি বের করে তাকে পান করানো হচ্ছে— এবং প্রতি সোমবারের পূর্ব রাত্রিতে তার কবরের আজাব হালকা করে দেয়া হচ্ছে একটি মাত্র কারণে। তা হচ্ছে- সে আপন দাসী ছোয়াইবা কর্তৃক নবী করিম (দঃ)-এর জন্মের শুভ সংবাদ শুনে খুশী হয়ে তাকে আজাদ করে দেয়। এমতাবস্থায় নবী করিম (দঃ)-এর একজন তৌহিদ পন্থী উম্মতের অবস্থা কেমন হতে পারে- যিনি নবীজীর জন্ম উপলক্ষে খুশী হন এবং সামর্থ অনুযায়ী খরচ করেন? আমি (সামছ) নিজের জীবনের শপথ করে বলছি- দয়াল আল্লাহর পক্ষ হতে তার একমাত্র পুরস্কার হচ্ছে- আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে এই বান্দাকে জান্নাতুন নায়ীমে প্রবেশ করাবেন"। (জাওয়াহিরুল বিহার- আল্লামা ইউসুফ নাবহানী পৃষ্ঠা ৩৩৮ সূত্র নাসরুদ দোরার)।

১২। আল্লামা শাহাবুদ্দীন ইবনে হাজর হায়তামী (রাহঃ)-এর ফতোয়া ঃ

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও মিলাদুন্নবী পাঠ করার রেওয়াজ ছিল বলে ইবনে হাজর হায়তামী বর্ণিত রেওয়ায়াতে প্রমাণিত হয়। রেওয়ায়াতটি নিম্নরূপ ঃ

قَالَ اَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِىْ فِى الْجَنَّةِ . وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَى الْاِسْلَامَ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ . وَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِّقِرَاءَتِهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا بِالْاِيْمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ . (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى)

অর্থ ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (দঃ) পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমাণ অর্থ খরচ করবে, সে ব্যক্তি বেহেস্তে আমার সাথী হবে"। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীর তাজীম ও সম্মান করলো, সে ইসলামকেই জীবিত রাখলো"। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমাণ অর্থ খরচ করলো, সে যেন বদর ও হোনায়নের যুদ্ধে শরীক হলো"। হযরত আলী (রাঃ ও কঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীর সম্মান করবে এবং মিলাদুন্নবী পাঠ করার উদ্যোক্তা হবে, সে দুনিয়া থেকে (তওবার মাধ্যমে) ঈমানের সাথে বিদায় হবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে" (আন নে'মাতুল কোবরা ৭-৮ পৃষ্ঠা)।

পর্যালোচনা ঃ আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রহঃ) মোহাদ্দেস ও মুফ্তী হিসাবে সমগ্র মুসলিম জাহানে প্রসিদ্ধ। তিনি নিজ সনদে উক্ত রেওয়ায়াত খানা নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং রেওয়ায়াতটি নির্ভরযোগ্য। উক্ত রেওয়ায়াতে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। যথা ঃ

১। চার খলিফার যুগেও মিলাদুন্নবী পাঠ করার রেওয়াজ ছিল। নতুবা চারজন খলিফা-এর উপর জোর দিতেন না।

২। মিলাদুন্নবী পাঠ করা উত্তম কাজ। এর জন্য সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করাও অধিক ফজিলতের কারণ। বেহেস্তে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাথী হওয়া, ইসলামকে জীবিত রাখা, বদর ও হোনায়েনের মত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সমতুল্য নেকী অর্জন করা এবং পৃথিবী থেকে ঈমানের সাথে বিদায়ের নিশ্চয়তা ও বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করার মত সৌভাগ্য লাভ হয় এই মিলাদুন্নবীর মাহফিলে। খোলাফায়ে রাশেদীনের অভিমত ও আমল আমাদের জন্য একটি শক্ত দলীল।

৩। সাহাবাদের যুগে শুধু মিলাদুন্নবী মাহফিলেরই প্রচলন ছিল। সিরাতুন্নবী নামের কোন মাহফিলের অস্তিত্বই সে যুগে ছিলনা। থাকলে তাঁরা অবশ্যই করতেন। এমন কি হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও সিরাতুন্নবী নামের কোন মাহফিল ছিলনা। সর্বযুগেই মিলাদুন্নবীর মাহফিল হতো। বর্তমান কালের বাতিল পন্থীরা যুগ যুগান্তরের মিলাদুন্নবী মাহফিলকে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যেই অতি সু-কৌশলে সিরাতুন্নবী মাহফিল চালু করেছে। একাজে সফল হলে পরে তারা এটাও ছেড়ে দেবে। কারণ তারা নবীজীর নামের কোন মাহফিলেরই পক্ষপাতি নয়। সিরাতুন্নবী মাহফিল অতি নূতন আবিষ্কার হওয়ার কারণে অতি নিকৃষ্ট বিদআত হিসাবে গণ্য।

৪। উক্ত রেওয়ায়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চার খলিফা নিজেরাও মিলাদুন্নবী পালন করতেন। তা না হলে অন্যকে উপদেশ দিতেন না। কেননা, যে কাজ নিজে করেনা- এমন কাজের জন্য অন্যকে উপদেশ দেয়া কোরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।- সুরা আছ-ছফ।

৫। মিলাদুন্নবী পাঠ করা সাহাবীগণের সুন্নাত। উহা বেদয়াত নহে।

পরিশিষ্ট

মিলাদের মধ্যে কিয়াম

নামাযের মধ্যে আল্লাহর সম্মানে কিয়াম করা ফরয এবং মিলাদের মধ্যে নবীজীর সম্মানে কিয়াম করা মোস্তাহাব। মিলাদ শরীফে যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদাত বা দুনিয়াতে পদার্পনের বর্ণনা করা হয়– ঠিক তখনই দাঁড়িয়ে শুভাগমনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মুস্তাহাব। এর পূর্বে বা পরে কিয়াম করা জরুরী নয়। কিয়াম মোস্তাহাব বা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে পর্যাপ্ত দলীল কোরআন, সুন্নাহ ও মোজতাহিদগণের ফতোয়ায় পাওয়া যায়। অনেক ফতোয়া কিয়ামের ব্যাপারে লিখা হয়েছে। নবীর দুশমন ইবনে তাইমিয়া ও তার মুষ্টিমেয় অনুসারীরাই কেবল কিয়ামের বিরোধিতা করে থাকে এবং কোরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে খোঁড়া দলীল পেশ করে।

কিয়াম করা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত ঃ

১। রোজে আজলে মিলাদ ও কিয়ামের অনুষ্ঠান ঃ সুরা আলে ইমরানের ৮১-৮২ আয়াতের বর্ণনামতে ও তাফসীর অনুযায়ী আল্লাহ পাক স্বয়ং আম্বিয়ায়ে কেরামকে নিয়ে রোজে আজলে মিলাদ ও কিয়ামের আয়োজন করেছিলেন। সেদিন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে একত্রিত করে সম্মেলন করে ঐ সম্মেলনেই আল্লাহ পাক আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে শুভাগমন করার কথা ঘোষণা করেন এবং উনাদের নবুয়তের উদ্বোধনও করেন ঐ সময়েই। আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর দরবারে সেদিন কিয়াম করে নবীজীর আগমন বার্তা শুনেন এবং তাঁকে বরণ করে নেয়ার অঙ্গীকার করেন। আল্লাহ তায়ালা বার বার উনাদেরকে অঙ্গীকার করান এবং নবীজীর আগমনের সাথে সাথে তাঁদের দ্বীনের বিলুপ্তির কথাও ঘোষণা করেন ঐ মাহফিলেই। সেদিনের মিলাদ পাঠকারী বা বর্ণনাকারী ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। মাহফিল করেছিলেন নবীগণকে নিয়ে। নবীগণ খোদার দরবারে মিলাদ মাহফিলে দন্ডায়মান অবস্থায় নবীজীর শুভাগমনের সুসংবাদ শ্রবণ করেন এবং তাঁকে বরণ করে নেয়ার অঙ্গীকার করেন। মিলাদ মাহফিলে চারটি বিষয় প্রয়োজন। যথা ঃ (১) লোকজনের সমাগম ও সমাবেশ (২) নবীজীর আগমন ও আদি নূরের বর্ণনা (৩) মিলাদ বর্ণনাকারী (৪) শ্রবণকারী ও কিয়ামকারী।

ঐদিন এই চারটি শর্তই পূরণ হয়েছিল। সুরা আলে ইমরানের ৮১-৮২ আয়াতে এই চারটি বিষয়েরই উল্লেখ আছে চারভাবে। যথা (১) ইবারাতুন নস-এর দ্বারা অঙ্গীকার (২) দালালাতুন নস-এর দ্বারা মাহফিল (৩) ইশারাতুন নস-এর দ্বারা মিলাদ (৪) ইক্কতিজাউন নস-এর দ্বারা কিয়াম। কোরআনের ব্যাখ্যা এই চার পদ্ধতিতেই করতে হয় এবং প্রত্যেকটি দ্বারাই শরীয়তের আহকাম প্রমাণিত হয়। উসুলে ফিকাহ-এর কিতাব নূরুল আনওয়ারে নসকে এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন মোল্লা জিয়ুন সাহেব (রহঃ)।

এখন শুনুন ৮১-৮২ আয়াতের অর্থ। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ -قَالَ اَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ. فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

অর্থ ঃ (৮১) "হে প্রিয় হাবীব! আপনি স্মরণ করুন ঐ দিনের ঘটনা- (রোজে আজলের সময়ের) যখন আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরামগণের নিকট থেকে এইভাবে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, "যখন আমি তোমাদেরকে কিতাব এবং হিকমত" অর্থাৎ নবুয়ত দান করবো-অতঃপর তোমাদের কাছে এক মহান রাসুলের শুভাগমন হবে– যিনি তোমাদের প্রত্যেকের নবুয়তের সত্যায়ন করবেন– তখন তোমরা সকলে অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবে এবং সর্বোতভাবে তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। তোমরা কি এ কথার অঙ্গীকার করছো এবং এই অঙ্গীকারে কি অটল থাকবে? নবীগণ বললেন– হাঁ, আমরা অঙ্গীকার করলাম। আল্লাহ বললেন– তোমরা পরস্পর সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (৮২) এরপরে যে কেউ পিছপা হয়ে যাবে– তারা হবে কাফের"। (তৃতীয় পারা সুরা আলে ইমরান ৮১-৮২ আয়াত)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো (১) আয়াতের ইবারাতুন নস-এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, অন্যান্য নবীগণ থেকে আল্লাহ তায়ালা অঙ্গীকার আদায় করেছেন। (২) দালালাতুন নস-এর দ্বারা প্রমানিত হলো যে– সমস্ত নবীগণ সেদিন মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। (৩) ইশারাতুন নস-এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে– মূলতঃ ঐ মাহফিলটি ছিল নবীজীর আগমনী বা মিলাদের সু-সংবাদের মাহফিল। (৪) ইক্বতিজাউন নস-এর দ্বারা প্রমানিত হলো যে– ঐ সময় নবীগণ কিয়াম অবস্থায় ছিলেন। কারণ ঐ দরবারে বসার কোন অবকাশ নেই এবং পরিবেশটিও ছিল আদবের। সুতরাং মিলাদ ও কিয়াম অত্র আয়াতদ্বয়ের দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে। শুধু এবারত মান্য করা হলে অন্য তিনটি অমান্য করা হয়। এটা বৈধ নয়। কারণ চার প্রকারেই কোরআন থেকে হুকুম আহকাম বের করতে হয়– শুধু ইবারত দ্বারা আসল জিনিস প্রমাণ করা যায় না। এর উদাহরণ হলো– আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে শুধু গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু দালালত ও ইশারার দ্বারা হযরত আদম (আঃ) বুঝে নিয়েছিলেন যে, মূলতঃ ফল খেতেই নিষেধ করা হয়েছে।

২। হুযুর পুরনুর (দঃ)-এর জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বে {ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক} মিলাদ ও কিয়ামের অনুষ্ঠানঃ

ইবনে কাসির বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, নবীজীর জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বেই মিলাদ ও কিয়াম করেছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। তাঁরা পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে এক মাসে খানায়ে কাবা তৈরী করে উদ্বোধন করার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ সংক্রান্ত আয়াত তিলাওয়াত করাকালীন নবীজীর সম্মানে তাঁরা কিয়াম করেছিলেন। আয়াত খানা কোরআন মজিদের সুরা বাক্বারার ১২৯নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে নিম্নরূপে ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ- اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থ ঃ (ইবরাহীম বললেন) "হে আমাদের রব! তুমি এই আরব দেশে আমার পুত্র ইসমাঈলের বংশে তোমার প্রতিশ্রুত সেই মহান রাসুলকে প্রেরণ করিও– যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদেরকে পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি মহা প্রতাপশালী মহা জ্ঞানের আঁধার"। (প্রথম পারা সুরা বাক্বারা আয়াত নং-১২৯)

ইবনে কাসির এই আয়াতের পঠভূমি বা শানে নুযুল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন– এই অনুষ্ঠানটি ছিল কাবা ঘরের উদ্বোধন উপলক্ষে মিলাদ ও কিয়ামের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে পিতা-পুত্র উভয়েই কিয়ামরত অবস্থায় ছিলেন। বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ইবারত হচ্ছে–

دَعَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَقَائِمٌ.

অর্থঃ উপরোল্লিখিত মিলাদের দোয়া করার সময় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কিয়াম করেছিলেন (বেদায়া ও নেহায়া ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠা– হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম অধ্যায়)।

ইবনে কাসির কিয়াম বিরোধীদের নিকট অতি শ্রদ্ধেয়– কেননা তিনি ছিলেন ইবনে তাইমিয়ার শাগরিদ। তবে কিছুটা উদারপন্থী। তিনিও মিলাদ কিয়ামের পক্ষে উক্ত মন্তব্য করেছেন। তাই কিয়াম বিরোধী উলামাগণ তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

এতে একটি বিষয় প্রমানিত হলো যে– কোন শুভ কাজের শুরুতে বা সমাপ্তিতে– বিশেষতঃ উদ্বোধনীতে মিলাদ ও কিয়াম করা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামেরই সুন্নাত। তিনি আমাদের ধর্মীয় পিতা। তাঁর অনেক সুন্নাতই ইসলামে বহাল রাখা হয়েছে। যেমন– দাঁড়ি রাখা, মোছ কাটা, নখ কাটা, ওযুতে নাকে পানি দেয়া, গরগরা করা, খতনা করা ইত্যাদি।

৩। হুযুরের জন্মের ৫৭০ বৎসর পূর্বে {ঈসা (আঃ) কর্তৃক} মিলাদ ও কিয়ামের অনুষ্ঠান ঃ

আমরা মিলাদ শরীফে কিয়ামের পূর্বক্ষণে পাঠ করে থাকি–

وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ ..... فَوَلَدَتْهُ نُوْرًا يَتَلَأْلَؤُ سَنَاهُ–

অর্থাৎ আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মাতৃগর্ভে আগমন ও নয় মাস পর তাঁর দুনিয়াতে পদার্পণ পর্যন্ত বর্ণনা করে কিয়াম করি। এই সময়ের কিয়াম হচ্ছে মোস্তাহাব। হুযুরের আগমনের শুভ সংবাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিয়াম করা মোস্তাহাব।

এই শুভাগমনের বর্ণনা করেছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। ঐ সময়ে তিনি ও তাঁর উম্মত হাওয়ারীগণ সকলেই তাজিমী কিয়াম করেছিলেন। এই ঘটনাটি– অর্থাৎ মিলাদ কিয়ামের এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল নবীজীর আগমনের ৫৭০ বৎসর পূর্বে। সুতরাং মিলাদ কিয়ামের প্রথা নবীজীর পরে নয়-বরং ৫৭০ বৎসর পূর্বে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রথা। এরও সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে মিলাদ কিয়ামের প্রমান পাওয়া যায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে। সুতরাং মিলাদ কিয়াম প্রথা বিদআত নয়– বরং সুন্নাত। তাও আবার সাধারণ মানুষের সুন্নাত নয়– বরং নবীদের সুন্নাত। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কিয়ামের প্রমান ইবনে কাছিরের লিখিত ১৬ খন্ডে সমাপ্ত "আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া" গ্রন্থের ২য় খন্ড ২৬৩ পৃষ্ঠায় হযরত ঈসা (আঃ) অধ্যায়ে লিখিত আছে। ইবনে কাছির প্রথমে হযরত ঈসা আলাইহিস সাল্লাম কর্তৃক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন বা মিলাদের বর্ণনা কোরআন মজিদ থেকে এভাবে উদ্ধৃত করেছেন–

وَاِذْقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ.

অর্থ ঃ হে হাবীব! স্মরণ করুন। যখন ঈসা আলাইহিস সালাম এভাবে ভাষণ দিয়েছিলেন– "হে বনী ইসরাঈলগণ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। আমি আমার পূর্ববর্তী তৌরাত কিতাবের সত্যায়ন করছি এবং আমার পরে একজন মহান রাসুলের শুভাগমনের সু-সংবাদ দিচ্ছি– যাঁর পবিত্র নাম হবে "আহ্‌মদ" (২৮ পারা সুরা আস সফ আয়াত-৬)।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উক্ত মিলাদী ভাষণের পরিবেশ বা অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে কাছির তাঁর কিতাবে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন।

وَخَاطَبَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اُمَّتَهُ الْحَوَارِيِّيْنَ قَائِمًا.

অর্থাৎ ঃ "হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর উম্মত– হাওয়ারীদেরকে সম্বোধন করে যে মিলাদী বয়ান দিয়েছিলেন– তা ছিল কিয়াম অবস্থায়"।

এতেই পরিস্কার হয়ে গেলো যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওয়াল্লুদ শরীফের বর্ণনাকালীন সময়ে কিয়াম করা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সুন্নাত। ঐ সময়ে শুধু আগমনী সংবাদ ছিল– যার সম্মানে তিনি কিয়াম করেছিলেন। বুঝা গেল– নবীজীর বাহ্যিক উপস্থিতি কিয়ামের জন্য শর্ত নয়। যারা বলে– যার জন্য কিয়াম করছেন, তিনি কি স্বশরীরে হাযির হয়েছেন? এরূপ তর্ক করা নিরর্থক এবং নবী দুশমনির পরিচায়ক। কিয়াম বিরোধীদের ইমাম ইবনে কাছির যেখানে কিয়ামের সমর্থক এবং ৫৭০ বৎসর পূর্বেকার কিয়ামের ইতিহাস বর্ণনাকারী ও কিয়ামের দলীল পেশকারী– তাঁর মূল্যায়ন করা উচিৎ। তিনি ৭৭৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেছেন। নজদী ওহাবী ও তার অনুসারী ওহাবী সম্প্রদায় ঐ যুগকে সম্মান করেন এবং ঐ যুগের মনিষীদের মতামতকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

৪। যে কোন উত্তম কাজে দাঁড়ানোর নির্দেশ পালন করার কোরআনী বিধান ঃ

আল্লাহপাক কোরআন মজিদে ২৮ পারাতে সুরা মুজাদালায় ইরশাদ করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ. وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا.

অর্থাৎ ঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়– "মজলিসের মধ্যে জায়গা প্রশস্ত করে দাও"– তখন তোমরা জায়গা (ছেড়ে দিয়ে) প্রশস্ত করে দিবে। আর যখন বলা হয়– "দাঁড়িয়ে যাও– তখন দাঁড়িয়ে যাবে"। (২৮ পারা সুরা মোজাদালাহ্)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) তাফসীরে জালালাইনে বলেন– "যখন তোমাদেরকে নবীজীর মজলিসে অথবা অন্য কোন জিকিরের মজলিসে জায়গা প্রশস্ত করার জন্য বলা হয়– যাতে আগত লোকেরাও তোমাদের সাথে বসতে পারে– তাহলে তোমরা তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে আরো প্রশস্ত করে দাও"। আর যদি বলা হয় "নামায বা অন্য যে কোন নেক কাজের জন্য দাঁড়িয়ে যাও, তাহলে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যাবে"।

এই ব্যাখ্যার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, কোন নেক কাজে বা ভাল কাজে দাঁড়ানোর কথা বললে দাঁড়িয়ে যাওয়া আল্লাহর নির্দেশ। মিলাদ মাহফিলে "যিক্‌রে বেলাদত" বা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের কথা শোনামাত্র আগমনকারী নবীজীর সম্মানার্থে কিয়াম করা আল্লাহর অত্র নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত এবং ফিকাহের ফতোয়া মতে মোস্তাহ্‌সান। আল্লামা সুয়ুতির এই নীতিমালা মান্য করা প্রত্যেক আলেমের উচিৎ।

তাফসীরে "সাভী আলাল জালালাইন"– এ আহমদ সাভী উক্ত আয়াত নাযিলের শানে নুযুল এভাবে বর্ণনা করেছেন–

"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জঙ্গে বদরের সাহাবীদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একদিন উপস্থিত হলেন এবং মজলিসের সম্মুখভাগে চলে আসলেন। তাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং হুযুরকে সালাম দিলেন। হুযুর (দঃ) সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর তাঁরা উপস্থিত অন্যান্য সকল সাহাবীকেও সালাম দিলেন। তাঁরা সালামের জবাব দিলেন সত্য– কিন্তু বসার জন্য স্থান করে দিলেন না। বদরী সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বসার স্থানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু কোন সাহাবী তাঁদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে হুযুরের নিকট থেকে দূরে সরে যেতে রাজী হলেন না। এ পরিস্থিতি হুযুরের জন্য খুবই পীড়াদায়ক মনে হলো। অতঃপর হুযুর (দঃ) নিজেই তাঁদেরকে সরে যেতে বললেন এবং সম্মানীত বদরী সাহাবীদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিতে নির্দেশ দিলেন। হুযুর (দঃ) একজন একজন করে নাম ধরে ধরে বললেন– তুমি দাঁড়াও এবং বদরী সাহাবীর জন্য জায়গা করে দাও। এভাবে যতজন বদরী সাহাবী দাঁড়ানো ছিলেন– ততজনকে তুলে দিয়ে সে স্থানে আগতদের জায়গা করে দিলেন। এতে ঐসব সাহাবী মনে কষ্ট পেলেন। কেননা, তাঁদেরও ইচ্ছে ছিল হুযুরের নিকটবর্তী বসার। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মনবেদনা টের পেলেন। নবীজীর নির্দেশ মেনে নিয়ে সম্মানীত সাহাবীদের জন্য সম্মান প্রদর্শন করার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত নাযিল করে বললেন– "তোমরা নবীজীর নির্দেশে তোমাদের সম্মানীত বদরী সাহাবীদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছো– আল্লাহ তোমাদের জন্য বেহেস্তের মধ্যে এর চেয়েও প্রশস্ত জায়গা ছেড়ে দেবেন"।

আল্লামা সাভী মন্তব্য করেন– "আয়াতখানা যদিও কতিপয় সাহাবীর শানে নাযিল হয়েছে– কিন্তু এর দ্বারা সমস্ত উম্মতকেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। শানে নুযুল খাস হলেও হুকুম ছিল আম বা ব্যাপক। সুতরাং ইলমের মজলিস, যিকিরের মজলিস, নামাযের

জামাত, যুদ্ধক্ষেত্র ও অন্যান্য নেক কাজের সমস্ত মজলিস অত্র আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যে কোন ভাল মজলিসে দাঁড়াতে বললে তা মেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে"। (সাভী)

মিলাদ মাহফিলও তদ্রূপ একটি উত্তম মাহফিল। এখানেও হুযুরের আগমনের বয়ান শুনামাত্র তাজিমার্থে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। এটাই আয়াতের দাবী। সুতরাং কোরআনের আয়াতের দ্বারাও কিয়াম করা উত্তম বলে প্রমাণিত হলো।

লোক তুলে দিয়ে সেখানে বসার মাসআলা ঃ

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কোন মজলিসে পূর্ব হতে কোন লোক বসা থাকলে তাকে তুলে দিয়ে ঐ স্থানে পরে আগত কোন লোককে বসানো মাকরূহ। এটা হাদীসেও উল্লেখ আছে। যেমন– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন।

لَايُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَّجْلِسِهٖ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا– وَلَايُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ اِفْسَحُوْا (تفسير صاوى سورة مجادلة صفحه ٢٣٥ ومشكوة باب القيام صفحه ٣ , ٤ عن ابن عمر واخرجه البخارى ومسلم.)

অর্থাৎ ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– "তোমাদের কেউ যেন অন্য লোককে তার বসার স্থান থেকে তুলে না দেয় এবং নিজে যেন ঐ স্থান দখল না করে– বরং তোমরা নিজেরা স্বেচ্ছায় আগতদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিও। আর জুমার দিনে তোমাদের কেউ যেন আপন ভাইকে তার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে বরং সে যেন বলে– দয়া করে একটু জায়গা করে দিন"। (মিশকাত বাবুল কিয়াম, তাফসীরে সাভী ২৮ পারা সুরা মুজাদালাহ উল্লেখিত আয়াত)

আল্লামা সাভী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন– "এতে বুঝা গেল যে, আগত ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে জোর করে উঠিয়ে দিতে পারবে না। তবে একটু জায়গা করে দিতে অনুরোধ করতে পারবে। কিন্তু বসা ব্যক্তি যদি কোন বুযুর্গ বা গণ্যমান্য বা বয়সে বড় কোন লোকের বসার জন্য স্বেচ্ছায় জায়গা ছেড়ে দেয় অথবা মজলিসের মুরুব্বীদের মধ্যে কেউ যদি কোন মহৎ কারণে কাউকে তুলে দিয়ে অন্যকে সে জায়গায় বসায়– তা হলে ধর্মীয় দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি নেই। এটা অবস্থার উপর নির্ভরশীল। দেখুন! নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে আগত বদরী সাহাবীদের সম্মানে অন্যকে উঠিয়ে দিয়ে সে জায়গায় তাঁদেরকে বসতে দিয়েছিলেন। অবস্থার উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দোষণীয় নয়।

আল্লামা সাভী তারপর বলেন– "তোমাদেরকে দাঁড়িয়ে যেতে বললে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যাবে"– আল্লাহর এই নির্দেশ নামায এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেক কাজের ক্ষেত্রে সমভাবে সর্বত্র প্রযোজ্য। যেমন– জেহাদ ও অন্যান্য নেক কাজ। উক্ত আয়াতের আর একটি ব্যাখ্যা হলো– "যখন তোমাদেরকে বলা হবে– "সরে গিয়ে জায়গা করে দাও" তখন তোমরা আসন বা জায়গা ছেড়ে দিয়ে আগত ভাইদের জায়গা করে দিবে"(সাভী)। এতেই প্রমানিত হয়– মিলাদে কিয়ামের জন্য ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র দাঁড়িয়ে যেতে হবে। এটাই কোরআনের হুকুম ও নির্দেশ। এরূপ কিয়াম মোস্তাহসান।

কিয়ামের প্রকারভেদ ঃ

কিয়ামের নীতিমালা

কিয়াম অর্থ সোজা হয়ে দাঁড়ানো। কিয়াম কয়েক প্রকার। যথা (১) কিয়ামে মুবাহ্ (২) কিয়ামে ফরয (৩) কিয়ামে সুন্নাত (৪) কিয়ামে মোস্তাহাব (৫) কিয়ামে মাকরূহ (৬) কিয়ামে হারাম। প্রত্যেক প্রকারের কিয়াম চেনার নীতিমালা নিম্নরূপ ঃ

১। **মুবাহ কিয়াম ঃ** দুনিয়াবী প্রয়োজনে কিয়াম করা (দাঁড়ানো) মুবাহ্ বা জায়েয। যেমন দাঁড়িয়ে কাজ করা। আল্লাহপাক বলেন–

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ–

অর্থাৎ– **"যখন তোমরা নামায থেকে অবসর হবে– তখন জমীনে রিযিকের তালাশে ছড়িয়ে পড়ো"**। এখানে জমিনে ছড়িয়ে পড়ার জন্য দাঁড়ানো শর্ত। দাঁড়ানো ছাড়া ছড়িয়ে পড়া সম্ভবই নয়। তাই এই দাঁড়ানোর নির্দেশটি হলো– মুবাহ।

২। **ফরজ কিয়াম ঃ** পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং ওয়াজিব নামাযে কিয়াম করা ফরয। এই কিয়ামটি হচ্ছে আল্লাহর সম্মানে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ অর্থাৎ **"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তাঁর সম্মানে বিনয় সহকারে দাঁড়িয়ে যাও"**। দাঁড়ানোর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কেউ ফরয ও ওয়াজিব নামাযে না দাঁড়িয়ে বসে বসে নামায পড়লে নামায হবে না। সুতরাং এই কিয়াম নামাযের মধ্যে ফরয।

৩। **সুন্নাত কিয়াম ঃ** কয়েকটি বিষয়ে কিয়াম করা সুন্নাত। যেমন ঃ

(ক) ধর্মীয় সম্মানীত বস্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো সুন্নাত। যেমন যমযমের পানি ও ওযুর অবশিষ্ট পানি পান করার সময় কিয়াম করা সুন্নাত।

(খ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারক যিয়ারতের সময় নামাযের মত নাভিতে হাত বেধে কিয়াম করা বা দাঁড়িয়ে যিয়ারত করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে–

وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِى الصَّلٰوةِ وَيُمَثِّلُ صُوْرَتَهُ الْكَرِيْمَةَ كَأَنَّهُ نَائِمٌ فِىْ لَحْدِهِ عَالِمٌ بِهِ يَسْمَعُ كَلَامَهُ (عَالَمْگِيْرِىْ كِتَابُ الْحَجِّ اٰدَابُ الزِّيَارَةِ)

অর্থাৎ ঃ "যিয়ারতকারী রওযা পাকের সামনে মুখ করে এভাবে দাঁড়াবে– যেভাবে সে নামাযে দাঁড়ায়। আর হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্বাকে এভাবে ধ্যান করবে যে, তিনি আপন রওযা পাকে শুয়ে আরাম করছেন, যিয়ারত কারীকে চিনছেন এবং তার কথা শুনছেন"। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খন্ড কিতাবুল হজ্বঃ যিয়ারতের আদব অধ্যায়)।

(গ) অনুরূপভাবে মুমেনীনদের কবর যিয়ারতের সময় ক্বিবলার দিকে পিছন দিয়ে কবরকে সামনে রেখে দাঁড়ানো সুন্নাত। এখানেও কিয়াম করা সুন্নাত। এ বিষয়ে ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে ঃ

يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ ثُمَّ يَقِفُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلًا لِوَجْهِ الْمَيِّتِ.

অর্থাৎ ঃ যিয়ারতকারী জুতা খুলে ক্বিবলার দিকে পিঠ দিয়ে মৃত ব্যক্তির চেহারার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে"। এই কিয়ামটিও সুন্নাত। (ফতোয়া আলমগীরী কিতাবুয যিয়ারত)। এতে প্রমানিত হলো যে, নবীজীর রওযা মোবারক, যমযম ও ওযুর পানি, মুমিনদের কবর ইত্যাদি– সম্মানীত স্থান ও বস্তু। তাই এগুলোর সম্মান কিয়ামের মাধ্যমে সম্পাদন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(ঘ) যখন কোন ধর্মীয় নেতার আগমন হয়– তখন তাঁর সম্মানে দাঁড়ানো সুন্নাত। অনুরূপভাবে তিনি যতক্ষণ দাঁড়ানো থাকবেন, ততক্ষণ সকলেরই দাঁড়িয়ে থাকা সুন্নাত। বসে থাকা বেআদবী ও খেলাফে সুন্নাত। যেমন– বুখারী শরীফ কিতাবুল জিহাদ বাবুল আসরা ও বাবুল কিয়াম অধ্যায় পৃষ্ঠা-৪০৩ উল্লেখ রয়েছে ঃ

"হযরত সাআদ ইবনে মাআয রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগমনে মদিনার আনসারগণকে তাঁর সম্মানে দাঁড়ানোর জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত সকল আনসারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা, হযরত সাআদ (রাঃ) ছিলেন তাঁদের নেতৃস্থানীয় সর্দার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। এই কিয়ামটি ছিল তা'জীমী কিয়াম বা সম্মানের কিয়াম। এই কিয়াম সুন্নাত। হাদীস দ্বারাই এই সুন্নাত কিয়াম প্রমাণিত।

হাদীস দ্বারা কিয়াম করা সুন্নাত প্রমাণিত

১নং হাদীস ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيْبًا مِّنْهُ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَضَى الْحَدِيْثُ بِطُوْلِهِ فِىْ بَابِ حُكْمِ الْاُسَرَاءِ.

অর্থাৎ ঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু বর্ণনা করেন ঃ মদিনার একটি ইহুদী সম্প্রদায়– বনু কুরাইযা হুযুর (দঃ) এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনা আক্রমন করার অপরাধে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে আত্মসমর্পনের উদ্দেশ্যে যখন হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ)-এর বিচার মেনে নিতে রাজী হলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাআদকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী স্থানে তাবুতে ছিলেন। হযরত সাআদ (রাঃ) গাধার পিঠে করে আসলেন। যখন তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলেন– তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপস্থিত মদিনাবাসী আনসারগণকে লক্ষ্য করে বললেন– "তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও"। (বুখারী ও মুসলিম এবং মিশকাত বাবুল কিয়াম পৃষ্ঠা- ৪০৩)। ইয়াহুদীদের আত্মসমর্পনের বিচারকার্যের বিশদ বিবরণ বুখারীর যুদ্ধবন্দী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে।

বর্ণিত হাদীসে যা বলা হয়েছে– তা নিম্নরূপ ঃ

১। ইহুদী সম্প্রদায় ৫ম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের সময় হুযুরের সাথে পূর্ব চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের অনুপস্থিতিতে মদিনা আক্রমণ করে বসে। কিন্তু হুযুরের ফুফু হযরত সুফিয়া (রাঃ)-এর অসম সাহসিকতায় কয়েকজন ইহুদী নিহত হয়ে তাদের মৃতদেহ প্রাচীরের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হলে বনু কোরাইযারা পলায়ন করে।

২। খন্দকের যুদ্ধ শেষে হুযুর (দঃ) অবিলম্বে মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত বনু কোরাইযার দূর্গ ঘেরাও করেন। দীর্ঘ ২৫ দিনের অররোধের পর নিরূপায় হয়ে তারা আত্মসমর্পণে রাজী হয়। কিন্তু বিচারকার্যের জন্য তারা নবীজীকে না মেনে

তাদেরই এককালীন আত্মীয় মদিনার আউছ গোত্রের সর্দার হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) কে বিচারক মেনে নেয়ার দাবী জানায়। হুযুর (দঃ) এতে রাজী হন। ঐ বিচারে তাদের যুদ্ধক্ষম ৭০০ পুরুষকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হয় এবং ধন-সম্পদ সরকারী বাইতুল মাল-এ জমা করা হয়।

৩। মসজিদে নববীতে বিচারকার্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর হুযুর (দঃ) হযরত সাআদের কাছে সংবাদ পাঠান।

৪। অসুস্থ সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) তাবু হতে গাধার পিঠে আরোহণ করে হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হন। তাঁর অবস্থান ছিল মসজিদে নববীর অতি নিকটে। তিনি খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। তাই গাধার পিঠে করে আসলেন। একজন নার্স তাঁর সেবা করছিলেন তাবুতে। (মিশকাত হাশিয়া)

৫। যখন সাআদ (রাঃ) মসজিদে নববীর কাছাকাছি পৌঁছলেন– তখন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁকে সভাস্থলে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্য মদিনাবাসী আনসারগণকে হুযুর (দঃ) নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ "তোমরা সব আনসারগণ তোমাদের নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও এবং তাঁকে অবতরণ করতে সহযোগিতা করো"।

উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে বিবেচ্য বিষয় বা (مَقَامِ اِسْتِشْهَادْ) হলো "সম্মানার্থে দাঁড়ানো"। বর্ণিত হাদীসে قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ বাক্যের মধ্যে প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। قُوْمُوْا اِلٰى -এর অর্থ সম্মানার্থে, সাহায্যার্থে দাঁড়ানো– উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য কিয়ামের উদ্দেশ্যও হচ্ছে প্রধানতঃ সম্মানার্থে দাঁড়ানো, দ্বিতীয়তঃ সাহায্যার্থে। আল্লামা ইবনে কাছির তার বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হতে اِلٰى سَيِّدِكُمْ -এর পরিবর্তে لِسَيِّدِكُمْ وَخَيْرِكُمْ বাক্য উদ্ধৃত করেছেন (বেদায়া ও নেহায়া ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা-১২৩)। এর অর্থ হলো– "হে আনসারগণ তোমরা তোমাদের সম্মানীত নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও"। এতেই আরোও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, اِلٰى অর্থ সম্মানার্থে ও সাহায্যার্থে হলেও এখানে সাহায্যার্থে নয়– বরং সম্মানার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, একই রাবীর অন্য রেওয়ায়াতে اِلٰى سَيِّدِكُمْ -এর

পরিবর্তে لِسَيِّدِكُمْ এসেছে। আর "লাম মাজরুর" ব্যবহৃত হয় সম্মান ও তাজীমের জন্য। অতএব এক রেওয়ায়াতে দুই অর্থবোধক اِلٰى শব্দ থাকলেও অন্য রেওয়ায়াতে لِ মাজরুর পরিস্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে– "আনসারদের উক্ত কিয়ামটি ছিল তাজীমী কিয়াম" এবং হুযুর (দঃ)-এর নির্দেশও ছিল তাজীমী কিয়ামের জন্য। সুতরাং অত্র হাদীস দ্বারা এবং اِلٰى ও لِ মাজরুর যুক্ত ইবনে কাছিরের উভয় রেওয়ায়াত দ্বারা পরিস্কারভাবে প্রমানিত হলো যে– তাজীমী কিয়াম করা সুন্নাত।

সন্দেহ সৃষ্টি ঃ

কিয়াম বিরোধীরা বলে– এখানে "রোগীর সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কিয়াম করার জন্য নবীজী সব আনসারদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন"। দেওবন্দীদের এই অপব্যাখ্যার আর কোন অবকাশ নেই। তারা বলে– ঐ কিয়ামের নির্দেশ নাকি নবীজী সাহায্যের জন্য দিয়েছিলেন– তাদের এই ব্যাখ্যা ভুল। ইবনে কাছিরের ব্যাখ্যাই সঠিক। আনসারগণের কিয়াম ছিল সম্মানার্থে– সাহায্যের জন্য ছিলনা। কেননা, হুযুর (দঃ) বলেছেন। قُوْمُوْا তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে যাও। রোগীর সাহায্যের জন্য সকল আনসারের দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিলনা। কতিপয় আনসারই যথেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু হুযুর (দঃ) সবাইকে দাঁড়িয়ে যেতে বলার মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায়– ঐ নির্দেশ ছিল সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। আবার বলেছেন– اِلٰى سَيِّدِكُمْ তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে। "নেতা"– শব্দ দ্বারাই বুঝা যায় যে, নেতার সম্মানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর জন্যই হুকুম ছিল। রোগীর উদ্দেশ্যে নয়। রোগীর সাহায্যার্থে হলে এরূপ বলতেন– قُوْمُوْا اِلٰى مَرِيْضِكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের রোগীর সাহায্যার্থে দাঁড়াও। ওহাবীরা اِلٰى শব্দটি দ্বারা বুঝাতে চায় যে, উক্ত কিয়ামটি ছিল রোগীর সাহায্যার্থে। তারা اِلٰى سَيِّدِكُمْ শব্দটি দেখলো– কিন্তু একই রাবীর বর্ণিত لِسَيِّدِكُمْ শব্দটি দেখলনা কেন? তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হয়– আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন– اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا (যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছা করবে– তখন ওজু করে নাও)। এখানেও তো اِلٰى শব্দটি আছে। এক্ষেত্রে তারা কি ব্যাখ্যা দিবে? এখানে তো নামাযের জন্য দাঁড়ানোর কথা আছে। اِلٰى অর্থ যদি সাহায্য হয়– তা হলে নামায কোন্ রোগী হলো যে, তার সাহায্যার্থে দাঁড়াতে হবে? **তদুপরি হযরত সাআদ (রাঃ) রোগী হলে দুই তিনজনকে নির্দেশ করতেন এবং বলতেন– قُوْمُوْا اِلٰى**

مَرِيْضِكُمْ রোগীর সাহায্যার্থে দাঁড়াও। তা না করে নেতা উল্লেখ করে সমস্ত আনসারকে নির্দেশ দেয়ার মধ্যেই তাজীমী কিয়ামের প্রমান পাওয়া যায়। মক্কার মুহাজিরগণকে তিনি দাঁড়াতে বলেন নি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়– যারা কিয়াম বিরোধী– তারা এই হাদীস খানার অপব্যাখ্যা করে হযরত সাআদের রোগের বাহানা দিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে এবং অল্প শিক্ষিত অথবা দুর্বল আলেমদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিচ্ছে। এসব দেওবন্দী এবং ওহাবী ধোঁকাবাজী থেকে আল্লাহ সকলকে রক্ষা করুন।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় শেখ আব্দুল হক দেহলভী (রহঃ) বলেন– "হযরত সাআদের আগমনে আনসারগণকে দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করানোর মধ্যে এই হিকমত নিহিত ছিল যে, যেহেতু তিনি ছিলেন ঐ দিন বিচারপতির আসনে আসীন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার প্রধান ব্যক্তি। তাই তাঁর মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করাই যুক্তিযুক্ত ছিল"। (আশিআতুল লোমআত ফারসী– শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী)।

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভীর আরও মন্তব্য লক্ষ্য করুন ঃ

"اجماع کرده اند جماهیر علماء باین حدیث در اکرام اهل فضل از علم باصلاح یا شرف– ونووی گفته که این قیام مر اهل فضل را وقت قدوم اَوردن ایشان مستحب است واحادیث درین باب ورود یافته– ودر نهی ازان صریحا چیزے صحیح نه شده– ازقنیه نقل کرده که مکروه نیست قیام جالس از براے کسی که درآمده است بروے بجهت تعظیم".

অর্থ ঃ "হযরত সাআদ (রাঃ)-এর সম্মানার্থে মদিনা শরীফের আনসারগণকে দাঁড়ানোর নির্দেশ" সম্বলিত হাদীসের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম ও হাদীস বিশারদগণ হাক্কানী ওলামাদের তাজীম করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মোসলেম শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা নবভী (রহঃ) বলেছেন– বুযুর্গ ব্যক্তিদের আগমনকালে দাঁড়ানো মোস্তাহাব। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত

হয়েছে। কিন্তু তাদের সম্মানে দাঁড়ানোর ব্যাপারে নিষেধমূলক কোন স্পষ্ট বর্ণনা বা হাদীস পাওয়া যায় না। কুনিয়া নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি আছে যে, "বসা অবস্থার কোন ব্যক্তি আগত কোন ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ালে মাকরূহ হবেনা" (আশিয়াতুল লোমআত শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী)। কিয়াম বিরোধীরা শেখ দেহলভী সাহেবের ব্যাখ্যা উপেক্ষা করে নিজেরা মনগড়া ব্যাখ্যা করে।

২নং হাদীস ঃ

সাহাবায়ে কেরাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে দাঁড়াতেন। হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবীজীর সম্মানে সাহাবাগণের দাঁড়ানোর বর্ণনাটি তিনি এভাবে দিয়েছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَاِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ اَزْوَاجِهٖ (مِشْكٰوةْ بَابُ الْقِيَامِ صفحه ٣ , ٤)

অর্থাৎ ঃ "হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে আমাদের মাঝে বসে সব সময় পবিত্র হাদীস বয়ান করতেন। যখন তিনি মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে যেতেন– তখন আমরাও তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতাম। যে পর্যন্ত না তিনি কোন বিবির ঘরে প্রবেশ করতেন– সে পর্যন্ত আমরা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকতাম"।

(মিশকাত শরীফ বাবুল কিয়াম পৃষ্ঠা-৪০৩)।

উক্ত হাদীস পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, যখনই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা থেকে দাঁড়িয়ে যেতেন– তখনই সাহাবাগণও আদবের সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন। শুধু তাই নয়– বরং ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন– যতক্ষণ হুযুরকে দেখা যেতো। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, হুজুরের বিদায়ের পরেও তারা বসতেন না– বরং যতক্ষণ দেখা যেত, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন। এত দীর্ঘ কিয়ামের প্রমান সত্ত্বেও যারা বলে– "কিয়াম করা হারাম ও বিদআত" বা "হুজুর (দঃ) তাঁর জন্য কিয়াম না পছন্দ করতেন" ইত্যাদি– তারা মহাভুলের মধ্যে নিঃপতিত।

উপরে উল্লেখিত দুটি হাদীসে প্রমানিত হলো যে, কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা সম্মানীত ব্যক্তিদের জন্য দাঁড়ানো সুন্নাত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে সাহাবীগণ আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন– যে পর্যন্ত তিনি দৃষ্টির আড়াল না হতেন। এতেও প্রমানিত হয় যে, সাহাবীগণ নবীজীর বিদায়ের পরেও সম্মানার্থে কিয়াম করতেন। কিয়াম যদি না জায়েয হতো অথবা তিনি যদি নিজের জন্য সব সময় কিয়াম না পছন্দ করতেন– তাহলে সাহাবীগণকে নিষেধ করলেন না কেন?

কিয়াম বিরোধীদের অপব্যাখ্যামূলক দলীল খন্ডন ঃ

ওহাবী সম্প্রদায় কিয়াম বিরোধী। তারা কিয়ামকে হারাম বলে, বিদআত বলে এবং তাদের দাবীর পক্ষে কিছু হাদীসও পেশ করে– কিন্তু তার সঠিক ব্যাখ্যা করেনা। যদিও ব্যাখ্যা করে– তাহলে অপব্যাখ্যা করে। যেমন ঃ

১নং হাদীস ঃ (ওহাবী দলীল)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوْا اِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذٰلِكَ-رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

অর্থ ঃ হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত– তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের নিকট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিলেননা। যখন তাঁরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগমন করতে দেখতেন– তখন দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা অবগত ছিলেন যে, তিনি এরূপ করা অপছন্দ করতেন (তিরমিজী শরীফ)।

২নং হাদীস ঃ (ওহাবী দলীল)

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ.

অর্থ ঃ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন "যে ব্যক্তি এরূপ পছন্দ করে যে, লোকেরা তাঁর সামনে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়"। (তিরমিজী ও আবু দাউদ)

৩নং হাদীস ঃ (ওহাবী দলীল)

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا لَهٗ فَقَالَ لَاتَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত– তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠিতে ভর দিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। আমরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– "তোমরা পারস্য দেশীয় লোকদের মত কিয়াম করোনা। তারা একজন অপরজনকে যেভাবে তাজীম করে– সে ভাবে নয়" (আবু দাউদ)।

সন্দেহ খন্ডন মূলক জবাব

উপরোক্ত তিনটি হাদীস মেশকাত শরীফে সঙ্কলিত হয়েছে। তিরমিজি ও আবু দাউদ উক্ত হাদীসগুলো নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এগুলোতে বিশেষ ধরনের কিয়ামকে নিষেধ করা হয়েছে। মূল কিয়ামকে নিষেধ করা হয়নি। মূল কিয়াম যে সুন্নাত– তার প্রমান বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। একই মিশকাত শরীফে কিয়ামের পক্ষে হযরত আবু হোরায়রার হাদীস এবং হযরত সাআদ (রাঃ) সংক্রান্ত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর হাদীসও বর্ণিত হয়েছে– যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন– যা একটু আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাহলে কিয়ামের পক্ষে ও বিপক্ষে বর্ণিত হাদীসগুলো একসাথ করে বিশ্লেষণ না করে ঢালাওভাবে "কিয়াম নিষিদ্ধ" বলার মধ্যে তো সততার প্রমান পাওয়া যায় না এবং এটা কোন ঈমানদার আলেমের কাজ হওয়াও উচিৎ নয়।

এখন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উল্লেখিত প্রথম হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতার সম্মানে দাঁড়ানোর নির্দেশ করেছেন এবং দ্বিতীয় হাদীসে হুজুরের সম্মানে সাহাবীগণের দীর্ঘ কিয়ামের বিষয়ে হুজুরের কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা ছিলনা। তাহলে বাকী তিন হাদিসে তিনি কি কারণে কিয়াম নিষেধ করলেন? কোন্ পরিবেশে তিনি সাহাবীদের দাঁড়ানো অপছন্দ করেছেন এবং কোন্ ধরনের কিয়ামকে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন– তা খতিয়ে দেখলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, কি কারণে তিনি ঐ বিশেষ ধরনের কিয়াম অপছন্দ করেছেন।

হযরত আনাছ বর্ণিত হাদীছের জবাব ঃ

কিয়াম বিরোধীদের পেশকৃত প্রথম হাদীসে বুঝা যায় যে, সাহাবীগণ হুযুরের আগমনে কিয়াম করতেন না। কেননা তিনি "এরূপ কিয়াম" করা পছন্দ করতেন না। "এরূপ কিয়াম"–এর ধরন সম্বন্ধে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–

قَوْلُهُ لِذٰلِكَ اَىْ لِقِيَامِهِمْ تَوَاضُعًا لِّرَبِّهِ مُخَالِفَةً لِّعَادَةِ الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

অর্থ ঃ "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণের ঐ ধরনের কিয়ামকেই অপছন্দ করতেন– যে ধরনের চরম বিনয়মূলক কিয়াম আল্লাহর জন্য করা হয়। অহংকারী ব্যক্তিদের জন্য যে ধরনের বিনয়মূলক কিয়াম করা হয়– ঐ ধরনের কিয়ামও তিনি নিজের জন্য অপছন্দ করতেন এবং ঐ ধরনের কিয়ামের বিরোধিতা করতেন" (মিরকাত)। [**অন্য একটি জবাব হলো**– হাদীস খানা সাহাবীর ব্যক্তিগত অভিমত। ইহা হুযুর (দঃ)-এর ভাষ্য নয়। হুযুর (দঃ)-এর অনুমোদিত কিয়াম হলো– যা আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। **তৃতীয় জবাব হলো**– এই অপছন্দ ছিল বিনয় মূলক– নিষেধ মূলক নয়– লেখক]।

মোল্লা আলী ক্বারীর ব্যাখ্যার দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেলো যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল কিয়ামকে অপছন্দ করতেন না বরং আল্লাহর সামনে অথবা অহংকারীদের সামনে যে ধরনের কিয়াম করা হয়– সে ধরনের কিয়ামকেই তিনি অপছন্দ করতেন এবং সাহাবীগণ সেই ধরনের কিয়াম থেকে বিরত থাকতেন। হযরত আনাছের বর্ণনার উদ্দেশ্যও তাই। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সাথে তিনিও মসজিদে হুযুরের সম্মানে কিয়াম করতেন। সুতরাং হুযুর (দঃ) অহঙ্কার মূলক কিয়ামকেই অপছন্দ করতেন। তাজিমী ও বিনয় মূলক কিয়াম সাহাবীগণের আমল। এটিই সঠিক ব্যাখ্যা।

হযরত মুয়াবিয়া বর্ণিত হাদীছের জবাব ঃ

কিয়াম বিরোধীদের পেশকৃত দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কারো সম্মানে মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে থাকাকেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন– মূল কিয়ামকে নয়। হাদীস খানা স্বব্যাখ্যাত। তদুপরি– হাদীস খানা হুযুরের বেলায় প্রযোজ্য নয়। অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হুযুরের এই নিষেধ ছিল শর্ত সাপেক্ষ। অর্থাৎ মূর্তিবৎ কিয়াম নিষিদ্ধ– মূল কিয়াম নিষিদ্ধ নয়।

হযরত আবু উমামার হাদীসের জবাব ঃ

কিয়াম বিরোধীদের পেশকৃত তৃতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে– পারস্যবাসীদের ন্যায় নতজানু হয়ে মূর্তিবৎ রাজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মত কিয়াম অবশ্যই নিষিদ্ধ। নবী করিম (দঃ) তাদের অনুরূপ মূর্তিবৎ নতজানুর কিয়ামকেই নিষিদ্ধ করেছেন– মূল কিয়ামকে নিষিদ্ধ করেননি। তিনি একথা বলেননি "তোমরা কিয়াম করোনা"– বরং বলেছেন– "পারশ্যবাসী অগ্নি পূজকের ন্যায় কিয়াম করোনা"। যেমন কেউ বললো– "গরুর মত পানি পান করোনা" এর অর্থ হলো– "পানি পান করো– তবে গরুর মতো নয়"। অনুরূপভাবে হাদীসের অর্থ হবে– "কিয়াম করো– তবে পারস্যবাসী অগ্নি

উপাসকদের মত নতজানু হয়ে নয়"। কিয়াম বিরোধীরা ব্যাখ্যা না করেই শাব্দিক অর্থে হাদীস বয়ান করায় ভুলের সৃষ্টি হয়েছে। তারা হাদীসকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে মাত্র। যদি তারা সত্য গ্রহণ করতো এবং সঠিক জিনিষ মেনে নিতো– তাহলে হযরত সাআদ ও হযরত আবু হোরায়রার হাদীস দুটিও বর্ণনা করতো। কিন্তু তারা তা করেনা। দুটিকে গোপন করে তাদের স্বপক্ষের বাহ্যিক সহায়ক তিনটি হাদীস তারা আক্ষরিক অর্থে প্রচার করে। এটা আমানতদারী নয় বরং রাসুলে পাকের হাদীস গোপন করার অপরাধ। অত্র হাদীসে সাহাবীগণের কিয়ামের বিশেষ ধরন দেখেই তিনি ঐ ধরনের কিয়াম না করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু ওহাবীরা বুঝেছে– তিনি সবধরনের কিয়াম নিষেধ করেছেন।

৪। কিয়ামে মোস্তাহাব ঃ ছয় প্রকার কিয়ামের মধ্যে ৪র্থ হলো মোস্তাহাব কিয়াম। নফল নামাযে দাঁড়ানো মোস্তাহাব। বসে পড়লেও জায়েয– কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে এসেছে صَلٰوةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ الْقَائِمِ

অর্থাৎ – "বসে নামায আদায়কারীর সওয়াব দন্ডায়মান অবস্থায় নামায আদাকারীর অর্ধেক"।

তবে বিতরের পরের দুরাকাত হালকি নফল বসে পড়ায় পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। এতে নবীজীর অনুকরণ করা হয়ে থাকে। আগমনকারীর সম্মানে দাঁড়ানোও মোস্তাহাব (দুররে মোখতার)। কোন প্রিয়জনের আলোচনা শুনে অথবা কোন শুভ সংবাদ শুনে দাঁড়ানোও মোস্তাহাব এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনদের আমল। মিশকাত কিতাবুল ঈমান তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে–

হযরত উসমান (রাঃ) বলেন– "হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) আমাকে কোন একটি শুভ সংবাদ শুনালেন। আমি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম– আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক– বরং আপনিই উক্ত শুভ সংবাদের প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তি"। (মিশকাত কিতাবুল ঈমান)। হুজুর (দঃ)-এর আগমনের সু-সংবাদ শুনে কিয়াম করা মোস্তাহাব।

৫। কিয়ামে মাকরূহ ঃ কয়েক অবস্থায় কিয়াম বা দাঁড়ানো মাকরূহ। যেমন– যমযম পানি ও অজুর অবশিষ্ট পানি ব্যতিত অন্যান্য পানীয় পান করার সময় দাঁড়ানো মাকরূহ। কোন ওযর থাকলে অন্য কথা। অনুরূপভাবে কোন বিত্তশালীর জন্য লোভের বশবর্তী হয়ে দাঁড়ানো বা দুনিয়াদার লোকের সম্মানে দাঁড়ানো মাকরূহ।

৬। কিয়ামে হারাম ঃ কারো সম্মানে মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে থাকা হারাম। নতজানু হয়ে কারো সম্মান করা হারাম। এরূপ সম্মান গ্রহণকারীর সম্মান করাও হারাম। (শামী-আলমগীরী) কাফেরদের সম্মানে দাঁড়ানো হারাম। মুয়াবিয়া ও আবু ওমামার বর্ণিত ২ ও ৩ নং হাদীস মোতাবেক মূর্তিবৎ ও অহংকারী লোকদের জন্য দাঁড়ানো সম্পর্কে দেখুন।

উপরোক্ত ছয় প্রকার কিয়ামের মধ্যে ৪র্থ প্রকারের কিয়াম– অর্থাৎ মিলাদ শরীফের কিয়াম মোস্তাহাব ও মুস্তাহসান। মিলাদ শরীফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত বর্ণনা কালে ঐ সময় কিয়াম করা মোস্তাহাব ও মোস্তাহ্সান।

ফতোয়া ঃ

১। আল্লামা বারজিঞ্জি মউলুদে বারজিঞ্জিতে ফতোয়া দিয়েছেন ঃ

وَاسْتَحْسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ أَئِمَّةٌ ذَوُو رِوَايَةٍ وَرَوِيَّةٍ".

অর্থাৎ ঃ "হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত শরীফ বা শভাগমনের বর্ণনাকালে ঐ সময়ে দাঁড়ানো বা কিয়াম করাকে রেওয়ায়াত ও দিরায়াতের অধিকারী ইমাম মুজতাহিদগণ মোস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন"(মৌলুদে বারজিঞ্জী) উল্লেখ্য যে, আল্লামা বারজিঞ্জী মুজতাহিদ ছিলেন।

২। আল্লামা সৈয়দ আবু বকর ওরফে সৈয়দ বাকারী (মক্কা) স্বীয় গ্রন্থ اِعَانَةُ الطَّالِبِيْنَ ৩য় খন্ড ৩৬৫ পৃষ্ঠায় মিলাদের কিয়ামকে মোস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁর ইবারত নিম্নরূপ ঃ

وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ عَلٰى ذٰلِكَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ بِبَلَدِ اللّٰهِ الْحَرَامِ مَوْلَانَا وَاُسْتَاذُنَا الْعَارِفُ بِرَبِّهِ الْمَنَّانِ سَيِّدُنَا السَّيِّدُ اَحْمَدُ بْنُ زَيْنِيْ دَحْلَانَ فِيْ سِيْرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ- "جَرَتِ الْعَادَةُ اَنَّ النَّاسَ اِذَا سَمِعُوْا ذِكْرَ وَضْعِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُوْنَ تَعْظِيْمًا لَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَهٰذَ الْقِيَامُ مُسْتَحْسَنٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ كَثِيْرٌ مِّنْ عُلَمَاءِ الْاُمَّةِ الَّذِيْنَ يُقْتَدٰى بِهِمْ.

অর্থ ঃ "মিলাদ কিয়াম সম্পর্কে আল্লাহর পবিত্র শহরের শাইখুল ইসলাম (মককার মুফতীয়ে আযম) আমার (সৈয়দ বাকারী) মনিব ও ওস্তাদ আরিফ বিল্লাহ সৈয়্যদুনা সৈয়দ আহমদ ইবনে জাঈনী দাহলান মককী তাঁর প্রনীত "সিরাতুন্নবী" গ্রন্থে ফতোয়া দিয়েছেন যে, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত বর্ণনাকালে যখন উপস্থিত লোকজন হুযুরের পবিত্র শুভাগমনের শুভ

সংবাদ শুনেন– তখন প্রচলিত প্রথা মোতাবেক তারা হুযুরের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। এটা যুগ যুগান্তরের প্রচলিত ধারা। এই কিয়ামটি হচ্ছে মোস্তাহসান। কেননা, এতে রয়েছে হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। উম্মতের মধ্যে এমন সব গণ্যমান্য উলামায়ে কেরাম উক্ত কিয়াম করেছেন– যাদেরকে লোকেরা পেশোয়া বা অনুসরনীয় হিসাবে গণ্য করেন"।

(ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড ৩৬৫ পৃষ্ঠা)।

মিলাদ কিয়াম সমর্থক ইমামগণের অভিমত ঃ

১। মিলাদ শরীফের ফযিলত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন–

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِىْ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ وَدِدْتُّ لَوْكَانَ لِىْ مِثْلَ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا لَاَنْفَقْتُهٗ عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُوْلِ–

অর্থ ঃ হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–" আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তাহলে ঐ স্বর্ণ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফে ব্যয় করে দেয়া আমার অতি প্রিয় কাজ"।

(ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

২। বিশ্ব বিখ্যাত ওলী হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–

قَالَ الْجُنَيْدُ الْبَغْدَادِىْ رَحْمَةُ اللّٰهِ مَنْ حَضَرَ مَوْلِدَ الرَّسُوْلِ وَعَظَّمَ قَدْرَهٗ فَقَدْ فَازَ بِالْاِيْمَانِ–

অর্থঃ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– "যারা রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের মজলিসে উপস্থিত হবে এবং মিলাদ শরীফের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে– তারা ঈমানের দ্বারা সফল–কাম হবে"। (ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

৫। হযরত মারূফ কারাখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–

قَالَ الْمَعْرُوْفُ الْكَرْخِىُّ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ مَنْ هَيَّأَ لِاَجْلِ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُوْلِ طَعَامًا وَجَمَعَ اِخْوَانًا وَاَوْقَدَ سِرَاجًا وَلَبِسَ جَدِيْدًا

وَتَعَطَّرَ وَتَجَمَّلَ تَعْظِيْمًا لِمَوْلِدِهٖ حَشَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفِرْقَةِ الْاُوْلٰى مِنَ النَّبِيِّيْنَ–

অর্থ ঃ হযরত মারূফ কারাখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন– "যারা রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফ উপলক্ষে খানা তৈরী করবে, বন্ধু বান্ধবদেরকে দাওয়াত করে একত্রিত করবে, মজলিসকে আলোকসজ্জিত করবে, নূতন পোষাক পরিধান করবে, আতর এবং খুশ্‌বু লাগাবে ও মজলিসকে খুশবুদার করবে এবং এসব কিছুর উদ্দেশ্য হবে রাসুলে পাকের সম্মান প্রদর্শন করা– তাহলে আল্লাহ পাক তাদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে হাশর নসীব করবেন।

(ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৬৬)।

বিঃ দ্রঃ এই ফতোয়া গ্রন্থটি মক্কা শরীফে লিখিত এবং প্রকাশিত। চার খন্ডে সমাপ্ত। লেখক হচ্ছেন আল্লামা সাইয়েদ আবু বকর– ওরফে সাইয়েদ বাকারী (রহঃ)।

কিয়াম সমর্থক ইমামগণ ঃ

যেসব বরণীয় ও অনুস্মরণীয় উলামা ও মুজতাহিদগণ উক্ত মিলাদ ও কিয়াম করতেন– তাঁদের মধ্যে ইমাম তাকিউদ্দিন সুবকি, আল্লামা নবভীর ওস্তাদ ইমাম আবু শামা, আল্লামা ছাখাভী, আল্লামা ইবনে জওজী, আল্লামা সিবৃতু ইবনে জওজী, হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী, হাফেজ শামছুদ্দীন শামী, হযরত হাসান বসরী, হযরত জুনাইদ বাগদাদী, ইমাম ইয়াফেয়ী, হযরত সিররী সাকতী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রমূখ–মনিষীদের নাম আল্লামা সৈয়দ বাকারী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন (উক্ত ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড ৩৬৫ ও ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মককা মোয়াজ্জমার মুফতীয়ে আযম শাইখুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আহমদ ইবনে জাঈনী দাহ্‌লান মককী (রহঃ) মিলাদের কিয়ামকে বলছেন মোস্তাহসান, আর দেওবন্দের রশীদ আহমদ, খলিল আহমদ, আশ্রাফ আলী গং-রা বলছে বিদ্‌আত ও হারাম। কার কথা ও ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে– পাঠকরাই ঠিক করবেন। কোথায় মক্কা মোয়াজ্জমার ফতোয়া– আর কোথায় দেওবন্দের ফতোয়াবাজী। (লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা)

সংশয় নিরসন

কোন কোন রেওয়ায়াতে দেখা যায়– মিলাদ ও কিয়াম প্রথা হিসাবে প্রথম তিন যুগে ছিলনা। সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে তা প্রথা হিসাবে চালু হয়েছে। এ কারণে এটাকে বিদআতে হাসানা বলা হয়। অথচ ইবনে হাজর হায়তামীর রেওয়ায়াতে দেখা যায়– চার খলিফার যুগেও মিলাদ ছিল। ইবনে কাসিরের বর্ণনায় দেখা যায় –হযরত ইবরাহীম (আঃ) মিলাদ ও কিয়াম করেছিলেন। এই দুই বর্ণনার মধ্যে কোনটি সঠিক? এমন সংশয় দেখা দেয়া স্বাভাবিক। এর সমাধান হচ্ছে এইঃ প্রথম যুগে মিলাদ ও কেয়াম রেওয়াজ হিসাবে এবং প্রথা হিসাবে চালু ছিলনা। কখনও হতো, আবার কখনও হতোনা। ৭ম শতাব্দী হিজরীতে এসে তা নিয়মিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। যেমন ঃ তারাবিহর নামাজ প্রথমে জামাতবদ্ধভাবে হতোনা। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে এসে নিয়মিতভাবে জামাতের সাথে বিশ রাকআত চালু হয়ে যায়। এই প্রথাকেই হযরত ওমর (রাঃ) শাব্দিক অর্থে উত্তম বেদআত বলেছেন। মূল তারাবিহর নামাজকে তিনি বেদআত বলেননি। তদ্রূপ-মিলাদুন্নবীর মূল কাজটি বেদআত নহে। পরবর্তী যুগে নির্দিষ্ট আকারে ও প্রকারে নিয়মিত প্রথা হিসাবে চালু হওয়াকেই কোন কোন কিতাবে শাব্দিক অর্থে উত্তম বেদআত বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোন সংঘাত ও পার্থক্য নেই। দেওবন্দী আলেম রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী বলেছেন– বিদ্‌আতে হাছানা মূলতঃ সুন্নাত। কেননা হাদীসে অনুরূপ বলা হয়েছে। বর্তমান কালেও দেশে দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মিলাদ শরীফ পাঠ করা হয়ে থাকে। বাগদাদ শরীফে গাউসুল আজম মসজিদে মিলাদ শরীফ পাঠ করা হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ২/৩ ঘন্টাব্যাপী। ঐ সময়ে দিওয়ানে হাসসান থেকে নবীজীর শানে কাসিদা পাঠ করা হয়। অধীন লেখক ১৯৮২ সালে শুক্রবারে এমন এক মিলাদ মাহফিলে শরীক ছিলাম। শর্ষিনার মরহুম পীর আবু জাফর সাহেবও সাথে ছিলেন।

মূল কথা

পবিত্র মিলাদুন্নবীর প্রচলন সর্বযুগেই ছিল। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে আকার ও প্রকারের বিভিন্নতা ছিল এবং এখনও আছে। মিলাদ বিরোধিরাও বসে বসে কোন কোন সময় মিলাদের নামে শুধু দরূদ পড়ে। এটা তাদের ধোকাবাজী। তারা ইয়া নাবী, ইয়া রাসুল– বলে সম্বোধন করাকে শিরিক বলে এবং কেয়ামকে হারাম বলে। সমস্বরে ইয়া নাবী সালাম আলাইকা– পাঠ করাকে ফতোয়ায়ে রশিদিয়াতে কৃষ্ণলীলার গান বলে উপহাস করা হয়েছে এবং "ইয়া রাসুলাল্লাহ" বাক্যটিকে কুফর সদৃশ বাক্য বলা হয়েছে– (ফতোয়া রাশিদিয়া পৃষ্ঠা ৬২)। দেওবন্দ আলেমদের অধিকাংশই মিলাদ ও কেয়াম বিরোধী। যেখানে সুন্নী আলেম আছে, সেখানে তারা বলে– কেয়াম করা মোস্তাহাব– করলেও চলে, না করলেও ক্ষতি নেই। আবার যেখানে সুন্নী আলেম কম বা দুর্বল থাকে, সেখানে বলে-কেয়াম করা হারাম ও শিরক- ইত্যাদি। হানাফী মাজহাবের ইমাম ইব্রাহীম হলবী রুহুস সিয়ার (সীরতে হলবী নামে খ্যাত) গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেন ঃ

اَلْقِيَامُ مُسْتَحْسَنٌ-فَمَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ اَحْسَنَ-وَمَنْ لَّا فَلَا-وَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ كَفَرَ.

অর্থাৎ ঃ "কিয়াম করা মুস্তাহসান। যে ব্যক্তি কেয়াম করবে– সে মোস্তাহ্সান কাজের সওয়াব পাবে। আর যে করবেনা– সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নীতিগতভাবে কেয়াম মানবেনা বরং অস্বীকার করবে– সে কাফের হবে"। (সীরতে হলবী– রূহুস সিয়ার)। ইহাই চূড়ান্ত ফতোয়া।

মিলাদুন্নবীর মাহফিল ও কেয়াম সম্পর্কে যে সব দলীল পেশ করা হলো– তার চেয়ে অনেক বেশী দলীল আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রাহঃ) আন-নে'মাতুল কোবরা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। যারা মানতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য এটাই যথেষ্ঠ। আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে (আন-নে'মাতুল কোবরা) আরো কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত ইমাম ও শাইখের (রহঃ) নাম এবং তাদের ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। তারা হচ্ছেন ঃ (১) হযরত হাসান বসরী (রঃ) (২) হযরত মারুফ কারাখী (রহঃ) (৩) হযরত সিররি সাকাতী (রহঃ) (৪) হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ) প্রমুখ মনিষীবৃন্দ। এতে দেখা যাচ্ছে যে, সাহাবা যুগ থেকে শুরু করে প্রত্যোক যুগেই মিলাদুন্নবীর প্রচলন ছিল। এসব মহা মনিষীগণের ফতোয়ার মোকাবিলায় ফাকেহানী, ইবনে ওহাব নজদী, রশিদ আহমদ, খলীল আহমদ, আশ্রাফ আলী থানবী গংদের মতামতের কি মূল্য আছে? **ওহাবীদের পীর বলে খ্যাত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী বলেন ঃ "আমি মিলাদ মাহফিলে শরীক হই, নিজেও মিলাদ কেয়াম করে থাকি এবং খুবই আনন্দ পাই"। (ফয়সালা হাফত মাসায়েল)।** আমাদের দেশের ওহাবী সম্প্রদায়ের আলেমরাই মানুষকে গোমরাহ করছে। সরলপ্রাণ মুসলমানের কোন দোষ নেই। রাসুলের পক্ষে থাকার মধ্যেই নাজাত নিহিত। বিপক্ষে যাওয়ার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদেরকে রাসুলের প্রতি মহব্বত মূলক কাজের তৌফিক দিন। আমিন– (লেখকের পৃথক গ্রন্থ "ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ)" তে মিলাদ ও কিয়াম-এর তরতীব, নিয়ম কানুন, বিভিন্ন আশেকানা না'ত শরীফ ও সমর্থনকারী পীর মাশায়েখ এবং জগত বরেণ্য উলামায়ে কেরামের তালিকা দেখুন)। নিম্নে তাদের নাম পেশ করা হলো ঃ

১। ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী, ২। ইমাম তাজ উদ্দিন সুবকী, ৩। আল্লামা ইবনে দাহইয়া (৬০৪ হিঃ), ৪। ইমাম নভবী ও আল্লামা আবু শামা, ৫। ইছমাইল হাক্কী (রুহুল বয়ান তাফছীর এর লেখক), ৬। জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (তাফছীর-ই-জালালাইন-এর লেখক), ৭। ইবনে হাজার হায়তামী, ৮। আল্লামা ইবনে কাছীর (তাফছীর-ই-ইবনে কাছীর-এর লেখক) ৯। শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী, ১০। শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী, ১১। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী, ১২। শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভী, ১৩। আল্লামা ইউছুফ নাবহানী, ১৪। আহমদ রেজা খান বেরেলবী (ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত), ১৫। আল্লামা সাইয়দ আহমেদ কাজিমি, ১৬। সদরুল আফাজিল নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী, ১৭। আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী, ১৮। আল্লামা আব্দুস ছামী রামপুরী, ১৯। আল্লামা হাশমত আলী রেজভী, ২০। আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী, ২১। আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা, ২৩। আল্লামা আবেদ শাহ মুজাদ্দেদী ও ২৪। মাওলানা কাজী ফজলে আহমদ লুধিয়ানা প্রমুখ মনিষীবৃন্দ এবং জৌনপুর ও ফুরফুরা খান্দান, ছিরিকোটি দরবার, কুমিল্লা শাহপুর দরবার এবং সমস্ত সুন্নী পীর মাশায়েখগণের দরবারসমূহ।

পরিশিষ্ট – ২
মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে মক্কা–মদিনার প্রাচীন ৪টি ফতোয়া

আল্লামা আবদুর রহীম তুর্কমানী (রহঃ) ১২৮৮ হিজরী সনে মক্কা ও মদিনা এবং জিদ্দা ও হাদীদার উলামায়ে কেরামের দ্বারা মিলাদও কিয়াম সম্পর্কে একটি ফতোয়া লিখিয়ে হিন্দুস্তানে নিয়ে আসেন এবং নিজ গ্রন্থ "রওযাতুন নাঈম"-এর শেষাংশে ছেপে প্রকাশ করেন। [আন্ওয়ারে ছাতেয়া দেখুন] উক্ত ফতোয়া নিম্নরূপ ঃ

سُوَالْ : مَاقَوْلُكُمْ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَنَّ ذِكْرَ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مَعَ تَعْيِيْنِ الْيَوْمِ وَتَزْئِيْنِ الْمَكَانِ وَاسْتِعْمَالِ الطِّيْبِ وَقِرَاءَةِ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَاِطْعَامِ الطَّعَامِ لِلْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يَجُوْزُ وَيُثَابُ فَاعِلُهٗ اَمْ لَا– بَيِّنُوْا تُوْجَرُوْا –

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে আপনাদের অভিমত ও ফতোয়া কী?

"মিলাদ শরীফ পাঠ করা– বিশেষ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত পাঠকালে কিয়াম করে সম্মান প্রদর্শন করা, মিলাদের জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা, মিলাদ মজলিসকে সাজানো, আতর গোলাব ও খুশ্বু ব্যবহার করা, কুরআন শরীফ হতে সূরা ক্বেরাত পাঠ করা এবং মুসলমানদের জন্য খানাপিনা (তাবাররুক) তৈরী করা- এইভাবে অনুষ্ঠান করা জায়েয কিনা এবং অনুষ্ঠানকারীগণ এতে সাওয়াবের অধিকারী হবেন কিনা? বর্ণনা করে আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কৃত হোন"।

–আবদুর রহীম তুর্কমানী–হিন্দুস্তান, ১২৮৮ হিজরী

মক্কা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের জবাব ও ফতোয়া

جَوَابُ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مُعَظَّمَةٌ تَلْخِيْصًا :

اِعْلَمْ اَنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ بِهٰذِهِ الْكَيْفِيَةِ الْمَذْكُوْرَةِ مُسْتَحْسَنٌ مُسْتَحَبٌّ– فَالْمُنْكِرُ لِهٰذَا مُبْتَدِعٌ لِاِنْكَارِهٖ عَلٰى شَيْءٍ حَسَنٍ عِنْدَاللّٰهِ

وَالْمُسْلِمِيْنَ- كَمَا جَاءَ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ- وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَلَّذِيْنَ كَمَّلُوا الْاِسْلَامَ كَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ وَعُلَمَاءِ الْعَرَبِ وَالْمِصْرِ وَالشَّامِ وَالرُّوْمِ وَالْاَنْدَلُسِ وَكُلُّهُمْ رَاَوْهُ حَسَنًا مِنْ زَمَانِ السَّلَفِ اِلَى الْاٰنِ- فَصَارَ الْاِجْمَاعُ- وَالْاَمْرُ الَّذِيْ ثَبَتَ بِالْاِجْمَاعِ فَهُوَ حَقٌّ لَيْسَ بِضَلَالٍ- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِيْ عَلٰى ضَلَالَةٍ - فَعَلٰى حَاكِمِ الشَّرْعِ تَعْزِيْرُ مُنْكِرِهٖ- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

অনুবাদ ঃ "জেনে নিন- উপরে বর্ণিত নিয়মে (কিয়ামসহ) মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা মোস্তাহসান ও মোস্তাহাব। আল্লাহ ও সমস্ত মুসলমানদের নিকট ইহা উত্তম। ইহার অস্বীকারকারীগণ বিদ্আতপন্থী ও গোমরাহ্। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হুযুর (দঃ)–এর হাদীসে আছে-

"মুসলমানগণ যে কাজকে পছন্দনীয় বলে বিবেচনা করেন– তা আল্লাহর নিকটও পছন্দনীয়"। –[মুসলিম শরীফ]

এখানে মুসলমান বলতে ঐ সমস্ত মুসলমানকে বুঝায়- যারা কামেল মুসলমান। যেমন- পরিপূর্ণ আমলকারী উলামা, বিশেষ করে আরবদেশ, মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক ও স্পেন- ইত্যাদি দেশের উলামাগণ সলফে সালেহীনদের যুগ থেকে অদ্যাবধি (১২৮৮ হিঃ) সকলেই মিলাদও কিয়ামকে মোস্তাহ্সান, উত্তম ও পছন্দনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সর্বযুগের উলামাগণের স্বীকৃতির কারণে মিলাদও কিয়ামের বিষয়টি "ইজমায়ে উম্মত" হিসাবে গণ্য হয়েছে। ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে কোন বিষয় বরহক। উহা গোমরাহী হতে পারে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আমার উম্মত গোমরাহ বিষয়ে একমত হতে পারে না"। [আল–হাদীস]

সুতরাং, যারা মিলাদ ও কিয়ামকে অস্বীকার করবে-শরিয়তের বিচারকের উপর তাদেরকে যথাযথ শাস্তি প্রদান করা ওয়াজিব"। [ফতুয়া সমাপ্ত]

মক্কা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

১। আল্লামা আবদুর রহমান সিরাজ।
২। আল্লামা আহমদ দাহলান।
৩। আল্লামা হাসান।
৪। আল্লামা আবদুর রহমান জামাল।
৫। আল্লামা হাসান তৈয়ব।
৬। আল্লামা সোলায়মান ঈছা।

৭। আল্লামা আহমাদ দাগেস্তানী।
৮। আল্লামা আবদুল কাদের শামছ।
৯। আল্লামা আবদুর রহমান আফেন্দী।
১০। আল্লামা আহমাদ আবুল খায়ের।
১১। আল্লামা আবদুল কাদের সানখিনী।
১২। আল্লামা মুহাম্মদ শারকী।
১৩। আল্লামা আবদুল কাদের খোকীর।
১৪। আল্লামা ইবরাহীম আলফিতান।
১৫। আল্লামা মুহাম্মদ জারুল্লাহ্।
১৬। আল্লামা আবদুল মোত্তালিব।
১৭। আল্লামা কামাল আহমাদ।
১৮। আল্লামা মুহাম্মদ ছায়ীদ আল আদীব।
১৯। আল্লামা আলী জাওদাহ্।
২০। আল্লামা সৈয়দ আবদুল্লাহ কোশেক।
২১। আল্লামা হোসাইন আরব।
২২। আল্লামা ইবরাহীম নওমুছী।
২৩। আল্লামা আহমদ আমীন।
২৪। আল্লামা শেখ ফারুক।
২৫। আল্লামা আবদুর রহমান আযমী।
২৬। আল্লামা আবদুল্লাহ্ মাশশাত।
২৭। আল্লামা আবদুল্লাহ কুম্মাশী।
২৮। আল্লামা মুহাম্মদ বা–বাসীল।
২৯। আল্লামা মুহাম্মদ সিয়ুনী।
৩০। আল্লামা আলী আমেছী।
৩১। আল্লামা মুহাম্মদ সালেহ জাওয়ারী।
৩২। আল্লামা আবদুল্লাহ জাওয়ারী।
৩৩। আল্লামা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ।
৩৪। আল্লামা আহমদ আল মিন্‌হিরাভী।
৩৫। আল্লামা সোলায়মান উক্‌বা।
৩৬। আল্লামা সৈয়দ শাত্বী ওমর।
৩৭। আল্লামা আবদুল হামিদ দাগেস্তানী।
৩৮। আল্লামা মুস্তাফা আফীফী।
৩৯। আল্লামা মানসুর।
৪০। আল্লামা মিনশাবী।
৪১। আল্লামা মুহাম্মদ রাযী।
[১২৮৮ হিজরী]

মদিনা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের জবাব ও ফতোয়া

جَوَابُ عُلَمَاءِ مَدِيْنَةٍ مُنَوَّرَةٍ تَلْخِيْصًا :

اِعْلَمْ اَنَّ مَايُصْنَعُ مِنَ الْوَلَائِمِ فِى الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ وَقِرَاءَتِهِ بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنْفَاقِ الْمُبَرَّاتِ وَالْقِيَامِ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَةِ الرَّسُوْلِ الْاَمِيْنِ وَرَشِّ مَاءِ الْوَرْدِ وَاِنْقِيَادِ الْبُخُوْرِ وَتَزْيِيْنِ الْمَكَانِ وَقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِظْهَارِ السُّرُوْرِ- فَلَا شُبْهَةَ فِىْ اَنَّهٗ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَفَضِيْلَتُهٗ مُسْتَحْسَنَةٌ- فَلَا يُنْكِرُهَا اِلَّا مُبْتَدِعٌ- لَااِسْتِمَاعَ بِقَوْلِهٖ- بَلْ عَلٰى حَاكِمِ الْاِسْلَامِ اَنْ يُّعَزِّرَهٗ- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ -

অনুবাদ ঃ "জেনে রাখুন- মিলাদ মাহফিলে যা কিছু করা হয়– যেমন যিয়াফত দেয়া, মুসলমানদের উপস্থিতিতে হুযুরের জন্ম বৃত্তান্ত পেশ করা, উত্তম জিনিস দান করা, রাসুল আল-আমীনের (দঃ) বেলাদাত শরীফ বর্ণনাকালে কিয়াম করা, গোলাব ছিটানো, সুগন্ধি জ্বালানো, মজলিস সাজানো, কুরআন মজিদ থেকে পাঠ করা, নবীজীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করা, আনন্দ ও খুশীর বহিঃপ্রকাশ করা– ইত্যাদি নিঃসন্দেহে সুন্নাতে হাসানাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত এবং মোস্তাহাব। ইহার উত্তম ফযিলত রয়েছে। একমাত্র বিদ্‌আতপন্থী গোমরাহ লোক ছাড়া অন্য কেউ ইহা অস্বীকার করতে পারে না। তাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করবেনা। তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞানের আঁধার। আল্লাহপাক আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর অজস্র রহমত বর্ষণ করুন"। [ফতোয়া সমাপ্ত]

মদিনা মোনাওয়ারার ফতোয়াদাতা মুফতীগনের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

১। আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন।
২। আল্লামা জাফর হোসাইনী বারজিঞ্জি।
৩। আল্লামা আবদুল জাববার।
৪। আল্লামা সৈয়দ জামালুদ্দীন।
৫। আল্লামা ইবরাহীম বিন খিয়ার।
৬। আল্লামা সৈয়দ ইউসুফ।
৭। আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী।
৮। আল্লামা সৈয়দ আবদুল্লাহ ইবনে সৈয়দ আহমদ।
৯। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ রিফায়ী।
১০। আল্লামা ওমর ইবনে আলী।
১১। আল্লামা আলী হারিরী।
১২। আল্লামা সৈয়দ মোস্তফা।
১৩। আল্লামা আহমদ সিরাজ।
১৪। আল্লামা হাসান আদীব।
১৫। আল্লামা আবুল বারাকাত।
১৬। আল্লামা আবদুল কাদের মাশশাত।
১৭। আল্লামা সাইয়েদ আলম।
১৮। আল্লামা আহমাদ হাবাশী।
১৯। আল্লামা মুহাম্মদ নূর সোলায়মানী।
২০। আল্লামা আবদুর রহিম বারয়ী।
২১। আল্লামা মোহাম্মদ ওসমান কুর্দী।
২২। আল্লামা কাশেম।
২৩। আল্লামা আবদুল আজিজ হাশেম।
২৪। আল্লামা ইউসুফ রাবী।
২৫। আল্লামা মোহসেন।
২৬। আল্লামা মুবারক ইবনে ছায়ীদ।
২৭। আল্লামা হামেদ।
২৮। আল্লামা হাশেম ইবনে হাসান।
২৯। আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে আলী।
৩০। আল্লামা আবদুর রহমান সফদী।
(১২৮৮ হিজরী)

জিদ্দা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের জবাব ও ফতোয়া

جَوَابُ عُلَمَاءِ جِدَّةَ تَلْخِيْصًا :

اِعْلَمْ اَنَّ ذِكْرَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ الْمَجْمُوْعَةِ الْمَذْكُوْرَةِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ شَرْعًا لَايُنْكِرُهَا اِلَّامَنْ فِىْ قَلْبِهٖ شُعْبَةٌ مِّنْ شُعَبِ النِّفَاقِ وَكَيْفَ يَسُوْغُ لَهٗ ذٰلِكَ مَعَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَاللّٰهِ فَاِنَّهَامِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ –

অনুবাদ ঃ "জেনে রাখুন- প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে (কিয়ামসহ) মিলাদুন্নবী মাহফিল ও আলোচনা অনুষ্ঠান শরিয়ত অনুযায়ী বিদআতে হাসানা– অর্থাৎ মোস্তাহাব। যার অন্তরে মোনাফিকির অংশ আছে- সে ছাড়া অন্য কেউই মিলাদ শরীফকে অস্বীকার করতে পারেনা। আর অস্বীকার করাই বা কিভাবে তার পক্ষে সম্ভব- যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে ইরশাদ করেছেন- **"যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের সম্মান প্রর্দশন করবে-তাদের অন্তরে তাক্ওয়া পয়দা হবে"**। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞানের আঁধার।" (মিলাদ শরীফ আল্লাহ্র নিদর্শন স্বরূপ)। [ফতোয়া সমাপ্ত]

জিদ্দার ফতোয়াদাতা মুফতীগণের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

১। আল্লামা আলী ইবনে আহমদ বা-সীরীন।
২। আল্লামা আববাছ ইবনে জাফর ইবনে সিদ্দীক।
৩। আল্লামা আহমদ ফাত্তাহ।
৪। আল্লামা মোহাম্মদ সোলায়মান।
৫। আল্লামা আহমাদ আববাস।
৬। আল্লামা মুহাম্মদ সালেহ।
৭। আল্লামা আহমাদ ওসমান।
৮। আল্লামা ইবনে আজলান।
৯। আল্লামা মুহাম্মদ সাদ্কাহ।
১০। আল্লামা আবদুর রহিম ইবনে মুহাম্মদ।
(১২৮৮ হিজরী)

হাদীদার ফতোয়াদাতা মুফতীগণের জবাব ও ফতোয়া

جَوَابُ عُلَمَاءِ حَدِيْدَةْ :

قِرَاءَةُ الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ مَعَ الْاَشْيَاءِ الْمَذْكُوْرَةِ جَائِزَةٌ بَلْ مُسْتَحَبَّةٌ يُثَابُ فَاعِلُهَا- فَقَدْ اَلَّفَ فِيْ ذٰلِكَ الْعُلَمَاءُ وَحَثُّوْا عَلٰى فِعْلِهِ- وَقَالُوْا لَايُنْكِرُهَا اِلَّا مُبْتَدِعٌ- فَعَلٰى حَاكِمِ الشَّرِيْعَةِ اَنْ يُعَزِّرَهُ -

অনুবাদ ঃ "প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে (কিয়ামসহ) মিলাদ শরীফ পাঠ করা শুধু জায়েযই নয়- বরং মোস্তাহাবও বটে। মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ অবশ্যই সাওয়াবের অধিকারী হবেন। উলামায়ে কেরাম মিলাদ শরীফের বৈধতার উপর বহু কিতাব রচনা করেছেন এবং (কিয়ামসহ) মিলাদ শরীফের আমল করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন- একমাত্র বিপথগামী বেদআতী লোক ছাড়া অন্য কেউই মিলাদ শরীফকে অস্বীকার করতে পারেনা। **শরিয়তের শাসকের উপর অস্বীকারকারীকে শাস্তি প্রদানের** ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।" [ফতোয়া সমাপ্ত]

হাদীদার ফতোয়াদাতা মুফতীগণের দস্তখত ও সীলমোহর

১। আল্লামা আলী শামী।
২। আল্লামা ছালেম আবেশ।
৩। আল্লামা আলী ইবনে আবদুল্লাহ।
৪। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম হোশায়রী।
৫। আল্লামা আলী আতহান।
৬। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ।
৭। আল্লামা ইয়াহ্ইয়া ইবনে মোকাররম।
৮। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে দাউদ ইবনে আবদুর রহমান।
৯। আল্লামা আলী ইবনে ইবরাহীম জোবায়দী। [১২৮৮ হিজরী]

(বিস্তারিত তথ্য দেখুন ফতোয়াউল হারামাঈন- মম সম্পাদিত)

দ্রষ্টব্য ঃ ফতোয়াদাতা মুফতীগণের সর্বমোট সংখ্যা ৯০ জন।

তথ্যপঞ্জী ঃ আন্ওয়ারে ছাতেয়া কৃত আল্লামা আবদুছ ছামী রামপুরী (রহঃ) -ইণ্ডিয়া।

অনুবাদ ঃ অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (এমএ.বিসিএস)

জানুয়ারী-২০০৫ইং

সারসংক্ষেপ

মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে অত্র কিতাবে যেসব প্রামাণ্য দলীলাদী পেশ করা হয়েছে– তা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে সংগৃহীত হয়েছে। হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বেলাদতের বহু পূর্ব হতেই যিক্‌রে বেলাদত চালু হয়েছে কিয়ামসহ– যার প্রমাণ দিয়েছেন মিলাদ কিয়াম অস্বীকারকারীদেরই শ্রদ্ধেয় আলেম ইবনে কাছির তার বিদায়া-নিহায়া গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন– হুযুর (দঃ)-এর জন্মের ৪ হাজার বৎসর পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম খানায়ে কাবা নির্মাণ শেষ করে মিলাদ কিয়ামের মাধ্যমে তার উদ্বোধন করেছিলেন; এবং হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম তাঁর হাওয়ারীদেরকে নিয়ে কিয়ামসহ যিকরে বেলাদত করেছিলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ৫৭০ বৎসর পূর্বে। হুযুর (দঃ)-এর উপস্থিতিতে হযরত আমের আনসারী (রাঃ) মিলাদ শরীফ পাঠ করেছিলেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বন্ধুবান্ধব নিয়ে মিলাদ শরীফ পড়েছিলেন হুযুরের জীবদ্দশায়। উক্ত মিলাদে খুশী হয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জন্য আল্লাহর রহমত ও নিজের শাফাআতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। (আত্-তানভীর)

খোলাফায়ে রাশেদীন মিলাদুন্নবী উদযাপন করার ৪টি ফযিলত বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী, মারূফ কারাখী, ছিররি ছাক্‌তী, জুনায়েদ বাগদাদী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি প্রমুখ ইমাম, বুযর্গানেদ্বীন ও সলফে সালেহীন মিলাদুন্নবীর ফযিলত বর্ণনা করেছেন–যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে মক্কা শরীফের ইমাম ও মুফতীয়ে আযম আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ) রচিত "আন নে'মাতুল কোব্‌রা" গ্রন্থে ৯৭৪ হিজরীতে। এভাবে প্রতি যুগেই মিলাদ কিয়ামের ফযিলতের উপর অসংখ্য কিতাব লিখা হয়েছে– যার বর্ণনা ও তালিকা দেয়া হয়েছে অত্র কিতাবের ৫৪ পৃষ্ঠায়। কিয়াম বিরোধীরা যেসব হাদীস উল্লেখ করে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে– তার ও সঠিক এবং দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে পরিশিষ্ট–১ এ।

বর্তমানে যেসব প্রতারকদল বলে বেড়াচ্ছে–মক্কা মদিনায় কিয়াম নেই, বাংলাদেশী সুন্নীরা কোথায় পেলো মিলাদ কিয়াম? ইত্যাদি– তাদের এই অপপ্রচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১২৮৮ হিজরীতে রচিত মক্কা, মদিনা, জিদ্দা ও হাদীদা-র সর্বমোট ৯০ জন মুফতীর স্বাক্ষরিত ফতোয়া পরিশিষ্ট–২ এ সংযোজন করা হলো।

সারকথা হলো– মিলাদ ও কিয়ামের উপর সর্বকালের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও মুফতী ওলামাগণের ইজমা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ইজমার বিরুদ্ধে হাল যামানায় নজদী ওহাবী ও দেওবন্দী ওহাবীরা আপত্তি তুল্‌ছে। তাদের দেখাদেখি মউদূদী এবং তাবলীগীরাও আপত্তি করছে। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ইজমার খেলাফ তাদের এই ফতোয়াবাজী গ্রহণযোগ্য নয়। ইহাই ফতোয়ার মূলনীতি। যারা ইজমার খেলাফ কথা বলে– তাদেরকে বিদ্‌আতী, গোমরাহ্ ও বিপথগামী বলা হয়। এদের অনুসরণ করলে গোমরাহ্ হয়ে যাবে।

পরিশেষে আরয করবো–আমরা যেন প্রতারকদের খপ্পরে না পড়ি। আমরা যেন নবী, ওলী, সলফে সালেহীন, আইম্মায়ে মোজতাহেদীন, পীর মাশায়েখ এবং মক্কা মদিনার অতিতের মুফতিয়ানে কেরামের পথে ও মতে চলতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়াত নসীব করুন এবং নবীজীর মুহাব্বত দান করুন। আমীন!

যিলক্বদ ১৪২৫ হিজরী
জানুয়ারী, ২০০৫ইং
পৌষ, ১৪১১ বাংলা

খাকছার
(অধ্যক্ষ মাওলানা) হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল
(এমএ.বিসিএস)

মিলাদ ও কিয়াম পাঠ

তিলাওয়াত (বাংলা উচ্চারণ)

আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম। বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। লাক্বাদ জা'আকুম রাছুলুম মিন আনফুছিকুম, আজিজুন আলাইহি মা আনিত্তুম, হারিছুন আলাইকুম, বিল মু'মিনিনা রাউফুর রাহিম।

ওয়া ক্বালাল্লাহু তায়ালা ফি শানি হাবীবিহী ওয়া মাহবুবিহী ওয়া মাশুকিহি মুখবিরাও ওয়া আমিরাঃ ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউছাল্লুনা আলান নাবিয়্যি-ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু ছাল্লু আলাইহি ওয়া ছাল্লিমু তাছলিমা।

বাংলা দরূদ (সকলে মিলে)

আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছাইয়িদিনা মাওলানা মোহাম্মদ
ওয়া আলা আলে ছাইয়িদিনা মাওলানা মোহাম্মদ।

০১। প্রেমাগুণে জ্বলে মরি, ওহে খোদা রাব্বানা–
আমি যার প্রেমের পাগল, সে তো সোনার মদিনা।। ঐ

০২। ওগো খোদা দয়া কর, নছিব কর মদিনা–
নবীজীকে না দেখাইয়া, কবরেতে নিওনা।। ঐ

০৩। কোথায় রইলেন দয়াল নবীজী, আমাদেরকে ছাড়িয়া–
আপনার এতিম উম্মত কান্দে, নবী নবী বলিয়া।। ঐ

০৪। কোথায় রইলেন দয়াল নবীজী, আমাদেরকে ছাড়িয়া–
আপনি বিনে কি লাভ হবে, এই ধরাতে বাঁচিয়া।। ঐ

০৫। মদিনা মদিনা বলে, কান্দি আমি জারেজার–
দেখা দেন গো দয়াল নবী, ডাকি আপনায় বারংবার।। ঐ

০৬। মদিনা মদিনা বলে, কান্দে মন পাপিয়া–
মদিনা নামের তছবিহ, ফিরি গলে লইয়া।। ঐ

০৭। আমরা সবাই অধম পাপী, আপনাকেতো চিনলাম না–
সেই কারণে রোজ হাশরে, আমাদেরকে ভুইলেন না।। ঐ

০৮। কঠিন হাশরের দিনে, কেউ তো কারো হবে না–
উম্মতি উম্মতি বলে– কাঁদবেন নবী দিওয়ানা।। ঐ

০৯। নবীর জন্য যার প্রাণ এই দুনিয়ায় কান্দেনা–
রোজ হাশরে সেই পাপীরা, নবীর দেখা পাইবেনা।। ঐ

১০। আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর, দরূদ পড় সবজনা–
রোজ হাশরে তরাইবেন– দয়াল নবী মোস্তফা।। ঐ

১১। মদিনাতে শুয়ে আপনি, (ইয়া রাসুলাল্লাহ) মোদের সালাম শুনতে পান–
কেমনে যাব মদিনাতে, সে পথ আমায় বলে দেন।। ঐ

১২। এশ্‌কের দরিয়ায় ডুব দেও রে মন, দেখবে নবীজীর দীদার-
খুলে যাবে চোখের পর্দা, দূর হবে মনের আঁধার ।। ঐ

১৩। দিবানিশি মনরে আমার, আর দিওনা যন্ত্রণা-
ধনে যদি হইতাম ধনী, যাইতাম সোনার মদিনা ।। ঐ

১৪। যার লাগিয়া কান্দরে মন, সে তো সোনার মদিনা-
স্বপ্নযোগে দেখ্‌তে পাবে, হলে তাঁহার দিওয়ানা ।। ঐ

১৫। দেহকে কাবা বানাইয়া, দিলকে বানাও মদিনা-
দিলের আয়নায় দিবেন দেখা, নূর নবী মোস্তফা ।। ঐ

২য় দরূদ ঃ (জিকিরের আওয়াজে অথবা পূর্বসুরে)

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মোহাম্মদ-
নাবিয়িনা শাফিয়িনা মাওলানা মোহাম্মদ ।। ২ বার

০১। আদম যখন মাটি পানি, মোর নবী খোদার রাসুল-
যাঁর উপরে পড়েন দরূদ আল্লাহ ও ফেরেস্তাকুল ।। ঐ

০২। স্বয়ং খোদা আশেক হয়ে, দোস্তি করলেন যার সাথে-
নামে দিলেন নাম মিশাইয়া, দেখনা চেয়ে কলেমাতে ।। ঐ

০৩। কুফরীর অন্ধকারে, যখন ছিল এই ধরা-
কোরআন লয়ে আসলেন ভবে, নূর নবী মোস্তফা ।। ঐ

০৪। আদম হাওয়া যত নবী, ফকির দরবেশ সব ইতি-
সবাই গাহেন তব গীতি, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ। ঐ

০৫। আকাশের ফেরেস্তারা, কাতারে কাতারে খাড়া-
রওজা পাকে পড়েন তারা, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ ।। ঐ

০৬। হাদীসেতে আছে লেখা, সত্তর হাজার ফেরেস্তারা-
রওজায় বিছায় নূরের পাখা, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ ।। ঐ

০৭। কোরআনেতে বলেন খোদা, শুন য[illegible] মুমিন জনা-
আমি পড়ি তোমরা পড়, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ ।। ঐ

০৮। এই নামের মহিমা বড়, এই নামকে উছিলা ধর-
এই নাম জপনা কর, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ ।। ঐ

০৯। এই নামের দুশমন যারা, চির দুষ্ট পাপী তারা-
এই নাম শুনে দেয়না সাড়া, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ ।। ঐ

১০। পশু পাখি সবাই বলে, আজকে মোদের খুশির দিন-
এই দিনেতে আসলেন ভবে, রাহমাতুল্লিল আলামীন ।। ঐ

১১। পশু পাখি সবাই চিনে, মানুষ হয়ে চিন্‌লাম না-
ঈদ মিলাদে কঠিন দিলে, তাইতো খুশী আসেনা ।। ঐ
– ইয়া নাবী .....

১২। ধন্য গো আমিনা বিবি, ধন্য আপনার জিন্দেগী–
আপনার ঘরে পয়দা হলেন– রাহমাতুল্লিল আলামীন।। ঐ

১৩। খোদার নূরে পয়দা তিনি, তাঁর নূরেতে আসমান জমীন–
নূরের নবী ছিলেন তিনি, ছায়া যাঁহার ছিলনা।। ঐ

১৪। আদমের ললাটেতে, সেই নূরের ঝলকেতে–
ফেরেস্তারা সেজদা করে, হাদীস খুলে দেখনা।। ঐ

১৫। আবদুল্লাহর পেশানীতে, মা আমিনার সেকেমেতে–
সেই নূর আসলেন এই ধরাতে, হলো জগত উজালা।। ঐ

১৬। জন্ম হয়ে শিশু নবী, না দেখিলেন বাপের মুখ–
ছয় বৎসরের কালে নবী, হারাইলেন মায়ের বুক।। ঐ

১৭। আল্লাহ আল্লাহ, জিকির কর, দরূদ পড় সবজনা–
রোজ হাশরে তরাইবেন–দয়াল নবী মোস্তফা।। ঐ

তারপর লুরী পাঠ ঃ (দোলনার গজল) –১

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ
লা–ইলাহা ইল্লাহ্ (২ বার)

০১। আপনার নূরে পয়দা হলো, তামাম সংসার–
কে আছে আর আপনার মত, এ বিশ্ব মাঝার-নবীজী।। ঐ

০২। মেরাজেতে গেলেন আপনি, বোরাকে সাওয়ার–
বিনা পর্দায় লা মকানে মাবুদের দীদার-নবীজী।। ঐ

০৩। কাউছারের মালিক আপনি, নবীদের ছরদার–
রোজ হাশরে পিলাইবেন, হাউজে কাউছার-নবীজী।। ঐ

০৪। আপনাকে দেখিলে নবী গো, দোজখ হয় হারাম–
স্বপনেতে দিবেন দেখা– হাবীব দোজাহান-নবীজী।। ঐ

০৫। মউতের তুফান আসবে যখন, নবীগো আমার–
দুই নয়নে দেখি যেন, চেহ্‌রায়ে আন্‌ওয়ার-নবীজী।। ঐ

০৬। গুনাহ্‌গারের গুনাহ্ ঝরে নবী, দরূদে আপনার–
লক্ষ কোটি ছালাম জানাই-কদমে আপনার।। ঐ

০৭। গুনাহ্‌গারের মুক্তিদাতা, হাবীব আল্লাহর–
তাঁর উপরে পড়ুন দরূদ, হাজার হাজার-নবীজী।। ঐ

০৮। নূরের নবী প্রেমের ছবি-আসলেন এই ধরায়–
আকাশের ফেরেস্তারা ছালাম জানায়-নবীজী।। ঐ

০৯। পাপী-তাপী তরাইতে নবী, আসলেন এ ধরায়
আসুন সবে দাঁড়াইয়া, ছালাম জানাই-নবীজী।। ঐ

বাংলা লুরী (দ্বিতীয়)

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্-লা-ইলাহা ইল্লা-হু। ২ বার

০১। আপনার নূরে পয়দা হলো— তামাম সংসার-
কে আছে আর আপনার মত— এই বিশ্ব মাঝার-নবীজী।। ঐ

০২। জাতি নূরের জ্যোতি দিয়া আল্লাহ— করিলেন সৃজন-
আরশ পরে লা মাকানে—রাখিলেন গোপন-নবীজী।। ঐ

০৩। আদমের ললাটে সেই নূর—আসিলেন যখন-
ফেরেস্তারা সিজ্‌দা করেন—আদমকে তখন-নবীজী।। ঐ

০৪। সেই নূরের কারণে নাহি—জ্বলেন ইবরাহীম-
অবশেষে পাইলেন সেই নূর—পুত্র ইসমাঈল-নবীজী।। ঐ

০৫। সেই নূরের উছিলায় ছুরি—না চলে গলায়-
যার কলবে আছে সেই নূর— যাবেনা হুতামায়-নবীজী।। ঐ

০৬। অবশেষে আসলেন সেই নূর—ভালে আবদুল্লাহর-
কপালেতে চমকে যেন—চাঁদ পূর্ণিমার-নবীজী।। ঐ

০৭। অবশেষে আসলেন সেই নূর— কোলে আমেনার-
পূর্ণিমার চাঁদ হাসে— কোলেতেতাঁহার-নবীজী।। ঐ

০৮। বরজিঞ্জি কিতাবে লেখা— আছে এই প্রকার-
নাভী কাটা খত্‌না করা—পাক পরিস্কার-নবীজী।। ঐ

০৯। না ছিল বদনে তাহার—নাপাকীর নিশান-
সুর্মা পরা আতর মাখা—জান্নাতী পিরহান-নবীজী।। ঐ

১০। মা আমেনার কোলে সেই নূর—আসিলেন ধরায়-
খানা কাবা সিজদায় পড়ে—ভূমিতে লুটায়-নবীজী।। ঐ

১১। মা আমেনার কোলে সেই নূর—আসলেন এই ধরায়-
আকাশের ফেরেস্তারা—সালাম জানায়-নবীজী।। ঐ

১২। জান্নাতের হুর বালারা—গাহে নবীর গান-
ফেরেস্তারা ডেকে বলেন—আহ্‌লান ও সাহ্‌লান-নবীজী।। ঐ

১৩। নূরের নবী প্রেমের ছবি—আসলেন এই ধরায়-
আসুন সবাই দাঁড়াইয়া—সালাম জানাই-নবীজী।। ঐ

ইয়ানাবী সালাম আলাইকা—ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা—সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।

কিয়ামের কাসিদা (বাংলা)

ইয়া নাবী ছালাম আলাইকা-ইয়া রাসুল ছালাম আলাইকা!
ইয়া হাবীব ছালাম আলাইকা-ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।

০১। আপনি যে নূরের রবি-নিখিলের ধ্যানের ছবি।
আপনি না এলে দুনিয়ায়-আঁধারে ডুবিত সবি।। ইয়ানাবী

০২। আপনারি নূরের আলোকে-জাগরণ এলো ভুলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল-হাসিল কুসুম পুলকে!! ইয়ানাবী

০৩। চাঁদ সুরুয আকাশে আসে-সে আলোয় হৃদয় না হাসে।
এলে তাই হে নব রবি-মানবের হৃদয় আকাশে।। ইয়ানাবী

০৪। নবী না হয়ে দুনিয়ার-না হয়ে ফেরেস্তা খোদার!
হয়েছি উম্মত আপনার-তার তরে শোকর হাজার বার।। ইয়ানাবী

০৫। হে রাসুল ছালাম লাখো বার-মোরা যে উম্মত গুনাহ্গার!
কে আছেন মোদের তরাইবার-হাশরে ভরসা আপনার!! ইয়ানাবী

০৬। হে রাসুল মদিনা হইতে-সব কিছু পারেন দেখিতে!
মোদের লাশ কবরে রাখিলে-লইবেন আপন কোলে!! ইয়ানাবী

০৭। দোজখে পাপীরে নিলে-আপনার দীদার পেলে!
তখন কি দোজখ রবে-দোজখ যে জান্নাত হবে!! ইয়ানাবী

০৮। আপনার দীদার বিনে-বাঁচেনা আশেক বাঁচেনা!
কেন যে আপনায় দেখিনা-এই বেদন প্রাণে সহেনা!! ইয়ানাবী

০৯। হাশরে বিপদের দিনে-শাফায়াত করিবেন সবে!
আপনারি শাফায়াত বিনে-নাজাত নাহি সেদিনে!! ইয়ানাবী

১০। আপনি যে খোদারি মকবুল-কেহ নাই আপনার সমতুল!
আপনি যে খোদার জাতী নূর-আপনারি নূরে সকল নূর!! ইয়ানাবী

১১। যা কিছু আছে গোপনে-দেখতে পান আপন নয়নে!
আপনি যে হাজির ও নাজির-সৃষ্টিকুল আপনার নজরে! ইয়ানাবী

১২। কাউছার বানাইলেন আল্লায়-মালিক করলেন আপনায়!
সুরায়ে কাউছারে প্রমাণ-ইহা যে আপনার মহান শান!! ইয়ানাবী

১৩। খায়বরের ছাহ্বা মাকামে-শুইলেন আলীর কোলে!
ডুবন্ত সূর্য উদয় হয়-আপনার আঙ্গুল ইশারায়!! ইয়ানাবী

১৪। আরবের মক্কা শহরে-ছাফার পর্বত কিনারে!
আপনার আঙ্গুল ইশারায়-চন্দ্র দুই টুকরা হয়ে যায়!! ইয়ানাবী

১৫। হে নবী! আপনি সৃষ্টিরমূল-সব কিছু আপনার নূরের ফুল!
চাঁদ সুরুয আপনার তাবেদার-বানাইলেন আল্লাহ পরোয়ার!! ইয়ানাবী

১৬। এমন চোখ দিলেন আল্লায়-নজর তাঁর আরশ মোয়াল্লায়!
খোদ খোদা গায়েব নাহি রয়-আর কিছু কেমনে গয়েব রয়!! ইয়ানাবী

কিয়ামের কাসিদা (২য় প্রকার)

ইয়া নাবী ছালাম আলাইকা-ইয়া রাসুল ছালাম আলাইকা!
ইয়া হাবীব ছালাম আলাইকা-ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।

০১। হে নবী! আপনি হাজির ও নাজির, ছালাম লন অধম পাপীর–
পাপী যে কান্দে দিন ও রাত, শুধু যে আপনায় দেখিতে।। ইয়ানাবী

০২। সাধ্য নাই যেতে মদিনা, দিন ও রাত এইতো ভাবনা–
দেখা দেন নবী স্বপনে, এই আরজ আপনার চরণে।। ইয়ানাবী

০৩। হে নবী আপনি মদিনা হইতে, সব কিছুই পারেন দেখিতে–
মোদের লাশ কবরে রাখিলে, লইবেন আপন কোলে।। ইয়ানাবী

০৪। জিব্রাঈল ডাকেন বারে বার, খুলে দাও আসমানের দুয়ার–
এসেছেন নবীদের সর্দার, করিতে মাওলার দিদার।। ইয়ানাবী

০৫। নবীজীর আব্বা আবদুল্লাহ, নবীজীর আম্মা আমেনা
নবীজীর দুধ মা হালিমা, নবীজীর রওযা মদিনা!! ইয়ানাবী

০৬। উছিলা আপনাকে নিয়া-কাঁদিলেন আদম ও হাওয়া!
হইল আল্লারি দয়া- কবুল করিলেন দোয়া!! ইয়ানাবী

কাসিদার পর–লাখো ছালাম

মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো ছালাম!
শাম্‌য়ে বজমে হেদায়াত পে লাখো ছালা!!

০১। মেহ্‌রে চরখে নবুয়্যত পে রৌশন দরুদ!
গুলে বাগে রিছালাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০২। জিছ্ ছোহানী ঘড়ি চম্‌কা তায়বা কা চাঁদ!
উছ্ দিল্ আফরোজে চা'আত পে লাখো ছালা!! মোস্তফা

০৩। জিনকি সেজদে কো মেহ্‌রাবে কাবা ঝুঁকি!
উন্ ভউ কি লাতাফাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০৪। খালেক নে আপনে নূর ছে মাহবুব কা নূর বানায়া!
উছি নূরে মোহাম্মদী পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০৫। আরশ ছে জেয়াদা রোত্‌বা-রওজা রাছুলুল্লাহ কা!
উছি রওজায়ে আন্‌ওয়ার পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০৬। শবে আছ্‌রা কে দুলা পে দায়েম দরূদ!
নওশায়ে-বজমে জান্নাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০৭। কিছকো দেখা ইয়ে মুছাছে পূঁছে কুই!
আখোঁ ওয়ালো কি হিম্মত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০৮। দূর ও নজদিক কি– ছুননেওয়ালে ওয়ে কান!
কানে লা'লে কারামত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০৯। নূরকে চশমে লেহ্‌রায়ে দরিয়া বহে!
অংলীউঁকি কারামত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১০। হাত জিছ তরফ উঠা– গণী কর দিয়া!!
মৌজে বাহরে ছাখাওয়াত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১১। খায়ী কোরআন নে-খাকে গুজার কি কছম!
উছ্ কাফে পা কি হুরমত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১২। উন্‌কে মাওলা কে উন্‌পর– কড়োরোঁ দরূদ!
উন্‌কে আছ্‌হাব ও ইত্‌রাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৩। ছাইয়িদা ফাতেমা-জওজায়ে মুর্তজা!
ইয়ানে খাতুনে জান্নাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৪। শহীদে কারবালা-হুছাইনে মুজতবা
বে-কছে দশ্‌ত গোরবত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৫। গাউছে আজম ইমামুত-তুক্বা ওয়ান নুক্বা!
জাল্‌ওয়ায়ে শানে কুদরত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৬। জিন্‌কি মিম্বার হুয়ী-গর্দানে আউলিয়া!
উছ্ কদম কি কারামত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৭। ছান্‌জারী আজমিরী খাজা গরীব নাওয়াজ!
উছ্ মুঈনুদ্দিন ও মিল্লাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৮। নক্‌শায়ে নকশে বন্দ খাজা– বাহাউদ্দিন!
আওর মুজাদ্দেদে আলফে ছানি পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৯। কামেলানে তরিকত পে-কামেল দরূদ!
হামেলানে শরীয়ত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

২০। ছাইয়েদী হযরতে কেব্‌লা-আহমদ রেজা!
ইমামে আহলে ছুন্নাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

২১। ডাল দি কল্‌ব মে-আজমতে মোস্তফা!
হেক্‌মতে আ'লা হযরত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

২২। বে হিছাব, কিতাব আওর আজাব ও ইতাব!
তা আবাদ আহলে ছুন্নাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

২৩। হামারে ওস্তাদ ও মা-বাপ আওর ভাই ও বহিন!
আহলে ওল্‌দ ও আশিরাত্ পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

তারপর দাঁড়ানো অবস্থায়ই নিম্নোক্ত "আছ ছালাম" পড়তে হবে

আছ–ছালাম

০১। আছ্ ছালাম আয়-ছবজে গুম্বেদ কে মকীন !
আছ্ ছালাম আয়-রাহ্মাতুল্লিল আলামীন!!

০২। আছ্ ছালাম আয়-মীম হা ও মীমও দাল!
আছ্ ছালাম আয় বেনজীর ও বে মেছাল!!

০৩। আছ্ ছালাম আয়-দস্তগীরে বে কাছাঁ!
আছ্ ছালাম আয়-চারায়ে দরদে নেহা!!

০৪। তু ছখী তেরা ছখী-দরবার হায়!
গর্ করম্ কি জিও তু-বেড়া পার হায়!!

০৫। দস্ত বছ্তা হ্যায় খাড়ে-হাজের গোলাম!
পেশ করতে হেঁ-গোলামানা ছালাম!!

০৬। ইয়া ইলাহি ছদ্কায়ে-আলে রাছুল!
ইয়ে ছালামী আশেকানা হো কবুল!!

০৭। "আয় খোদা কে লাড্লে-পেয়ারে রাছুল!
ইয়ে ছালামী আজেজানা-হো কবুল"

(ইয়ে মিলাদ ও কিয়াম ও দরূদ-হো কবুল)
(সবাই মিলে)
মদিনে কে চাঁদ! হাজারো ছালাম।
মদিনে কে চাঁদ! লাখো ছালাম!
মদিনা কে চাঁদ! ক্রোড় ছালাম!
মদিনে কে চাঁদ! বেহদ্ ছালাম!

বালাগাল উলা বিকামালিহী-কাশাফাদ দুজা বিজামালিহী।
হাছুনাত জামিউ খিছালিহী-ছাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী!!

এরপর বসে একবার সুরা ফাতিহা ও তিনবার সুরা ইখ্লাস পাঠ করে দোয়া মুনাজাত করতে হবে!

(বিঃ দ্রঃ) মিলাদ শরীফে কিয়াম অবস্থায় বাংলা অথবা উর্দু/আরবী কাসিদা পাঠ করার পর লাখো ছালাম এবং আছ ছালাম পাঠ করে কেয়াম সমাপ্ত করবে। "লাখো ছালাম"–ইমামে আহলে সুন্নাত আহ্মদ রেজা খান বেরলভী (রহঃ)-এর লিখিত কাসিদা। হুজুর (দঃ)-এর শানে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ কাসিদা।

উরদু মিলাদ শরীফ পাঠ

দরূদ ঃ বসে বসে (চট্টগ্রাম পদ্ধতি)

ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ..... (আয়াত শরীফ তিলাওয়াত)
ছালাতুন ইয়া রাছুলাল্লাহ আলাইকুম
ছালামুন ইয়া হাবীবাল্লাহ আলাইকুম

০১। দো-আলম কেউ নাহো কোরবাঁ উছি পর্
খোদা ভী হায় রেজা জুয়ে মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

০২। ফলক হায় জেরে ফর্মানে মোহাম্মদ
বড়ি হায় আর্শ ছে শানে মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

০৩। বয়াঁ উন্কা বয়ানে কিবরিয়া হায়
কালামে হক্ব ইয়ে ফরমানে মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

০৪। করেঙ্গে আম্বিয়া মাহ্শার মে নাফ্ছী
উঠেঙ্গে উম্মতী গোয়া মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

০৫। কতীলে খঞ্জরে বোররা নেহী দিল্
মগর কোরবানে আব্রোয়ে মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

০৬। মোহাম্মদ ছে ছিফাত পুছো খোদা কি
খোদা ছে পুছিও শানে মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

০৭। মোহাম্মদ মোস্তফা জানে খোদা কো
খোদা জানে মোহাম্মদ মোস্তফা কো।। ছালাতুন ইয়া ....

০৮। মোহাম্মদ মোস্তফা নূরুন আলা নূর
হাবীবে কিবরিয়া নূরুন আলা নূর।। ছালাতুন ইয়া ....

০৯। খোদা খোদ হায় খরিদারে মোহাম্মদ
খোদা মিল্তা হায় দরবারে মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

১০। নবীকে খলিফা হেঁ চার্ আকবর
আবু বক্র, ওমর, ওস্মান ও হায়দার।। ছালাতুন ইয়া ....

১১। নছিমা, জানেবে বোত্হা গুজর্ কুন্
জে আহ্ওয়ালাম হাবীবীরা খবর কুন।। ছালাতুন ইয়া ....

১২। খবর লও ইয়া রাছুলাল্লাহ্ খবর লও
মেরে মাওলা মেরে আক্বা খবর লও।। ছালাতুন ইয়া ....

১৩। খবর লও ইয়া রাছুলাল্লাহ্ খবর লও
মসিবত ছে গোলামো কো বাঁচা লও।। ছালাতুন ইয়া ....

১৪। ইয়া রাছূলাল্লাহি উনজুর হা লানা
ইয়া হাবীবাল্লাহি ইছমা' ক্বা-লানা।। ছালাতুন ইয়া ....

১৫। ইন্নানা ফী বাহরে হাম্মিন মুগ্‌রাকুন
খুজ আইদী ছাহ্‌হিল লানা আশ্‌কালানা।। ছালাতুন ইয়া ....

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ওয়ামা আরছাল্‌নাকা ইল্লা রাহ্‌মাতাল্লিল আলামীন

০১। মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা
রাহমাতুল্লিল আলামীনে মারহাবা।। মারহাবা ....

০২। জল্‌ওয়াগর হো ইয়া ইমামাল মোর্‌ছালীন।
জল্‌ওয়াগর হো রাহমাতুল্লিল আলামীন।। মারহাবা ....

০৩। জল্‌ওয়াগর হো আয় চেরাগে কুহে তুর
নাছেখে তাওরীত ও ইঞ্জিল ও যবুর।। মারহাবা ....

০৪। জল্‌ওয়াগর হো গম্‌জাদোঁকে দস্তগীর
জল্‌ওয়াগর হো হাদীয়ে রওশন জমীর।। মারহাবা ....

০৫। জল্‌ওয়াগর হো মীম, হা ও মীম– দাল
জল্‌ওয়াগর হো বে-নজীর ও বে-মেছাল।। মারহাবা ....

০৬। জল্‌ওয়াগর হো আম্বিয়া কে মোক্‌তাদা
জল্‌ওয়াগর হো আউলিয়া কে পেশোয়া।। মারহাবা ....

০৭। জল্‌ওয়াগর হো জল্‌ওয়ায়ে নূরে খোদা
জল্‌ওয়াগর হো ইয়া মোহাম্মদ মোস্তফা।। মারহাবা ....

ইয়ানে বারভী রবিউল আউয়াল পীর কে দিন বওয়াক্তে ছোবহে ছাদেক ছাইয়েদে কাওনাইন, ছোল্‌তানে দারাঈন, আকায়ে নামদার, তাজেদারে মদিনা হযরতে মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজ্‌তবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম নে হাজারোঁ জাহ্ ও জালাল ছে দৌলত্‌ছারায়ে ইক্‌বাল মে জহুর ইজ্‌লাল ফরমায়া। আওর হাম গোনেহ্‌গারোঁ কো দৌলতে ঈমান ছে মালামাল ফরমায়া। (এরপর লুরী পড়বে)।

মুনাজাত

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বীল আলামীন!

হে আল্লাহ! হে রহমান, হে রহীম। আমরা এতক্ষণ তোমার হাবীবের শানে মিলাদ ও কিয়াম করেছি। সালাত ও সালাম পাঠ করেছি। আয়োজনকারী ও উপস্থিত সকলের পক্ষ হতে তুমি মেহেরবাণী করে এই পবিত্র মিলাদ মাহ্‌ফিলকে কবুল ও মনজুর করে নাও। হে আল্লাহ! আমরা তোমার রহমতের ভিখারী। তুমি দাতা। ভিখারী ঘরের দরজায় এসে প্রথমে মালিকের প্রিয় সন্তানাদির জন্য দোয়া করে, পরে ভিক্ষা চায়। ভিখারীর প্রতি পিতা-মাতার স্নেহের উদ্রেক হয়। তারা ভিখারীকে খালী হাতে বিদায় দিতে পারে না। তদ্রূপ, তোমার শাহী দরবারে রহ্‌মতের ভিক্ষা চাওয়ার পূর্বে তোমার প্রিয় হাবীবের গুণগান করেছি। দরূদ ও সালাম আরজ করেছি। তুমি ওয়াদা করেছো-তোমার হাবীবকে একবার সালাত ও সালাম জানালে তুমি তাঁর উপর দশবার রহমত নাজিল কর। হে মাওলা! আমরা তোমার হাবীবের উছিলায় তোমার রহমত চাই। তুমি আমাদেরকে রহমত থেকে বঞ্চিত করোনা মাওলা! হে আল্লাহ! আজকের মিলাদ শরীফের সওয়াব সর্বপ্রথম তোমার প্রিয় হাবীবের (দঃ) খেদমতে পৌঁছিয়ে দাও। তাঁর আহলে বাইত, আজওয়াজে মোতাহ্‌হারাত, সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও শহীদানে কারবালার রুহে পাকে মিলাদ শরীফের হাদিয়া পৌঁছিয়ে দাও। চার মজহাবের চার ইমাম, চার তরিকার চার ইমাম এবং তামাম বুজুর্গানে দ্বীন ও সলফে সালেহীনের রূহে পাকে এর সওয়াব বখ্‌শীষ করে দাও। আমাদের পিতা-মাতা, ওস্তাদ, পীর-মুর্শেদ, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ময়-মুরুব্বী ও আত্মীয়-স্বজনদের রূহে পাকে এই মিলাদ শরীফের সওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি মেহেরবানী করে আমাদের গুনাহ্ খাতা মাফ করে নেক কাজ করার তৌফিক দাও। রুজী রোজগারে বরকত দাও। বালা মুসিবত দূর করে দাও। খাতেমা বিল খায়ের নসিব কর। মউতের সময় নবী করিম (দঃ)-এর জামালে মোবারক দেখাইও। হাশরের দিনে তাঁর শাফায়াত আমাদের সকলকে নসিব করিও। ওয়া সাল্লাল্লাহু তালা খাইরি খাল্‌কিহি ওয়া নূরে জাতিহী সাইয়েদিনা, মোহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্‌মাঈন। আমীন! বিহক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)।

নবীজীর দরবারে ফরিয়াদ

ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ইয়া হাবিবাল্লাহ্- ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ইয়া হাবিবাল্লাহ্। (২ বার)

০১। আমার মউতের নিদান কালে-আসিবেন নবীগো আমার শিয়রে
দেখিব আপনাকে আপন নয়নে- ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০২। পাই যদি নবীগো- আপনারি দীদার- মউতের যাতনা থাকিবেনা আমার,
দিবেন গো দেখা দয়া করিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৩। শুনেছি হাদীছে দেখিলে আপনাকে- জীবনের গুনাহ ঝরিয়া পড়ে।
দিবেন গো দীদার দয়া করিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৪। আজরাঈল আসিয়া প্রাণ পাখী লইয়া- পলকে যাবে গো যখন চলিয়া,
আসিবেন নবী গো উম্মত লাগিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৫। মারা যাওয়ার পরে রাখিবেনা ঘরে- গোসল করাবে ঘরের বাহিরে,
আসিবেন নবীগো উম্মত তরে-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৬। গোসল করাইয়া কাফন পরাইয়া-বিদায় দিবে যখন সকলে মিলিয়া,
লইয়েন গো নবীজী কোলেতে তুলিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৭। জানাযার মাঠে নিবে খাটে করিয়া- কাঁদিব আমি সবকিছু হারাইয়া,
আসিবেন নবীগো উম্মত লাগিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৮। জানাযার শেষে খাটেতে করিয়া- গোরস্থানে নিবে কাঁধেতে তুলিয়া,
কোলে তুলে নিবেন গো উম্মত বলিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৯। অন্ধকার কবরে আমায় একা রাখিয়া- আপনজন সকলে, যখন যাবে চলিয়া,
আসিবেন নবী গো অধম লাগিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১০। অন্ধকার কবরে যখন দিবে আমারে-আসিবেন নবী গো আমার কবরে,
দেখিব আপনাকে দুই নয়ন ভরে-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১১। মনকির নকীর আসিয়া সাওয়াল করবে বসাইয়া- দিবেন গো নবীজী পর্দা উঠাইয়া
সালাম করিব কদম ধরিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১২। পিতা-মাতা যাহাদের অন্ধকার কবরে- রাখিবেন নবী গো দয়ার নযরে।
তরাইয়া নিবেন গো হাশর ময়দানে- ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১৩। শাফাআতের অধিকার হাতেতে আপনার- তরাইবেন নবী গো উম্মত গুনাহ্গার,
তরাইয়া নিবেন গো হাশর মাঝার-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১৪। এ বিশ্ব ভূবনে যাহা আছে গোপনে- দেখিতে আছেন গো আপন নয়নে,
গায়েবের খবর আপনি দেনেওয়ালা-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১৫। আপনারি নূরের ঝলক লাগিয়া- গেল যে আবুদের পরিচয় হইয়া,
আপনারি এশকে প্রভূ দিওয়ানা-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

✪ (নূরে মোহাম্মদীর উছিলায় আল্লাহর পরিচয়ও প্রকাশ ঃ হাদীসে কুদসী)

দরবারে এলাহীতে কাতর মুনাজাত (সিলেটী সুর)

আমার কাছে কি ধন আছে- কি দিব তোমারে গো আল্লাহ!
ওগো আল্লাহ কর দয়া-এই অধমেরে।

০১। আদমেরে করছো দয়া আল্লাহ-আরফাতের ময়দানে,
আমারে নি করবা দয়া গো আল্লাহ-হাশর ময়দানে-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

০২। নূহকে করেছো দয়া আল্লাহ- তুফানের কালে,
আমারে নি করবা দয়া গো-আল্লাহ- মওতের তুফানে গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

০৩। ইবরাহীমকে করছো দয়া আল্লাহ- নমরূদের আগুনে
আমারে নি করবা দয়া গো-আল্লাহ- দোযখের আগুনে-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

০৪। আইউবেরে করছো দয়া আল্লাহ-অসুখের কালে,
আমারে নি করবা দয়া-গো আল্লাহ বিপদের দিনে-গো আল্লাহ
কর দয়া এই অধমেরে।

০৫। মুছাকে করেছো দয়া আল্লাহ-নীল দরিয়ার মাঝে,
আমারে নি করবা দয়া গো-আল্লাহ-এই ভব সংসারে-গো আল্লাহ
কর দয়া এই অধমেরে।

০৬। ইউনুছেরে করছো দয়া আল্লাহ-মাছের পেটেতে
আমারে নি করবা দয়া গো-আল্লাহ- অন্ধকার কবরে-গো আল্লাহ
কর দয়া এই অধমেরে।

০৭। নবীজীকে করছো দয়া আল্লাহ- বদরের ময়দানে
আমারে নি করবা দয়া গো-আল্লাহ- হাশর ময়দানে-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

০৮। রূহ নিকালিবে যখন আল্লাহ-আজরাইল আসিয়া,
ঈমান বাঁচাইও আমার গো-আল্লাহ!-নবীকে দেখাইয়া-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

০৯। মা বাপকে রাইখাছি গো আল্লাহ- কবরে শোয়াইয়া,
তাহাদের কর দয়া গো-আল্লাহ!- কোলেতে লইয়া-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

১০। ধন দিছো জন দিছো আল্লাহ- কেড়ে নিও না,
নবীজীকে না দেখাইয়া গো-আল্লাহ- কবরে নিওনা-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

১১। গফুর গাফফার তুমি আল্লাহ-পাক ছোবহান,
দয়া করে ক্ষমা করো গো আল্লাহ- তুমি মেহেরবান-ওগো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

১২। অধম জলীল কান্দে আল্লাহ- দয়ার লাগিয়া।
দয়া করে ক্ষমা করো গো-আল্লাহ- কবরেতে নিয়া-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

শাহাদাতে কারবালা ঃ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মাওলানা মোহাম্মদ,
ওয়া আলা আলে ছাইয়িদিনা মাওলানা মোহাম্মদ।

০১। মুহররমের দশ তারিখে কি ঘটাইলেন রাব্বানা,
কলেজা ফাটিয়া যায়গো বলিতে তার ঘটনা– আল্লাহুম্মা ছাল্লি–

০২। হাসান শহীদ জহরেতে–হোসাইন শহীদ কারবালায়
জয়নাল আবদীন বন্দী হইলেন–এজিদের ঐ জেলখানায়। ঐ

০৩। কান্দিয়া জয়নাল আবদীন–বেহুঁশ হইলেন কারবালায়,
বেহেস্তে লুটিয়ে কান্দেন–আলী ও মা ফাতেমায়। ঐ

০৪। মুহররমের চাঁদ এলো ঐ– কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।
ওয়া হোসাইনা! ওয়া হোসইনা! তাঁরি মাতম শুনা যায়। ঐ

না'তে রাসূল (দঃ) ঃ উর্দ্দু

০১। ছব্‌ছে আওলা ও আলা হামারা নবী
ছব্‌ছে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী। ২ বার

০২। আপনে মাওলাকা পেয়ারা হামারা নবী,
দোনো আলম কা দুলা হামারা নবী।। ঐ

০৩। বজ্‌মে আখের কা শামা ফরোজা হুয়া,
নূরে আউয়াল কা জাল্‌ওয়া হামারা নবী।। ঐ

০৪। জিছকো শা-য়াঁ হায় আরশে খোদা পর জুলুছ,
হ্যায় ওহ ছোলতানে ওয়ালা হামারা নবী।। ঐ

০৫। খল্‌ক ছে আউলিয়া, আউলিয়া ছে রুছুল,
আওর রসুলুছে আ'লা হামারা নবী।। ঐ

০৬। আছ্‌মানো হি পর্ ছব্ নবী রাহগেয়ে,
আরশে আজম পে পৌঁছা হামারা নবী।। ঐ

০৭। করনো বদ্‌লী রছুলুঁ কি হোতি রাহি
চান্দ বদ্‌লী কা নিক্‌লা হামারা নবী।। ঐ

০৮। জিছ্‌কি দো বোন্দ হে কাউছার ও ছাল্‌ছাবিল,
হায় ওহ্ রহমত কা দরইয়া হামারা নবী।। ঐ

০৯। কৌন দেতা হায় দেনেকো মুহ্ চাহিয়ে,
দেনে ওয়ালা হায় ছাচ্ছা হামারা নবী।। ঐ

১০। কেয়া খবর কেত্‌নে তারে খিলে ছুপ গেয়ে,
পর না ডুবে না ডুবা হামারা নবী।। ঐ

১১। মুলকে কাওনাইন মে আম্বিয়া তাজদার,
তাজেদারোঁ কা আক্বা হামারা নবী।। ঐ

১২। ছারে আচ্ছো ছে আচ্ছা ছমঝিয়ে জিছে,
হ্যায় উছ্ উচোঁ ছে উচা হামারা নবী।। ঐ

১৩। জিছনে টুকড়ে কিয়ে হ্যায়, ক্বমর কো উহ্ হ্যায়,
নূরে ওয়াহদাত্ কা টুক্ড়া হামারা নবী।। ঐ

১৪। জিছনে মূর্দা দিলোঁকো দি ওমরে আবাদ,
হ্যায় উহ্ জানে মছিহা হামারা নবী।। ঐ

১৫। গম্জাদোঁ কো রেজা মুঝ্দা দি জে কে হ্যায়,
বেকছো—কা ছাহারা হামারা নবী।। ঐ

—আ'লা হযরত ইমাম মাহমদ রেযা খান (রহঃ)

মউত ও কবরের ভাবনা

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মাওলানা মোহাম্মদ
ওয়া আলা আলে ছাইয়িদিনা মাওলানা মোহাম্মদ।

০১। বাড়ী বাড়ী করোনা মন — এই বাড়ী তো তোমার না,
আসল বাড়ী কবরেতে — সেই বাড়ীর লও ঠিকানা। ঐ

০২। যেই দেশেতে যাইবি রে মন — সেই দেশের নাই ঠিকানা
যেই ঘরেতে শুইবি রে মন — সেই ঘরের নাই বিছানা। ঐ

০৩। ডাইনে মাটি বাঁয়ে মাটি — মাটির হবে বিছানা,
অন্ধকার কবরের মাঝে — সঙ্গী কেহ যাবে না। ঐ

০৪। আশে মাটি পাশে মাটি — বাঁশের ছাউনী উপরে,
একদিন এসে দেখবেনা কেউ — কেমনে আছ কবরে। ঐ

০৫। তোমার ঈমান তোমার আমল — সঙ্গে যাবে কবরে,
জায়গা জমি জমিদারী — কেড়ে নিবে অপরে। ঐ

০৬। সময় থাকতে বেলা থাকতে — কর রে মন সাধানা,
সন্ধ্যা হলে বসে কাঁদবি — তোর কান্দন কেউ শুনবে না। ঐ

০৭। কি করিবে ধনেজনে — কি করিবে অভিমানে,
যাইতে হবে গোরস্থানে — সঙ্গে কেহ যাবেনা। ঐ

০৮। আসছো ভবে যাইতে হবে — অন্ধকার ঐ কবরে,
হিসাব নিকাশ দিতে হবে — হাশরের ঐ ময়দানে। ঐ

০৯। নবীর জন্য মনে প্রাণে — হওরে পাগল দিওয়ানা,
শয়নে স্বপনে তুমি — দেখতে পাইবে মদিনা। ঐ

১০। আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর — পড় দরূদ সবজনা,
রোজ হাশরে তরাইবেন — দয়াল নবী মোস্তফা। ঐ

সংক্ষেপে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কতিপয় আক্বায়েদ ও আমল

০১। আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র স্বত্ত্বা নূর-যা সৃষ্ট নূর হতে ভিন্ন প্রকৃতির।

০২। আল্লাহ তায়ালা আকৃতিহীন বা নিরাকার।

০৩। তিনি আরশে বা অন্য কোন স্থানে উপবিষ্ট নন-বরং সর্বত্র বিরাজমান।

০৪। তিনি মিথ্যা বলা বা যে কোন দোষত্রুটি হতে মুক্ত ও পবিত্র।

০৫। তাঁর যাবতীয় ইলম ও জ্ঞান যাতী বা মৌলিক এবং অনন্ত ও অসীম। নবীগণের যাবতীয় ইলম ও জ্ঞান আতায়ী বা দানকৃত এবং সসীম।

০৬। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর যাতী নূরের জ্যোতি হতে পয়দা। [জুরকানী ও মিশকাত]

০৭। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপাদমস্তক নূর বা নূরে মুজাচ্ছেম। [আল হাদীস]

০৮। তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যাবতীয় নূরের মূল। [তাফসীরে সাভী]

০৯। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁকে ইলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন। [আল কুরআন]

১০। তিনি হায়াতুন্নবী বা স্বশরীরে রওযা মোবারকে জীবিত।

১১। তিনি উম্মতের যাবতীয় ভালমন্দ আমল প্রত্যক্ষ করছেন।

১২। তিনি মহব্বতের সালাত ও সালাম নিজ কানে শুনে থাকেন। [মিশকাত, তাবরানী]

১৩। তাঁর সুপারিশে সত্তর হাজার এবং প্রত্যেকের সাথে সত্তর হাজার করে সর্বমোট চারশ নব্বই কোটি লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।

১৪। তাঁর সুপারিশে জান্নাতীদের প্রমোশন হবে এবং সুন্নী দোযখবাসীরা নাজাত পাবে।

১৫। তাঁর সুপারিশ হবে গুণাহ্গারদের জন্য-বদ আক্বিদাধারীদের জন্য নয়। [আল হাদীস]

১৬। আল্লাহ্র পরেই তিনি সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। তিনি সৃষ্টির মধ্যে তুলনাহীন ও বে-মিছাল।

১৭। সাহাবায়ে কেরাম সর্বপ্রকার সমালোচনার উর্দ্ধে। সকল সাহাবীকে মহব্বত করা ফরয।

১৮। সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ও খালিফাতুর রাসুল।

১৯। আউলিয়ায়ে কেরাম বা হাক্কানী ওলামাগণ আল্লাহর বন্ধু। তাঁদের প্রার্থনা অবশ্যই আল্লাহ্ কবুল করেন।

২০। আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত কুরআন সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। ৩৫৬ জন আউলিয়া হযরত আদম, হযরত মূছা, হযরত ইবরাহীম, হযরত জিবরাঈল, হযরত মিকাঈল ও হযরত ইসরাফীল আলাইহিমুস সালামগণের সিফাত প্রাপ্ত। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিফাত প্রাপ্ত।

২১। আউলিয়ায়ে কেরামের পদবীসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ পদবী হলো গাউসুল আ'যম। বড়পীর সাহেব এই পদবীর অধিকারী।

২২। মাযহাব মানা ওয়াজিব। লা-মাযহাবীরা গোমরাহ্।

২৩। উম্মতে মোহাম্মদী ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত। ৭২ ফের্কাই জাহান্নামী। মূল দলটি হবে জান্নাতী। উক্ত নাজাত প্রাপ্ত দলের নাম "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত" [মিরকাত]। বর্তমানের নজদীপন্থী ওহাবী, মউদূদী, আহলে হাদীস ও তাবলীগীরা ৭২ গোমরাহ ফের্কার অন্তর্ভূক্ত। কাদিয়ানীরা বিনা বিতর্কে সর্বসম্মতভাবে কাফের।

২৪। শবে বরাত, শবে মেরাজ, শবে ক্বদর কুরআন সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত। ঐ রাত্রিসমূহের ইবাদত বন্দেগী কুরআন সুন্নাহ, ইজমা কেয়াছের দ্বারা এবং বুযুর্গানে দ্বীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

২৫। মাযারসমূহের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা এবং যিয়ারত করা উভয়ই সুন্নাত। নবীজীর রওযা মোবারক যিয়ারতের নিয়তে সফর করা হাদীসের দ্বারা সুন্নাত ও ওয়াজিব প্রমাণিত।

২৬। দলীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে মসজিদে মসজিদে সফর করা ও রাত্রি যাপন করা নাজায়েয। তিন মসজিদ ব্যতিত ইবাদতের নিয়তে অন্য কোন মসজিদে সফর করা জায়েয নয়। [হাদীস]

২৭। মিলাদ কিয়াম করা মোস্তাহাব। উক্ত মোস্তাহাব অস্বীকার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। [পরিশিষ্ট-২ দেখুন]

২৮। ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ৬টি, -১২টি নয়। তারাবীহ্ নামায ২০ রাকআত প্রত্যেক নর-নারীর জন্য সুন্নাতে মোয়াক্বাদাহ্-৮ রাকআত নয়। আযানের পূর্বে দরূদ ও সালাম পাঠ করা মোস্তাহাব। জানাযা নামাযের পর লাইন ভঙ্গ করে খাস দোয়া করা রাসুল ও সাহাবীগণের সুন্নাত। আযানের দোয়ায় হাত উঠানো সুন্নাত। কুলখানী, ফাতেহা, চেহলাম, ওরছ ইত্যাদি নিঃসন্দেহে জায়েয ও উত্তম। [দেখুন আহকামুল মাযার ফতোয়ায়ে ছানাঈ ও ফতোয়া ছানাঈ]

২৯। আউলিয়ায়ে কেরামের সম্মানার্থে মাযার পাকা করা, গিলাফ চড়ানো, মোমবাতি জ্বালানো জায়েয।

৩০। খতমে বোখারী, খতমে খাজেগান, খতমে গাউছিয়া ও গেয়ারভী শরীফ পাঠ করা নিঃসন্দেহে জায়েয ও উত্তম কাজ।

৩১। বিপদে আপদে রূহানী সাহায্যার্থে ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া আলী, ইয়া শেখ আবদুল কাদের জ্বিলানী বলে ডাকা শরিয়ত সম্মত উত্তম কাজ। [বাহজাতুল আছরার, ফতোয়া জামাল মক্কী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহের আল ইতিবাহ্]

*** প্রয়োজনে শর্তাধীনে বিতর্কে প্রস্তুত ***

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

লেখকের নাম ঃ হাফেয মোঃ আবদুল জলিল আক্বিদা বিশ্বাসে সুন্নী, মাযহাবে হানাফী এবং তরিকায় ক্বাদেরী।

পিতার নাম ঃ মুন্সী আদম আলী মোল্লা। **মাতার নামঃ** মালেকা খাতুন।

জন্ম ঃ ২৬শে ভাদ্র, শনিবার-১৩৪০ বাংলা। চার বোন ও ছয় ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

জন্মস্থান ঃ গ্রাম আমিয়াপুর, **পোষ্ট ঃ** পাঠান বাজার, **থানা ঃ** মতলব (উঃ), **জেলা ঃ** চাঁদপুর। দিল্লীর প্রখ্যাত বুযুর্গ ও ফেকাহবিদ আলিম এবং বাদশাহ্ আলমগীরের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিউন(রহঃ) ছিলেন লেখকের উর্ধতন পুরুষ। হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) রচিত ফেকাহ্র নীতিশাস্ত্র নূরুল আনোয়ার গ্রন্থখানা দুনিয়া ব্যাপী সমাদৃত এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ফাজিল জামাতের পাঠ্যগ্রন্থ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সালতানাতের পতনের পর হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) এর বংশধরগণের একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস গড়ে তুলেন। কালক্রমে ঐ বংশই বর্তমান আমিয়াপুর গ্রামে এসে নেছা বিবির সম্পত্তি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। (পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য)।

শিক্ষা দীক্ষা ও কর্মজীবনঃ লেখক প্রথমে মক্তবে কুরআন মজিদ ও কিছু কিতাব শিক্ষা করেন। ৪র্থ শ্রেণী পাস করার পর হিফ্য আরম্ভ করেন এবং দু'বছর তিন মাসে ১৯৫৩ ইং হিফ্য শেষ করেন। তারপর ১৯৫৫সালে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল,আলিম,ফাজিল ও কামিল(হাদীস)১ম বিভাগে বৃত্তিসহ ১৯৫৬ইং ১৯৬৪ইং সালে উত্তীর্ণ হন। তারপর ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী ও এম,এ, (জেনারেল ইতিহাস) উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে ষ্টাইপেন্ডসহ পাস করেন ১৯৬৬-১৯৭০ইং সালে। আরবী ও জেনারেল শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৭২সালে কলেজের অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাগলনাইয়া কলেজ ও লাকসাম ফয়জুন্নেছা কলেজে ৪ বৎসর ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। উচ্চতর শিক্ষার পাশাপাশি জিবীকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে ১৯৬৪-৭৮ ইং সামান্য বিরতিসহ হযরত তারেক শাহ্ (রহঃ) দরগাহ মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭৩ইং সালে ১বছর অগ্রণী ব্যাংকে প্রভেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে ইস্তফা দেন। ১৯৭৩ ইং বিসিএস লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদে ১৯৭৫ সালে ছয় মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পূণরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ইং সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮সাল থেকে ১৯৮৭ইং সাল পর্যন্ত ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭-৯০ইং ৪ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালনকরে পূনরায় ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খতীব ও ওয়াজ নসিহত এবং আহলে সুন্নাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বুখারী শরীফ সহ তার লিখিত,অনূদিত ও সম্পাদিত ১৭খানা গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। মাসিক সুন্নীবার্তা নিয়মিত প্রকাশ করেছেন।

বিদেশ ভ্রমণ ঃ ১৯৮০ ইং সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের আজমীর শরীফ হযরত খাজা গরীব নওয়ায (রহঃ) ও বেরেলী শরীফের আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এর মাযার শরীফসহ বহু মাযার জিয়ারত করে ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। ১৯৮২ইং সালে ইরাক সরকারের নিমন্ত্রণে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মোতামারে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশ মোদাররেছিন প্রতিনিধি দলের সাথে গমন করেন। সেই সাথে পবিত্র হজ্ব ও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং বাগদাদ শরীফের গাউসুল আযম (রাদিঃ) এর মাযার সহ অসংখ্য নবী ওলীর মাযার শরীফ যিয়ারত করেন। ১৯৮৪ইং ১৯৮৫ইং সালে দু'বার ইরাক সরকারের আহবানে পুনরায় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন ও সেই সাথে যথাক্রমে হজ্জ ও ওমরাহ্ পালন করেন। ১৯৯৯ ইং সালে লন্ডন এবং ২০০৩ সালে সুইডেন, লন্ডন ও দুবাই সফর করেন। বর্তমানে অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি ছুন্নী গবেষণা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত আছেন। বাংলাদেশে ছুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহলে সুন্নাতের নেতৃত্বে দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকার শাহজাহানপুরে বহুতল বিশিষ্ট (প্রস্তাবিত) গাউসুল আযম জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। শরিয়ত ও তরিকত প্রচারের কেন্দ্ররূপে উক্ত মসজিদ গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯৭ইং ২৪শে নভেম্বর তারিখে বাগদাদ শরীফের বর্তমান গদীনশীন মোতাওয়াল্লী হযরত সাইয়্যেদ আব্দুর রহমান আল জিলানী সাহেব (মাঃজিঃআঃ) তাঁকে লিখিত খেলাফতনামা প্রদান করেছেন। লেখকের নিজ গ্রাম আমিয়াপুরে হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

তারিখ ঃ এপ্রিল ২০০১ ইং